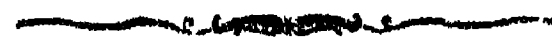
মহাত্মা থিওডোর পার্কারের

জীবনচরিত।



শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।



কলিকাতা।

ব্রাহ্মমিসন প্রেসে, শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



১২৯২ সাল।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সাধারণ[redacted]জ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

प्र[illegible] - [illegible]

१।२८ २२[illegible]

२५/०४/२०२४

বিজ্ঞাপন।

মহাত্মা থিওডোর পার্কারের জীবনচরিত প্রকাশিত হইল। ইংরেজী ভাষায় লিখিত উক্ত বিষযক প্রধান প্রধান গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক খানি প্রণযন করা হইয়াছে। ইহাতে পার্কারের জীবনের যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাব কোন এক খানি ইংবেজী জীবনীপুস্তক পাঠে সমুদয় অবগত হইবাব সম্ভাবনা নাই। থিওডোর পার্কার ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শ মহাপুরুষ। তাঁহার জীবন মানবজীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আশ্চর্য্য দৃষ্টান্তস্থল। এই পুস্তক পাঠে বঙ্গীয় পাঠকবর্গ বিশেষ উপকার লাভ করিবেন বলিয়া আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকাতেই আগ্রহ সহকারে আমরা ইহা প্রকাশ করিলাম।

১২৯২ সাল।
১১ই মাঘ। } প্রকাশক।

মহাত্মা থিওডোর পার্কারের

জীবন চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

পিতামহ, পিতা ও মাতা।

১ মহাত্মা থিওডোর পার্কারের নিকট ধর্ম্মজগৎ চিরদিন ঋণী। কত ব্যক্তি পার্কারের চরণতলে বসিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছেন, শোকে সান্ত্বনা, নৈরাশ্যে আশা, সন্দেহে বিশ্বাস লাভ করিয়াছেন কে তাহার সংখ্যা করিবে? সংসারের দুর্গম পথে চলিতে গিয়া কত দুর্ব্বল মানব পার্কারের সবল বাহুর উপর ভর দিয়া সময়ে সময়ে চলিয়াছেন, কে তাহা নির্দ্ধারণ করিবে? পুস্তক-লেখক সেই সকল দুর্ব্বল ব্যক্তির মধ্যে একজন। বাস্তবিক ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে, জ্ঞান বা ভাব সম্বন্ধে থিওডোর পার্কারের চরিত্র ও গ্রন্থ নিচয় যে প্রভূত মঙ্গল সংসাধন করিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কেবল আমাদের দেশে নয়, জ্ঞানোজ্জ্বল সভ্যতম ইয়ুরোপীয় ও আমেরিকসমাজে পার্কারের যে কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা কালস্রোতের প্রবল আঘাতে কখনই বিচলিত হইবার নহে। তাঁহার অগ্নিময় বাক্য সকল, ব্রহ্মবাদিনী কুমারী কবের ন্যায় কত মহদন্তঃকরণের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে, কে বলিবে? পার্কারের বীরত্ব, খৃষ্টধর্ম্মের দুর্ভেদ্য দুর্গের উপর যে সত্যের পতাকা নিখাত করিয়াছে, তাহা চিরদিন উড্ডীন থাকিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিবে। সত্যপ্রিয় সুপণ্ডিত ফ্রান্সিস্ নিউম্যান, থিওডোর পার্কারের মহত্বের বিষয়ে বলিয়াছেন যে, একশতাব্দী পরে যিনি জীবনী সম্বন্ধীয় অভিধান (Biographical Dictionary) প্রকাশ করিবেন, তিনি তাহাতে বলিবেন যে, থিওডোর পার্কারের ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা আমেরিকার বৈষয়িক ভাব হইতে নৈতিক ভাবের দিকে স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাঁহার প্রচার

দ্বারা পরমেশ্বরের অনাদ্যনন্ত ধর্ম্ম নিয়ম সকল, কি বণিক, কি ব্যবহারাজীব, কি দেশশাসনকারী রাজনীতিজ্ঞ, কি ধর্ম্মযাজক সকলের উপর ক্ষমতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

থিওডোর পার্কার জগতের হিতসাধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিপক্ষদিগের দ্বারা যে সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন, আমেরিকার সর্ব্বপ্রধান বক্তা ওয়েণ্ডেল ফিলিপ্স্ তাঁহার এক বক্তৃতায় তদ্বিষয়ে বলিয়াছিলেন,— "বিদ্বেষী লোকে পার্কারের প্রতি যে সকল বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল, ইতিহাস তাহা আপনার হৃদয়ে সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগকে বলিতেছেন, "দেখ, তোমাদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা প্রাপ্তির এই সকল দলিল পত্র দেখ।"

থিওডোর পার্কার বীরবংশ সম্ভূত। ইংলণ্ডের অত্যাচারে আমেরিকার নূতন জাতি যখন ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল;—পরাধীনতার কঠোর নিগড় ছিন্ন করিবার জন্য বীরদর্পে শিরশ্চালন করিল, তখন পার্কারের পিতামহ কাপ্তেন জন্ পার্কারের সাহস ও পরাক্রম প্রকাশ হইয়াছিল।

ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের বোষ্টন নগর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে লেক্সিংটন নামক গ্রামে থিওডোর পার্কার জন্ম গ্রহণ করেন। যে গ্রামে পার্কারের জন্ম, সেই গ্রামেই ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার স্বাধীনতার মহাযুদ্ধ প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। আমেরিকার পুরাবৃত্তে, এই দুটি সুমহৎ ঘটনা সম্বন্ধে উক্ত গ্রামের নাম ও তৎসঙ্গে পার্কার বংশের গৌরব, চিরকাল উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

১৭৭৫ খৃঃ অঃ, ১৮ এপ্রেল দিবসে, স্বাধীনতার মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। থিওডোর পার্কারের পিতামহ কাপ্তেন জন্ পার্কার পীড়িত থাকিয়াও সপ্ততি জন মাত্র সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া উক্ত স্থলে উপস্থিত ছিলেন; তিনি অনুমতি করিলেন;—"প্রত্যেকে আপনার বন্দুকে বারুদ ও গুলি পুরিয়া রাখ; কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরেজ সৈন্য গুলি বর্ষণ না করে, ততক্ষণ কেহ তাহাদিগের প্রতি গুলি করিও না।" তিনি আরও বলিলেন যে, "ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যদি তোমাদের অভিপ্রায় হয়, তবে তাহা এই স্থানেই আরম্ভ হউক।"

কিন্তু ইংরেজদিগের কামানের আলোক চক্ষুর্গোচর হইবামাত্র কতকগুলি সৈন্য ভয়ে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিবার উপক্রম করিল। কাপ্তেন পার্কার সৈন্যদিগের মধ্যে এ প্রকার কাপুরুষতা দেখিয়া শঙ্কিত হইবার লোক ছিলেন না।

তিনি তৎক্ষণাৎ তলবার নিষ্কোষিত করিয়া বলিলেন; "যে পলাইবার উপক্রম করিবে, আমি তাহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা করিব।" এই কথায় আর কেহ পলাইতে সাহস করিল না। কিন্তু সপ্ততি জন মাত্র সৈন্য লইয়া ৯০০ শত ইংরেজ সৈন্যের সহিত কতক্ষণ যুদ্ধ চলিতে পারে? সুতরাং কাপ্তেন পার্কার বেলা দুই ঘটিকা হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া আবশ্যক বিবেচনায় ক্রমশঃ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া সে দিনকার যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুমতি করিলেন।

কাপ্তেন পার্কার পীড়িত থাকিয়াও চিরস্মরণীয় বঙ্কবহিলের যুদ্ধে জনৈক সেনানায়কস্বরূপ উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয় নাই। ইংরেজ ও আমেরিকাবাসিগণের মহাযুদ্ধে সর্ব্ব প্রথমে আমেরিকাবাসিগণের পক্ষ হইতে ইংরেজদিগের যে বন্দুক কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহা কাপ্তেন পার্কারের সাহস ও যুদ্ধ কৌশলেই সম্পন্ন হয়। সেই বন্দুকটি এবং যে বন্দুকদ্বারা তিনি তাঁহার নিবাসগ্রামে এই মহাযুদ্ধে সর্ব্ব প্রথমে ইংরাজদিগের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন, তাঁহার পৌত্র থিওডোর পার্কার তাহা যারপরনাই গৌরবের পদার্থ জ্ঞান করিয়া আপনার পাঠাগারের দ্বারদেশে রক্ষা করিতেন। লোকভয়ে কোন বিবেকানুমোদিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার কথায়, তিনি একবার বলিয়াছিলেন;—"আমি যদি ভীরুতা বশতঃ কাপুরুষের ন্যায় একার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই, তাহা হইলে পিতামহের বীরত্বের নিদর্শনস্বরূপ এই বন্দুক আমি আমার গৃহে রাখিবার যোগ্য নহি।" এই বন্দুকদ্বয় পার্কারের উইল অনুসারে, তাঁহার মৃত্যুর পরে ম্যাসাচুসেট্‌স্ প্রদেশের সেনেট হাউসে রক্ষিত হয়; অদ্যাবধি উহা তথায় লম্বমান রহিয়াছে।

পার্কারের পিতা জন্ পার্কারের বিষয়ে তাঁহার জনৈক পৌত্র এইরূপ লিখিয়াছেন; "তিনি শান্ত প্রকৃতি, চিন্তাশীল, মিতভাষী, অধ্যয়ননিরত, বুদ্ধিমান্, নীতিপরায়ণ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিতেন; পরিবারবর্গের মধ্যে সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন, এবং তাহাদিগকে সহজে শাসনাধীন রাখিতে পারিতেন, সন্তানদিগকে সত্যকথা বলিতে শিক্ষা দিতেন, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার হস্তে একখানি পুস্তক দৃষ্ট হইত।"

থিওডোর পার্কার তাঁহার পিতার বিষয়ে বলিয়াছেন;—"তাঁহার

যৌবন কালে নগরে কেবল একটি লোক তাঁহার অপেক্ষা অধিক বলশালী ছিল; কিন্তু প্রায় আর কেহই শারীরিক বীর্য্য বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। তিনি এত অধিক পরিমাণে শীতোত্তাপ সহ্য করিয়া অনাহারে পরিশ্রম করিতে পারিতেন যে, যে সকল লোক সভ্যতার মহানিষ্টকর ফলস্বরূপ স্ত্রীজনসুলভ কোমল ভাবে লালিত হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে উহা অসম্ভব। কৃষি কার্য্যে ও মিস্ত্রির কার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য ছিল। পুত্রদিগকে কৃষিকার্য্যের ভার দিয়া তিনি প্রায়ই দোকানে জাতার কল ও জলতোলা কল, প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার অবস্থার অধিকাংশ লোকের যেরূপ শিক্ষা হইয়া থাকে, তিনি তদপেক্ষা অনেকগুণে সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিশক্তি স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ ছিল বলিয়া তিনি প্রধানতঃ স্বীয় যত্নে অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, কিন্তু ভাবুকতা ছিলনা। তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেন, তর্ক বিতর্ক ভাল বাসিতেন না; অল্প কথা কহিতেন, কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার বাক্‌পটুতা ও তর্কশক্তি সুন্দররূপ প্রকাশ পাইত। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র এবং পেলি, এডওয়ার্ডস্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের মনস্তত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক নিচয় নিবিষ্টচিত্তে ও স্বাধীন চিন্তা সহকারে অধ্যয়ন করাতে তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিচারে অত্যন্ত দক্ষতা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্ম-পরায়ণ, গম্ভীর এবং উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের জন্য প্রতিবাসীরা তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিত, এবং সর্ব্বদা তাঁহার প্রশংসা করিত। তিনি শান্তিপ্রিয় ছিলেন, লোকের সহিত শিষ্টজনোচিত ব্যবহার করিতেন। সকলে তাঁহার সংসর্গে সুখী হইত। তিনি আমোদ প্রমোদ ভাল বাসিতেন, কিন্তু আমোদ করিতে গিয়া কখনও অভদ্র রুচির পরিচয় দিতেন না। তিনি ন্যায়বান, দয়ালু এবং নির্ভয়-চিত্ত ছিলেন। প্রতিবাসীদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হইলে তাহাকে মধ্যস্থ হইতে হইত। লোকের বিষয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান এবং পিতৃমাতৃহীন শিশুদিগের অভিভাবকতা করিতে হইত।" বাস্তবিক, পিতৃগুণ যে অনেক পরিমাণে সন্তানে অবতীর্ণ হয়, শত সহস্র দৃষ্টান্তের মধ্যে থিওডোর পার্কারের পিতা তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

পাঠকবর্গ এস্থলে একটি বিষয় দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন। যে ব্যক্তি এরূপ সুশিক্ষিত ছিলেন যে, পেলি, এডওয়ার্ডস্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ লেখকদিগের রচিত মনোবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ সকল স্বাধীন চিন্তা সহকারে পাঠ

করিতেন, তিনিই আবার জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য স্বহস্তে মিস্ত্রির কার্য্য ও কৃষিকার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। আমাদের হতভাগ্য দেশের ন্যায়, আমেরিকায় শারীরিক পরিশ্রম, হীন বলিয়া গণ্য হয় না। তত্রত্য অধিবাসীগণ 'বাবু' হওয়া একটা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করে না। অন্যান্য নানা কারণের মধ্যে ইহা আমেরিকাবাসীগণের জাতীয় উন্নতির একটি প্রধান কারণ। সভাপতি গারফিল্ড এক সময়ে এক খালে নৌকার মাঝির কার্য্য করিতেন।

পার্কার তাঁহার মাতার বিষয় লিখিয়াছেন;—"তিনি আমার পিতার অপেক্ষা অল্প শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাইবেল ও ধর্ম্মসঙ্গীত পুস্তক পাঠ করিতেন। কবিতা পড়িতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। কার্য্যে ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি সংবাদ পত্র পাঠ করিতেন। শীত ঋতুর সন্ধ্যাকালে অনেক সময় মাতা বসিয়া সিলাই করিতেন, পিতা তাঁহাকে ও বাটীর অপর সকলকে কোন পুস্তক পড়িয়া শুনাইতেন। তিনি প্রতিবেশিনী অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় শ্রমশীলা ছিলেন; কখন কখন তাঁহাদিগকে লইয়া কোন প্রকার সামাজিক আমোদ আহ্লাদে নিযুক্ত হইতেন।

"তিনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে প্রকার গভীর ও প্রবল ছিল, আমি অল্প লোকেরই সে প্রকার দেখিয়াছি; আমার বোধ হইত, তিনি পরমেশ্বরকে স্বীয় আত্মাতে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতেছেন।

"তিনি তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী পিতা বলিয়া অনুভব করিতেন; তাঁহার সুন্দর প্রেমময় সত্তাতে সকল স্থান পূর্ণ দেখিতেন। ইন্দ্রধনুতে তিনি তাঁহার সত্তা প্রতীতি করিতেন; যে বৃষ্টিধারা ভূপতিত হইয়া তৃণ ও বৃক্ষ, শস্য ও পুষ্প বর্দ্ধিত করে, তিনি তন্মধ্যে সেই দেবতার অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিতেন। তিনি নিস্তব্ধ উপাসনায় গভীর স্থির আনন্দ লাভ করিতেন। পুরাতন ও নূতন বাইবেলের অধিকতর আধ্যাত্মিক অংশ সকল পড়িতে ভাল বাসিতেন। বোধ হয়, তাঁহার সময়ের ভয়ঙ্কর ধর্ম্মমত সকল তাঁহার আত্মাকে আদবে কলঙ্কিত করিতে পারে নাই। তিনি তাঁহার সন্তানদিগের, অন্ততঃ আমার নীতি শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত যত্ন করিতেন।"

"তাঁহার চিত্ত ভাবপূর্ণ ও কল্পনাপ্রবণ ছিল। তাঁহাকে একটি প্রকাণ্ড পরিবারের যাবতীয় কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইত, সংসারের সকল ভাবনা

ভাবিতে হইত, অথচ তাহাতে তাঁহার ভাব ও কল্পনার লাঘব হইত না। তাঁহার স্বভাবতঃ কবিত্বপূর্ণ হৃদয় বাইবেল ও ধর্ম্মসঙ্গীত পুস্তক পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিত। ইংরেজী সাহিত্যসম্বন্ধীয় অনেক পুস্তকের হৃদয়গ্রাহী স্থান সকল তাঁহার কণ্ঠস্থ থাকিত। আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য গল্প, পুস্তকে ও লোকমুখে শিক্ষা করিয়া অবিকল বলিতেন। স্মৃতিশক্তি স্বভাবতঃ অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়া তিনি কিছুই বিস্মৃত হইতেন না। দরিদ্রতা নিবন্ধন বাটীতে একজনও ভৃত্য ছিল না; সুতরাং প্রায়ই তাঁহার অবকাশ ছিল না; তথাচ যেটুকু সামান্য অবকাশ পাইতেন, তাহাতেই তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে উন্নতি সাধন করিতেন।"

পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন যে, পার্কারের পিতা সন্ধ্যার সময় পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহার পত্নীকে এবং বাটীর অপর সকলকে শুনাইতেন, তাহাতেও পার্কারের মাতার অনেক শিক্ষা হইত; তিনি যাহা শুনিতেন মনে মনে তাহা ভাবিয়া দেখিতেন। তাঁহার হৃদয় স্বভাবতঃ স্নেহ ও দয়াগুণে পূর্ণ ছিল। কি শিশু, কি বৃদ্ধ সকলেই সমভাবে তাঁহার আন্তরিক যত্ন লাভ করিতেন। সাংসারিক অবস্থা মন্দ হইলেও, মিতব্যয়িতা দ্বারা যাহা কিছু সঞ্চয় করিতে পারিতেন, দরিদ্রদিগের সাহায্যেই তাহা নিঃশেষিত হইত।

তাঁহার সরল কোমল হৃদয় স্বভাবতঃ আধ্যাত্মিক সত্য সকলে বিশ্বাস স্থাপন করিত; তিনি তর্ক বিতর্ক বুঝিতেন না। পার্কারের পিতা খৃষ্টধর্ম্মের অনন্ত নরক প্রভৃতি ভয়ানক মত, যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া, এবং তাঁহার মাতা, হৃদয়বিরুদ্ধ বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার হৃদয় যাহা বলিয়া দিত, তাঁহার নিকট হৃদয়ই তাহার প্রমাণ। বিবেককে তিনি পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাস তাঁহার নিকটে বিধাতার সকল কার্য্যের মঙ্গলার্থ ব্যাখ্যা করিত। তিনি সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে প্রেমময় বিশ্বপিতার দেদীপ্যমান আবির্ভাব অনুভব করিয়া পুলকিত হইতেন। তাঁহার স্বামীর ন্যায় তিনিও মিতভাষিণী ছিলেন; লোকের সহিত কথা বার্ত্তায় অথবা উপাসনায় তিনি অধিক কথা বলিতে ভাল বাসিতেন না। তিনি গোপনে প্রার্থনা করিতেন।

থিওডোর পার্কারের নিজের বাক্যে পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে, তিনি তাঁহার সন্তানগণের ধর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত যত্নশীলা ছিলেন। অনেক লোক, শিশুদিগকে কতকগুলি শুষ্ক ধর্ম্মমত শিক্ষা দিয়া মনে করে

যে, যথেষ্ট ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। পার্কারের মাতার শিক্ষাদান সেরূপ ছিল না। তিনি সদুপদেশ ও সহানুভূতি দ্বারা ধর্ম্ম শিখাইতেন।

পরমেশ্বরকে কেবল পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থিওডোর পার্কারের তৃপ্তি হইত না; তিনি তাঁহাকে মাতা বলিয়া ডাকিতেন। যাঁহার এমন মাতা তিনি সহজেই ঈশ্বরকে মাতৃরূপে দর্শন করিবেন, আশ্চর্য্য কি!

এস্থলে একটি কথা সহজেই মনে হয়। থিওডোর পার্কারের জীবনে ও জনষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনে কি আশ্চর্য্য প্রভেদ! মিলের স্বলিখিত জীবন-বৃত্তান্তের কোন স্থানে তাঁহার জননীর নাম গন্ধও নাই। পার্কার আত্ম-বৃত্তান্ত বলিতে গিয়া শত-কণ্ঠে তাঁহার মাতার গুণানুবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তিনি তাঁহার মাতার নিকট হইতেই শৈশবকালে ধর্ম্মরত্ন লাভ করিয়াছিলেন। সূত্রধরের কার্য্যের ন্যায়;—একটার উপর আর একটা লাগাইয়া দেওয়ার ন্যায়;—তাঁহার ধর্ম্ম শিক্ষা হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার আত্মার পক্ষে ধর্ম্ম যেমন স্বাভাবিক, আত্মার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম যেমন স্বভাবতঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাঁহার সমগ্র শরীর সম্বন্ধে তাঁহার মস্তক তেমন স্বাভাবিক নহে;—শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তেমন স্বভাবতঃ বর্দ্ধিত হয় নাই।

কিন্তু মিল কি বলিয়াছেন? তাঁহার যে এক জন জননী ছিলেন, ইহা তাঁহার স্বলিখিত জীবনী পাঠ করিয়া জানিবার উপায় নাই। বাল্যকালে ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি কি বলিয়াছেন? তাঁহার পিতা বলিতেন যে, পরমেশ্বর যদি জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে পরমেশ্বরকে সৃষ্টি করিল কে? শৈশবকালের দুগ্ধপানের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহাকে নাস্তিকতা শিখান হইয়াছিল, তিনি যে পরিণত বয়সে সন্দেহবাদ সমর্থন করিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি! শৈশবকালে পার্কারের ন্যায় ধর্ম্মশীলা জননীর শিক্ষাধীন হইলে, মিলের মনের গতি যে ভিন্ন পথে ধাবিত হইতে পারিত;—তাঁহার অসামান্য বুদ্ধি শক্তি যে ধর্ম্মের সেবায় নিয়োজিত হইতে পারিত, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জন্ম ও শৈশবকাল।

থিওডোর পার্কার তাঁহার স্বলিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনীতে বলিয়াছেন,—১৮১০ খৃঃ অব্দে ২৪ শে আগষ্ট দিবসের গ্রীষ্মাতিশয় প্রাতঃকালে, আমি এই সুখ দুঃখপূর্ণ সংসারে আসিয়াছিলাম। আমার এক ভগিনী আমাদের বংশজাত ব্যক্তিগণের নামের যে তালিকা বৃক্ষাকারে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা আমার পিতা মাতার দশম সন্তানের নাম দিয়া শেষ করা হইয়াছিল। বোধ হয়, তিনি ভাবিতেন যে, একাদশ সন্তান অসম্ভব। সেই দশম সন্তানের বয়স আমার অপেক্ষা ৫ বৎসর অধিক ছিল। যাহা হউক পরিবারবর্গের সূচীকার্য্যে এবং হৃদয়ে, এই নবাগত ব্যক্তির জন্য শীঘ্রই স্থান হইল। সর্ব্ব কনিষ্ঠ বলিয়া আমি অসামান্য আদরের সহিত লালিত হইয়াছিলাম, এবং সম্ভবতঃ আমি একাদশাংশ অপেক্ষা অনেক অধিক স্নেহ লাভ করিয়াছিলাম। আমার স্মরণ হয়, প্রতিবাসীরা অনেক সময়ে আমার মাতাকে বলিতেন, "এ কি, মিসেস্ পার্কার! তুমি আদর দিয়া তোমার ছেলেকে নষ্ট করিতেছ, সে বড় হইলে আপনার যত্ন আপনি করিতে পারিবে না।" এই কথা শুনিয়া আমার মাতা বলিতেন, "আমি আশা করি তাহা হইবে না।" আর অমনি আমার মুখ চুম্বন করিতেন।

"নিতান্ত শৈশব কালের কথা আমার এই স্মরণ আছে যে, শীতকালে আমি অত্যন্ত ইচ্ছা করিতাম যে, শীত চলিয়া যায়। আমি দেখিতে ইচ্ছা করিতাম যে, যে তুষার রাশি নূতন পড়িবার সময় কখন কখন বন্ধনশালার বাতায়নের ঊর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিত, তাহা বাটীর সম্মুখভাগে গলিয়া যায়। যাহা হউক, আমি শূন্যপদে কেবল মাত্র রাত্রিকালের কামিজে শরীর আবৃত করিয়া এক এক বার কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বরফের উপরে দৌড়িতে ভাল বাসিতাম। বরফ গলিয়া গেলে ভূমি হইতে যে একপ্রকার গন্ধ নির্গত হইত, তাহা আমার নিকট অত্যন্ত মনোরম বলিয়া বোধ হইত। বসন্তের প্রারম্ভে সুনীল পক্ষীকুল তাহাদের উত্তরাঞ্চলীয়

গৃহে আগমন করিত, এবং আমার পিতা, মধুচক্রের নিকট, বরফের উপর যে খড় পাতিয়া রাখিতেন, মধুমক্ষিকাগণ একটু একটু উড়িবার চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাতে পড়িয়া যাইত, দেখিয়া আমার হৃদয় গভীর আনন্দে পূর্ণ হইত। শীতকালে রন্ধনশালার আমি মৃত্তিকা দ্বারা ক্ষুদ্র গৃহ সকল প্রস্তুত করিতাম; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড নানাপ্রকারে সংযোজিত করিয়া বিবিধ অদ্ভুত আকাব দিতাম। পিতার কার্য্যস্থান,—তাঁহাব দোকান অথবা গোলা-বাড়ীতে—কখন কখন পিতা নিজে অথবা আমার কোন ভ্রাতা আমাকে লইযা যাইতেন। গোলাবাড়ীতে গিয়া অশ্ব, বৃষ এবং গাভী সকল দেখিয়া আমি আনন্দলাভ করিতাম। বরফ চলিযা গিয়া ভূমি শুষ্ক হইলে আমি স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতাম। কখন কখন আমি শুষ্ক স্থানে বসিয়া বা শয়ন করিয়া চৈত্র বৈশাখ [এপ্রেল] মাসেব ঊর্দ্ধগামী, প্রকাণ্ড পীত বর্ণ মেঘমালার সুন্দর, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, কৌতূহলোদ্দীপক আকৃতি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতাম, এ সকল কি, আর কোথা হইতেই বা আসিল।

"শীতকালে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র শিশুর পক্ষে আনন্দের অভাব ছিল না। আমার খুড়া ও খুড়ীরা আমাদের বাটী আসিতেন; তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহা-দের যে পুত্র কন্যা গুলি আসিত, তাহারা কেহ কেহ আমার সমবয়স্ক ছিল। আমাদের সামান্য বসিবার ঘরে, অগ্নিস্থানের চতুঃপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারা আনন্দে সময় যাপন করিতেন। তাঁহারা মিসেস্ পার্কারের "খোকার" জন্য আপেল ফল ও বিবিধ মিষ্টান্ন লইয়া আসিতেন। [আমি সর্ব্ব কনিষ্ঠ বলিয়া আমাকে অনেক বযস পর্য্যন্ত খোকা বলিয়া ডাকা হইত] পিতামাতা অনেক সময়ে আমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের বাটী যাইতেন, মাতা তাঁহার প্রিয় সন্তানকে কখনও গৃহে রাখিয়া যাইতে ভাল বাসিতেন না, তাঁহার একা-দশ পুত্র কেমন সবলকায় হইয়াছে, বোধ হয়, তিনি তাহা সকলকে দেখাইতে ইচ্ছা করিতেন।

"আমার মাতা আমার ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ যত্ন করিতেন, দেখাইবার জন্য আমি একটী গল্প বলিব। আমার বয়স যখন চারি বৎসর, আমার পিতা এক দিবস বসন্তকালে আমার হাত ধরিয়া আমাদের গোলাবাড়ীর দূরবর্ত্তী এক অংশে লইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তিনি আমাকে একাকী গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। বাড়ী আসিবার পথে, এক ক্ষুদ্র জলাশয়ের নিকটে, একটী মুকুলিত রোডেরা নামক গুল্ম দেখিলাম, উহা কেবল সেই স্থানেই

জন্মিত, এমন কি, সেখানেও উহার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। গুল্মটীর দিকে আমার মন আকৃষ্ট হইল ; আমি ঐ স্থানে গমন করিলাম। দেখিলাম গুল্মের নীচে অল্প জলে একটী ক্ষুদ্র কূর্ম্ম রৌদ্র পোহাইতেছে। আমি নির্দ্দোষ জন্তুটীকে প্রহার করিবার জন্য আমার হস্তস্থিত যষ্টি উত্তোলন করিলাম। আমি জন্মে কখনও কোন জন্তুর প্রাণ বিনাশ করি নাই ; কিন্তু আমি দেখিয়াছিলাম যে,অন্যান্য বালকেরা আমোদ করিবার জন্য পক্ষী, কাঠবিড়াল প্রভৃতি জন্তুর প্রাণ বিনাশ করে। তাহাদের কুদৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে ইচ্ছা জন্মিল ; কিন্তু হঠাৎ কে আমার ক্ষুদ্র বাহুকে প্রতিহত করিয়া আমার অন্তরে উচ্চ সুস্পষ্টস্বরে বলিল, "ইহা অন্যায়" । আমি এই নূতন ভাবে,—আমার কার্য্যের উপর এই অনিচ্ছোৎপন্ন আন্তরিক প্রতিবন্ধকে,—আশ্চর্য্য হইলাম ; আমার হস্তস্থিত উত্তোলিত যষ্টি সেই অবস্থাতেই হস্তে রহিল ; কূর্ম্ম ও রোডেরা উভয়েই অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি দ্রুতপদে বাটী আসিয়া মাতার নিকট এই ঘটনার কথা বলিলাম, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, উহা যে অন্যায় তাহা আমাকে কে বলিয়া দিল ? তিনি গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা অশ্রুজল মুছিয়া আমাকে ক্রোড়ে লইলেন ; বলিলেন,—"কতকগুলি লোক ইহাকে বিবেক বলেন ; কিন্তু আমি বলি,ইহা মনুষ্যের আত্মাতে পরমেশ্বরের বাণী। যদি তুমি নিবিষ্টচিত্তে ইহার কথা শুন, এবং ইহার অনুগত হইয়া চল, তাহা হইলে ইহা ক্রমশঃ অধিকতর স্পষ্টরূপে কথা বলিবে, ও সর্ব্বদা তোমাকে ঠিক্ পথে লইয়া যাইবে। কিন্তু যদি তুমি ইহার কথা না শুন, কিম্বা ইহার অনুগত হইয়া না চল, তাহা হইলে ইহা তোমাকে ছাড়িয়া অল্পে অল্পে চলিয়া যাইবে, তুমি অন্ধকারে নেতৃ বিহীন হইয়া পড়িয়া থাকিবে। এই বাণীর প্রতি মনোযোগ করার উপর তোমার জীবন নির্ভর করিতেছে।"

"অনেক বিষয়ের জন্য সতর্ক ও চিন্তিত হইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, যে তিনি এই বিষয়টী তাঁহার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন। আমিও চলিয়া গেলাম, এবং আমার সামান্য বালসুলভ প্রণালীতে ঐ বিষয় ভাবিতে ও আশ্চর্য্য হইতে লাগিলাম। আমি নিশ্চয় জানি যে, অন্য কোন ঘটনায় আমার হৃদয়ে এরূপ স্থায়ী ও গভীর ভাব মুদ্রিত করিয়া দিতে পারে নাই।"

চারি বৎসর বয়স্ক শিশুর বিবেকের কি আশ্চর্য্য বল ! জ্ঞানবৃদ্ধ পরিণত বয়স্কের বিবেক পরাস্ত ! পার্কারের মাতার উপদেশ কি সুন্দর ও গম্ভীর

জ্ঞানপূর্ণ। আমরা পার্কারের জীবন যতই আলোচনা করিব, ততই দেখিব যে, তাঁহার জননীর এই অমূল্য উপদেশ, কেমন আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার চরিত্র ও কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল।

অতি শৈশবকালেই তাঁহার স্বভাবতঃ মহৎ হৃদয়ের পরিচয় অনেক সময় পাওয়া যাইত। একদিন তাঁহার পিতা ডিকন্ ষ্টারন্স্ নামক জনৈক প্রতিবাসিকে একটী পশুহত্যা করিবার উদ্দেশে বাটীতে আনিয়াছিলেন। অন্যান্য কৃষকের ন্যায় তিনি নিজে এ প্রকার নিষ্ঠুর কার্য্য কখনই করিতে পারিতেন না। তিনি পার্কারকে উহা দেখিতে দিলেন না। কার্য্যটী হইয়া গেলে পর ডিকন্ আসিয়া পার্কারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাস?" পার্কার উত্তর করিলেন, "বাবাকে;" "কি! তুমি আপনার অপেক্ষাও তোমাব বাবাকে অধিক ভালবাস!" শিশু উত্তর করিল "হাঁ মহাশয়!" এই স্থলে তাঁহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি আমাদের দুই জনের মধ্যে কোন এক জনকে কেহ চাবুক মারিতে আসে, তাহা হইলে তুমি চাবুক খাইবে, না আমি চাবুক খাইব?" পার্কার তাঁহার স্বলিখিত, সংক্ষিপ্ত জীবনীতে বলিয়াছেন যে, তিনি এ প্রশ্নের কোন উত্তর করিলেন না; তিনি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, তিনি প্রহার সহ্য না করিয়া তাঁহার পিতা কেন সহ্য করিবেন? তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল যে, এরূপ হওয়া নিতান্ত অন্যায়; স্বার্থপরতা মাত্র। কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত এই ভাবটী তাঁহার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

সন্তানকে ভাল করিতে হইলে এই দুইটী বিষয় একান্ত প্রয়োজনীয়;—সৎ-শিক্ষা দেওয়া এবং পিতা মাতার নিজে ভাল হওয়া। দ্বিতীয়টীর গুরুত্ব, প্রথমটী অপেক্ষা কোন ক্রমেই ন্যূন নহে বরং অধিক বলিয়াই প্রতীত হয়। আমি নিজে ভাল হইব না, অথচ প্রত্যাশা করিব যে, আমার সন্তান ভাল হইবে, আমি নিজে মিথ্যা কথা বলিব, অথচ আমার সন্তান সত্যবাদী হইবে, আমি নিজে সুরাপায়ী থাকিব, অথচ আমার সন্তান মিতাচারী হইবে, ইহার তুল্য বিড়ম্বনা আর কি আছে!

পার্কারের পিতা মাতা যেমন যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিতেন, তাঁহাদের চরিত্রও তদনুরূপ পবিত্র ও মহৎ ছিল। সুতরাং শৈশবকালে যে তাঁহার সুন্দররূপ ধর্ম্মোন্নতি হইয়াছিল, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। পার্কার বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে বাল্যকালে শিক্ষা দিতেন যে,

তিনি কিছুমাত্র গোপন না করিয়া সম্পূর্ণ সত্য কথা বলেন, ন্যায়ানুরাগী হন, লোকের খ্যাতি বা পদমর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল সদ্‌গুণ দেখিয়া সকলকে শ্রদ্ধা করেন।

পার্কারের জনৈক জীবনী-লেখক তাঁহার বাল্য চরিত্র বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই ;—"তিনি নম্র, বিশুদ্ধ চরিত্র ও সত্যপ্রিয় ছিলেন। থিওডোর পার্কার কোন কথা বলিলে, কি বালক কি বৃদ্ধ, সকলেই বিশ্বাস করিত। তাঁহার উৎসাহশীল প্রকৃতি সর্ব্বদা তাঁহার শাসনাধীন থাকিত বলিয়া তিনি কখনও কাহারও প্রতি উদ্ধত ব্যবহার করিতেন না। তিনি সাহিত্য বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন ; তাঁহার জ্ঞান পিপাসা অতিশয় প্রবল ছিল। তাঁহার হৃদয়ের প্রবল ভাব সকল তাঁহার বিবেককে দৃঢ়ীকৃত করিত। তিনি নিঃস্বার্থ ও সরল ছিলেন। তাঁহার চিত্ত স্বভাবতঃ মহত্ত্বের দিকে ধাবিত হইত।"

থিওডোর পার্কার তাঁহার নিজের বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;— "প্রেমাস্পদ পরমেশ্বরকে ভালবাসিতে ও তাঁহার প্রতি নির্ভর করিতে আমাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। শক্তিপ্রধান পরাক্রান্ত রাজার ন্যায় তাঁহাকে আমার নিকট উপস্থিত করা হয় নাই। যে পরমেশ্বরের বিষয় আমাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, তিনি পূর্ণ প্রেমময় ও পূর্ণ ন্যায়বান্ ; কি য়িহুদী, কি পৌত্তলিক, কি খৃষ্টিয়ান প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার সামান্য বা অধিক শক্তি ও সুবিধা অনুসারে যে প্রকার কার্য্য করেন, তদনুসারে, নাম বা অবস্থা নির্ব্বিশেষে, তিনি ফল বিধান করেন।"

পার্কার আরও বলিয়াছেন ; "আমাকে অনেক সময়ে এমন সকল সদ্‌গুণের জন্য প্রশংসা করা হয়, যাহা বাস্তবিক আমার পিতা মাতার গুণ।" পিতৃমাতৃচরিত্রসম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি, পার্কারের এই বাক্যটী তাহারই সমর্থন করিতেছে।

সার্দ্ধ দ্বিবৎসর বয়ঃক্রমে পার্কারের নামকরণ ও ধর্ম্মদীক্ষা হয়। পৈতৃক নাম পার্কার ও তৎসঙ্গে থিওডোর এই উভয় যোগে থিওডোর পার্কার নাম হইল। থিওডোর শব্দের অর্থ ঈশ্বরের দান। বাস্তবিক থিওডোর পার্কার জগতের পক্ষে পরমেশ্বরের একটী অমূল্য দানই বটে।

তিনি পরিণত বয়সে অনেক সময়ে আমোদ করিয়া বলিতেন যে, এ বিষয়ে গোঁড়া খৃষ্টিয়ানদিগের সহিত তাঁহার পিতা মাতার মতভেদ হইয়াছে ;—

গোঁড়ারা তাঁহাকে সয়তানের দান মনে করিতেছে। জলসেকের সময় পার্কার তাঁহার ক্ষুদ্র হস্ত সঞ্চালন করিয়া পুরোহিতকে বলিয়াছিলেন, "না করিও না।" থিওডোর পার্কার চিরজীবন অর্থ শূন্য বাহ্য অনুষ্ঠানের অসারত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন; শৈশবকালে তাঁহার এই কার্য্যটী যেন তাহারই পূর্ব্ব চিহ্নস্বরূপ সংগঠিত হইয়াছিল।

অতি শৈশবকালে তিনি সমবয়স্ক শিশুদিগের সংসর্গে অধিকক্ষণ থাকিতেন না; মাতৃ সন্নিধানেই অনেক সময় যাপন করিতেন। বোধ হয় নিতান্ত অল্প বয়সেই ধর্ম্মজ্ঞান বিকাশের উহা একটী প্রধান কারণ। তিনি বলিয়াছেন যে, এই সময় ঈশার বিষয় তিনি যেমন জানিতেন, পুরাবৃত্ত লিখিত অন্য কোন ব্যক্তির বিষয় সেরূপ জানিতেন না। ইহা অবশ্য মাতৃশিক্ষারই ফল।

এই সময়ে পার্কারের জীবনে একটী ঘটনা উপস্থিত হইল। তিনি গোঁড়া খৃষ্টিয়ানদিগের একখানি ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর পুস্তকে ক্রোধপূর্ণ ঈশ্বর ও অনন্ত নরকের মত পাঠ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি উক্ত ভয়ানক মতের বিষয় পিতা মাতার মুখে শুনেন নাই অথবা কোন পুস্তকে পাঠ করেন নাই। পাঠ করিয়া তাঁহার শরীর মন ভয়ে স্তম্ভিত হইল।

এই বিষয়ে পার্কার বলিয়াছেন;—"আমি শয্যায় শয়ন করিয়া অনেক ঘণ্টা ধরিয়া ভয়ে কাঁদিতে ও পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম; পরিশেষে নিদ্রা আসিয়া আমাকে বিশ্রাম দান করিল। কিন্তু আমার নয় বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই এই ভয় চলিয়া গিয়াছিল, আমি পরমেশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে নির্ম্মলতর জ্যোতি দেখিতে পাইয়াছিলাম। সপ্তম হইতে দশম বর্ষ পর্য্যন্ত, আমি ভক্তির সহিত প্রার্থনা করিতাম, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রা না আসিত, ততক্ষণ ক্রমাগত বলিতাম, "প্রভু আমার পাপ সকল ক্ষমা কর।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমার সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে পরমেশ্বরের প্রতি কোন ভয় ছিল না; কেবল প্রেম ও নির্ভর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল।

খৃষ্টিয়ানদিগের তিন ঈশ্বর বিষয়ক মত তিনি অল্প বয়সেই অস্বীকার করিয়াছিলেন। আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে বাল্যকালে তাঁহার মনে একবার অতিশয় আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৪৭ সালের ৫ই মে দিবসে, তিনি কুমারী কব্‌কে যে পত্র লেখেন, তাহার এক স্থানে এইরূপ আছে;— "বাল্যকালে যখন আমার চিন্তা শক্তি অপেক্ষা ভাবের প্রবলতা অধিক, সেই সময়ে অনন্ত জীবন সম্বন্ধে, একজন ধর্ম্মযাজকের বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম।

উক্ত মতের পক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, ও সকলের কিছুই মূল্য নাই, কেবল অনুমান মাত্র; যিশুখৃষ্টের পুনরুত্থানই পরলোকের যথেষ্ট প্রমাণ। আমি যদিও তখন বালক, তথাপি বুঝিতে পারিলাম যে, একটী বিশ্বজনীন প্রতিজ্ঞা প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে উক্ত যুক্তিটী নিতান্ত অসার। কিন্তু বালক বলিয়া বুদ্ধির অভাবে আমি আমার নিজের অমরত্ব তর্ক করিয়া প্রমাণ করিতে পারিলাম না। সুতরাং আমি উক্ত মতে সন্দেহ করিতে লাগিলাম;—প্রায় উহা অস্বীকারই করিলাম। কয়েক সপ্তাহ অত্যন্ত মনের কষ্টে অতিবাহিত হইল। পরিশেষে সহজ প্রকৃতি আমাকে সাহায্য করিল। বুদ্ধি বিজ্ঞানের সাহায্যে নয়, ভাবের সাহায্যে, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় নয়, শিশুর ন্যায় উহার মীমাংসা করিলাম। অনেক বৎসর পরে এবিষয়ে বিজ্ঞান আমার বুদ্ধিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে,—উক্ত মত প্রমাণ করিতে আমাকে সাহায্য করিয়াছে।”

“আমার বর্ত্তমান জীবন সম্বন্ধে যেমন আমার কোন সংশয় নাই, সেইরূপ অনন্ত জীবনের অনন্ত উন্নতি সম্বন্ধেও আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই জীবন কিরূপ, তাহার অবস্থা সকল কিরূপ, তাহা আমি জানিনা। যে পরমেশ্বরের দয়ার কথা আপনি এমন সুন্দররূপ বলিয়াছেন, আমি তাহাতে বিশ্বাস করি বলিয়া আমার কোন ভয় নাই; পরজীবনের অথবা জীবনের দ্বিতীয় অবস্থার বিষয় সকল জানিবার ইচ্ছাও নাই। বুদ্ধি, সত্যের আলোচনা করে, লোককে তত গ্রাহ্য করেনা; যদি আমার কেবল বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে, বোধ হয়, আমি আমার জীবনের দ্বিতীয় অবস্থায় বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বিষয় ভাবিতাম না। কিন্তু যখন বুদ্ধির অপেক্ষা প্রবলতর হৃদয় রহিয়াছে, তখন আমি স্বর্গে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারিনা। এক সময়ে আমি এরূপ মনে করিতাম না; কিন্তু একটী ভগিনীকে সমাহিত করিবার সময় আমি আর সংশয় করিতে পারিলামনা; আমার তর্ক পরাস্ত হইয়া গেল,—প্রকৃতি আসিয়া তাহার কার্য্য সম্পন্ন করিল”।

তৃতীয় অধ্যায়।

বাল্যকাল ও দরিদ্রতা।

পার্কারের ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল। শিশুর পরিচ্ছদের * পরিবর্ত্তে তাঁহাকে বালকের পরিচ্ছদ † পরিধান করাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইল। তিনি বলিয়াছেন ;— "আমার স্মরণ আছে যে, আমি নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিবনা বলিয়া ক্রন্দন করিতে ও বাধা দিতে লাগিলাম ; পরিশেষে আমার চরণদ্বয় তন্মধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হইলে, আমার এতদূর লজ্জা বোধ হইল যে, লুকাইয়া থাকিবার জন্য প্রান্তরে গমন করিলাম।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। সুতরাং নিতান্ত অল্পবয়সেই তাঁহাকে শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। কেমন করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যয়ের উপযুক্ত অর্থাগম হয়, পার্কারের পিতা মাতা সর্ব্বদা এই চিন্তায় আকুল হইতে লাগিলেন। বাস্তবিক কতকগুলি গুরুতর কারণে এই সময়ে তাঁহাদের অত্যন্ত সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। কৃষিকার্য্যের উপযোগী যাহা কিছু ভূমি ছিল তাহাতে অতি অল্পই উৎপন্ন হইতে লাগিল। মিস্ত্রীর কার্য্যের উপরেই প্রধান নির্ভর ; কিন্তু উক্ত ব্যবসায়ে যাহা কিছু উপার্জ্জন হইত,তাহাতে কোন ক্রমেই সংকুলান হইত না, এতদ্ভিন্ন আর একটী দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। পার্কারের একজন পিতৃব্য কোন ব্যক্তির নিকট ঋণ গ্রহণ করেন ; তাঁহার পিতা উহার জামিন হন। উক্ত পিতৃব্যের ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা হেতু পার্কারের পিতার যাহা কিছু ভূসম্পত্তি ছিল বিক্রয় হইয়া গেল। পরিবারবর্গের মধ্যে পীড়ার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে চিকিৎসার জন্যও অনেক ব্যয় হইতে লাগিল। একদিকে ব্যয়াধিক্য অপর দিকে অর্থাগমের লাঘব বশতঃ অত্যন্ত সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হইল।

---

* Petty coats

† Frock and Trouser.

এরূপ অবস্থায় উদরান্নের সংস্থানের জন্য পরিবারগণের মধ্যে প্রত্যেককেই শারীরিক পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দরিদ্রতাবশতঃ বাটীতে একজনও ভৃত্য ছিল না। পরিবারেরা সকলে পরিশ্রম না করিলে আহারাচ্ছাদন সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব ; সুতরাং পার্কারকে অতি অল্পবয়স হইতেই শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার শরীর স্বভাবতঃ সুস্থ ও সবল ছিল বলিয়াই তিনি কোন কার্য্যেই অক্ষম ছিলেন না।

বাল্যকালে তিনি দুইবার উৎকট পীড়াক্রান্ত হইয়াছিলেন ; একবার কঠিন জ্বরবিকারে জীবন সংশয় হইয়াছিল, আর একবার রক্তআমাশয়ে কষ্ট পাইয়াছিলেন।

পার্কারের শৈশবাবস্থায় তাঁহার বৃদ্ধা পিতামহী জীবিতা ছিলেন। পার্কার তাঁহাদের বাটীর উপরের ঘরে পিতামহীর জন্য প্রত্যহ দুইবেলা পানীয় লইয়া যাইতেন। বৃদ্ধাবস্থা বিষয়ে একটী বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে, ইহাই তাঁহার জীবনের প্রথম কার্য্য।

ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত গুরুতর কার্য্যের ভার দেওয়া হইতে লাগিল। তিনি জ্বালানি কাষ্ঠখণ্ড সকল সংগ্রহ করিয়া বহন করিয়া আনিতেন। একটু বয়োবৃদ্ধি হইলে তাঁহাকে গোচারণের ভার প্রদত্ত হইল। এতদ্ভিন্ন তাঁহাকে বৃষ ও অশ্বদিগকে আহার দিতে হইত। তাঁহার পিতার দোকানে গিয়াও তিনি অনেক কার্য্য করিতেন। খড়ি ও সূত্র লইয়া রেখাপাত করিতেন। যন্ত্র সকল চিনিতে শিখিতেন, এবং যথাসময়ে তাহা পিতার নিকট উপস্থিত করিতেন। তিনি ক্রমে ক্রমে সূত্রধরের কার্য্যে অতিশয় নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। দরিদ্রতাবশতঃ নিতান্ত অল্প বয়সেই তাঁহাকে অনেক কষ্টকর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইত। তাঁহার নিবাসগ্রাম হইতে বোষ্টান্ নগর পাঁচ ক্রোশ দূরে ; তিনি একটী বালকের সঙ্গে তত্রত্য বাজারে পিচ ফল বিক্রয় করিতে যাইতেন। অতিরিক্ত পরিশ্রম দ্বারা তাঁহার স্বভাবতঃ সবল শরীরেও বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন যে, অল্প বয়সে একবার প্রস্তর খণ্ড দ্বারা একটা প্রাচীর নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে এতদূর শ্রম করিতে হইয়াছিল যে, তজ্জন্য তাঁহার শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে স্থায়ী অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছিল।

দরিদ্রের গৃহেই অধিকাংশ স্থলে প্রতিভার অভ্যুদয়। জগতের পুরাবৃত্ত

চিরদিন এই কথা বলিতেছে। দরিদ্রের দ্বারাই চিরকাল জগতে সামাজিক ও ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। যে ঈশার চরণে পৃথিবীর প্রধান প্রধান সম্রাটের মস্তক অবনত হইতেছে, তাঁহার নিজের মস্তক রাখিবার স্থান ছিল না। যে খ্রীষ্টধর্ম্ম পৃথিবীর সভ্যতম অংশ সকল অধিকার করিয়াছে, তাহার প্রথম প্রচারকগণ নিন্দিত, ঘৃণিত, উৎপীড়িত, দরিদ্র ধীবর। যে সেন্টপল্ রোমান সম্রাজ্যে খৃষ্ট ধর্ম্মের জয় পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন, তিনি সামান্য তাম্বু নির্ম্মাণ দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেন; কশাঘাতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ শতরেখায় অঙ্কিত হইয়াছিল। লুথার, কল্‌ভিন্, জর্জ্জফক্‌স্, জন্‌নক্‌স্ প্রভৃতি সকলেই দরিদ্র সন্তান। নানক, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতি কেহই ধনীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। শাক্যসিংহ রাজকুমার, কিন্তু সিংহাসন চরণে ঠেলিয়া ভিক্ষুক সন্ন্যাসী হইয়াই তিনি বৌদ্ধধর্ম্মরূপ সুমহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্টিত করিয়া গিয়াছেন;—আজ অর্দ্ধ জগৎ সেই ভিক্ষুকের চরণে অভিবাদন করিতেছে।

সুসভ্য জগতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রধান প্রচারক থিওডোর পার্কারও দরিদ্র সন্তান। সুতরাং বাল্যকালে নানা প্রকার শ্রমসাধ্য কার্য্যে তাঁহাকে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হইত। তিনি কৃষিক্ষেত্রে মৃত্তিকা খনন, হল চালন করিতেন; প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতেন এবং তৃণ কর্ত্তন করিয়া তাহা শুষ্ক করিতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার পিতার কারখানায় সূত্রধরের কার্য্য ও অন্যান্য নানা প্রকার কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত থাকিতে হইত। সচরাচর একজন শ্রমজীবী যত কার্য্য করিয়া থাকে, তিনি প্রত্যহ তদপেক্ষা অনেক অধিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম সত্ত্বেও তিনি বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে কখনও অমনোযোগী ছিলেন না। সচরাচর একজন শ্রমজীবী যে পরিমাণে কার্য্য করিয়া থাকে, তিনি যেমন তদপেক্ষা অধিক কার্য্য করিতেন; সেইরূপ সচরাচর একজন ছাত্রও প্রত্যহ বিদ্যাভ্যাসে যেরূপ পরিশ্রম করিয়া থাকে, তিনি তদপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতেন। বাস্তবিক তিনি একাকী অন্ততঃ দুইজন লোকের কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার জনৈক চরিতাখ্যায়ক বলিয়াছেন যে, তিনি এত শারীরিক পরিশ্রম করিতেন যে উহাই যেন তাঁহার একমাত্র কার্য্য; আবার এরূপ যত্ন সহকারে বিদ্যাভ্যাস করিতেন যে, বিদ্যাভ্যাস যেন তাঁহার একমাত্র কার্য্য।

পার্কার তাঁহার বাল্যকালের শ্রমশীলতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—"আমার জ্ঞাতিবর্গ এবং প্রতিবেশীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী লোক ছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে একটী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রমশীল সমাজে আমরা বাস করিতাম, সুতরাং আমি পরিশ্রমরূপ প্রয়োজনীয় পাঠ শিক্ষা বিষয়ে অকৃতকার্য্য হই নাই। শরীর সম্বন্ধে যে অভ্যাস জন্মিয়াছিল তাহা শীঘ্রই অতি সহজে আমার মনে পরিচালিত হইল। আমি অল্প বয়সেই দৃঢ় ও স্থিরচিত্তে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত চিন্তা কবিতে শিখিয়াছিলাম। কোন প্রকাব বাহ্য ঘটনায় তাহা বিচলিত করিতে পারিত না। যখন আমি হস্তদ্বারা সুনিপুণরূপে কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতাম, সে সময়েও অপর কোন বিষয়ে ইচ্ছানুসারে চিন্তা করিতাম।

চতুর্থ অধ্যায়।

বাল্যশিক্ষা।

প্রায় ছয় বৎসর বয়সে পার্কারকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হইল। তাঁহাদের বাটী হইতে বিদ্যালয় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে। পার্কার মধ্যবর্ত্তী এক প্রান্তরে ইষ্টক খণ্ড সকল নিক্ষেপ পূর্ব্বক একটী নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া অনেক পরিমাণে দূরত্ব হ্রাস করিয়া ফেলিলেন। দুই বৎসর কাল কেবল শীত ও গ্রীষ্মকালে তিনি বিদ্যালয়ে গমন করিতেন। তৎপরে অষ্টম বৎসর হইতে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত কেবল শীতকালে দ্বাদশ সপ্তাহ মাত্র বিদ্যালয়ে যাইতেন।

এই সময়ের একটী ঘটনা তিনি তাঁহার আত্মবৃত্তান্তে এইরূপ বলিয়াছেন "আমি যখন শিশু ছিলাম, স্কুলে যাইবার সময় একদিন একজন বৃদ্ধ আসিয়া আমার সঙ্গ লইলেন, এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধক্রোশ পথ চলিলেন। বুদ্ধিমান্ বালক কি হইতে ও কি করিতে পারে ;—আমা দ্বারা কত কাজ হইতে পারে ; ও আমি কি করিতে পারি, তিনি আমাকে তাহাই বলিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা আমার অতিশয় ভাল লাগিয়াছিল। আমি মনে করিতে লাগিলাম, "আমি একজন হইতে পারি।" অলক্ষিতভাবে উক্ত বৃদ্ধের আগমন ও তিরোভাবের বিষয় পার্কার এরূপ ভাবে গল্প করিতেন যে, বোধ হইত যেন তিনি উহা একটী অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেছেন।

তাঁহার ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের দৈনন্দিন লিপির একস্থানে শৈশবকালে বিদ্যালয়ে পরীক্ষা সম্বন্ধীয় আর একটী ঘটনার কথা এইরূপ বলিয়াছেন ; "নগরের সাধারণ কমিটির জনৈক সভ্য, বিদ্যালয়ের একজন দর্শক জন্ মরে আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে বালকটি বিলক্ষণ তৎপরতার সহিত উত্তর করিল সেটি কে ? আমার পিতা বলিলেন, "ওটি আমার পুত্র,—সর্ব্ব কনিষ্ঠ" পিতা যখন বাটী আসিয়া বলিলেন যে, জন্ মরে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমার গভীর আনন্দ হইল। আমার নিজের সুখ্যাতি হইয়াছে বলিয়া আমার

তত আনন্দ হয় নাই ; পিতা আনন্দিত হইয়াছেন, বোধ হওয়াতেই আমার আনন্দ।”

পার্কার কখনই প্রশংসাজনিত আহ্লাদকে দোষ বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি এক দিবস বন্ধুগণের সহিত কথোপকথন কালে বলিয়াছিলেন “আমাদের ক্ষমতা বুঝিবার জন্য আমরা আমাদিগকে পরিমাণ করিতে ভালবাসি। অবলম্বিত কার্য্যে কতদুর কৃতকার্য্য হইলাম, বুঝিবার জন্য প্রশংসা আদরণীয়। কিন্তু আমাদের মানসিক ভাবের বিশুদ্ধতার পরীক্ষা এই যে, অপর একজন উৎকৃষ্টতর কার্য্যের জন্য অধিকতর প্রশংসালাভ করিলে তজ্জন্য আমরা আনন্দিত হই কি না। বর্ত্তমানে যশস্বী হইবার অপেক্ষা ভাবী যশের আশা শ্রেষ্ঠ ; কেননা উহা মনুষ্য জাতির জ্ঞান ও বিশুদ্ধ বুদ্ধির নিকট হইতেই প্রত্যাশা করা হয়।

বিদ্যালয়ে একটী স্ত্রীলোকের নিকটেই তিনি সর্ব্ব প্রথমে শিক্ষালাভ করেন। এই সময়কার একটি ক্ষুদ্র ঘটনার বিষয় তিনি এইরূপ বলিযাছেন ; “যখন আমার বয়স সাত বৎসর, আমাদের সামান্য গ্রাম্যবিদ্যালয়ে একটি অতি সুন্দরী বালিকা আসিয়াছিল। তাহার বয়স সাত আট বৎসর হইবে। আমি এই বালিকাটিকে দেখিয়া এতদুর মোহিত হইয়াছিলাম যে, আর আমি পুস্তকের প্রতি মন দিতে পারিতাম না, এবং তজ্জন্য পাঠাভ্যাস না হওযাতে তিরস্কৃত হইতাম। আমার এপ্রকার ভাব পূর্ব্বে কখন হয় নাই, এবং সেই ক্ষুদ্র পরিটি চলিয়া যাওয়ার পরেও কখন সে প্রকার হয নাই। বালিকাটি কেবল এক সপ্তাহ মাত্র আমাদের বিদ্যালযে ছিল। যে দিন সে চলিয়া গেল, আমি অতিশয ক্রন্দন করিযাছিলাম। সে কেমন সুন্দর! তাহার সহিত কথা কহিতে আমি সাহস করিতাম না। প্রান্তরে পুষ্পের চতুর্দ্দিকে প্রজাপতি যেমন উড়িয়া বেড়ায়, আমি সেইরূপ তাহার চতুঃপার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। * * আমার বয়স আট বৎসর না হইতেই সে কাল সমুদ্রে পতিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।”

এক বৎসর পরে “জন্ হেষ্টিংস্ নামক এক ব্যক্তি পার্কারের শিক্ষক হইলেন। ইহাঁর রাজ্যকালে তিনি এক দিবস তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার নির্ম্মিত একটি ক্রীড়ার বন্দুক লইয়া বিদ্যালয়ে গিয়াছিলেন। শিক্ষক মহাশয় অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যস্ত আছেন, বালকগণ মন দিয়া পড়িতেছে, এমন সময তাঁহার বন্দুকটি ছুড়িতে নিতান্ত ইচ্ছা হইল ; অতি গোপনে টিপিলেন ; পটাস্ করিয়া

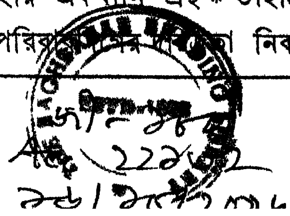
শব্দ হইল। বালকগণ চমকিয়া উঠিল। শিক্ষক মহাশয় শ্রেণীর চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না ;—পার্কার যারপরনাই অভিনিবেশ সহকারে বানান শিক্ষা করিতেছেন।

প্রথমবার কৃতকার্য্য হওয়াতে দ্বিতীয়বার বন্দুক ছুড়িতে লোভ জন্মিল। কিন্তু এবার যেমন ছোড়া, অমনি ধৃত হওয়া। শিক্ষক মহাশয় মহা রাগিয়া উঠিলেন ; যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন ; পার্কারকে তাঁহার প্রিয় বন্দুকটি স্বহস্তে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হইল।

বিদ্যালয়ের অন্যান্য বালকেরা তাঁহাকে ভালবাসিত। তিনি তাহাদের সহিত নানা প্রকার ক্রীড়ামোদে প্রবৃত্ত হইতেন। বিদ্যানুরাগী ছাত্র হইলে মুখ ভার করিয়া কেবল একখানি পুস্তক হস্তে এক পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে হয়, কোন প্রকার দৈহিক শ্রমসাধ্য ক্রীড়ায় যোগ দিতে নাই, অকাল-জাত বিজ্ঞতা প্রভাবে সর্ব্ব প্রকার স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া হইতে দূরে থাকিয়া শরীরটিকে রোগের আলয় করিতে হয়, পার্কার তাহা বুঝিতেন না। হাস্য রসোদ্দীপন-শক্তিও বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বিলক্ষণ প্রবল ছিল। পরিহাস, বিদ্রূপ, অন্যের চলন, বলন প্রভৃতিব হাস্যজনক অনুকরণে অনেক সময়ে প্রবৃত্ত হইতেন। লোকের কথাবার্ত্তা ও অঙ্গ ভঙ্গি প্রভৃতির তিনি এমন আশ্চর্য্য অনুকরণ করিতে পারিতেন যে, তজ্জন্য কি বাল্য কি প্রৌঢ়াবস্থায় তাঁহার সঙ্গীগণের মধ্যে অনেক সময়েই উচ্চ হাস্যধ্বনি উত্থিত হইত।

পার্কারের দশবৎসর বয়সে তাঁহার শিক্ষক হেষ্টিংস্ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র উইলিয়ম হোর হোয়াইট্ তাঁহাব স্থানে নিযুক্ত হইলেন। দুই বৎসর শীতঋতুতে তিনি পার্কারকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে শিক্ষা দিতেন ; বিদ্যালয়ের পাঠব্যতীত তিনি তাঁহাকে গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিখাইতেন। হোয়াইট্ সাহেব চলিয়া গেলে পার্কারের অতিশয় দুঃখ হইয়াছিল। কিন্তু জর্জ ফিস্ক নামক জনৈক কৃতবিদ্য ব্যক্তি শীঘ্রই তাঁহার অভাব পূর্ণ করিলেন। এই দুই জন বাল্য-শিক্ষকের নিকট যে উপকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি কখন বিস্মৃত হন নাই। পরিণত বয়সে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তিনি তাঁহার একখানি গ্রন্থ * তাঁহাদের নামে উৎসর্গ করেন। হোয়াইট্ সাহেবের পরি[illegible] নিবন্ধন

* Theism, atheism and popular theology.



অনেক কষ্ট ছিল; তিনি যথাসাধ্য তাঁহাদের সাহায্য করিতেন, এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহার কন্যার সুশিক্ষার জন্য সমুদয় ব্যয় ভার কয়েক বৎসর সম্পূর্ণরূপে বহন করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে তিনি অতিশয় যত্ন করিতেন। প্রতিভা ও পরিশ্রম সমবেত হইলে যে, অপর সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বলাভ স্থির নিশ্চয়, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র; সুতরাং পার্কার বিদ্যালয়ে অন্যান্য ছাত্র অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইলেন। একটি বালিকা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। *

বাল্যকাল হইতেই পুস্তক পাঠের তৃষ্ণা তাঁহার যার পর নাই বলবতী ছিল। গৃহে বা শিক্ষকের নিকট বা গ্রাম্য পুস্তকালয়ে যেখান হইতেই হউক, কোন পুস্তক হস্তগত হইলেই তিনি তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন।

বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে পার্কার নিজে বলিয়াছেন, "আট বৎসর পূর্ব্বেই আমি হোমর ও প্লুটার্কের গ্রন্থ পাঠ করি। রলিন্ সাহেবের লিখিত প্রাচীন ইতিহাস প্রায় সেই সময়ের মধ্যেই পড়িয়াছিলাম। দশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে পুরাবৃত্ত বিষয়ক অনেক গুলি পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছিলাম; যত কবিতা পাইতাম সকলই পড়িতাম। একাদশ কিম্বা দ্বাদশ বৎসর বয়সে আমি মনোবিজ্ঞান শিক্ষা করিতে আরম্ভ করি। ** কোন গ্রাম্য বিদ্যালয়ে বিংশতি দিবসে কোলবরণ্ সাহেবের রচিত বীজগণিত গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিয়াছিলাম।"

"কোন পুস্তক আমি পড়িতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে পিতা মাতা তাহা একবার পড়িয়া দেখিতেন, আমার পড়া হইয়া গেলে, তাঁহাদের নিকট পরীক্ষা দিতে হইত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পিতা পরীক্ষাতে সন্তুষ্ট হইতেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কখনই আর একখানি পুস্তক পাইতাম না।

"দশ বৎসর বয়ঃক্রমে আমি লাটিন ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করি। ** একাদশ বৎসর বয়সে গ্রীক শিখিতে প্রবৃত্ত হই। পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ রসায়ন ও অলঙ্কার নিজে নিজেই শিক্ষা করিতে আমার অতিশয় ভাল লাগিত। দ্বাদশ বৎসর বয়সে আমি একবার যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত বুধগ্রহের অর্দ্ধচন্দ্রা-

* আমেরিকার অনেক বিদ্যালয়ে বালক ও বালিকাগণ একত্রে শিক্ষালাভ করে; এমন কি, তথায় যুবক ও যুবতীদিগের এক সঙ্গে জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্যও কালেজ আছে।

স্কৃতি দেখিয়াছিলাম ; দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আর কেহ দেখিতে পাইল না। পিতা তখন বাটী ছিলেন না, উক্ত গ্রহ ঐরূপ আকারে দৃষ্ট হওয়ার বিষয় অন্য কেহ জানিত না; আমি সেই জন্য জ্যোতিষের একখানি পুস্তক অন্বেষণ পূর্ব্বক বাহির করিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকের নিকট হইতে লইয়া আসিলাম। উহাতে ঐ ঘটনাটির বিষয় এবং উহার কারণ জানিতে পারিলাম।”

অধ্যয়নলালসা তাঁহার যারপরনাই প্রবল ছিল। কিন্তু তিনি দরিদ্রের সন্তান ; প্রয়োজন ও ইচ্ছানুসারে সকল পুস্তক কোথায় পাইবেন ? পিতার এমন সাধ্য নাই যে ক্রয় করিয়া দেন।

পার্কার একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি প্রান্তরে গিয়া এক প্রকার ফল সংগ্রহ করিয়া পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী বোষ্টন নগরে গিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন। উহাতে যে অর্থ সংগৃহীত হইত তাহাতেই পুস্তক ক্রয় করিতেন। পার্কারের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার পুস্তকালয়ে একাদশ সহস্র পুস্তক ছিল ; উহার প্রথম পুস্তক এই প্রকার কষ্টে সংগৃহীত হইয়াছিল।

বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা রাজনীতির চর্চ্চা করিলে আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বড়ই বিরক্ত হন। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রকৃত অবস্থা অবগত থাকিলে, এই বিষম ভ্রম কখনই তাঁহাদের মনে স্থান পাইত না। ইংলণ্ড, কি ফ্রান্স, কি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্, সর্ব্বত্রই আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই রাজনীতির আলোচনা করেন। ইংলণ্ডে গ্লাডষ্টোন্ পূর্ব্বরাত্রিতে মহাসভায় কি প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, নাপিত ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে করিতে সেই কথা আলোচনা করে। এরূপ স্থলে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাহাদের সভায় উৎসাহ সহকারে রাজনৈতিক তর্কে প্রবৃত্ত হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ? মন্ত্রীগণ পর্য্যন্ত এই সকল সভার মত জানিতে উৎসুক হন, কেননা উহার সভ্যগণের হস্তেই ইংলণ্ডের ভাবী রাজনৈতিক উন্নতি নির্ভর করিতেছে। আমাদের এই দাসত্ববিদলিত দেশের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

পার্কার বাল্যকাল হইতে স্বদেশীয় রাজনৈতিক ব্যাপারের সকল প্রকার সংবাদ লইতেন। নিয়মিতরূপে একখানি সংবাদ পত্র* পাঠ করিতেন। এমন কোন রাজনৈতিক ঘটনা ছিল না, যাহা তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে না থাকিত। রাজনৈতিক বিষয়ে এমন সুন্দর তর্ক করিতেন যে, গ্রামবাসী বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত

* Columbian Sentinel.

তাহা শুনিবার জন্য অনেক সময় ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার কথায় আপত্তি উপস্থিত করিতেন।

আট বৎসর বয়সেই পার্কার কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। "নক্ষত্র ময় আকাশের" বিষয়ে তিনি উক্ত বয়সে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাহা এরূপ মনোহর হইয়াছিল যে, উহা দীর্ঘ হয় নাই বলিয়া তাঁহার শিক্ষক দুঃখ করিয়াছিলেন। পার্কার স্বভাবকবি ছিলেন। তিনি ছন্দোবন্দে সংযোজনা করিয়া অল্প কবিতাই রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত বক্তৃতা ও গদ্যরচনা তাঁহার আশ্চর্য্যকবিত্বশক্তি বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কল্পনা শক্তি অতীব প্রবল ছিল। তিনি তদ্বিষযে বলিয়াছেন, "আমি যখন বালক ছিলাম, আমার নিজেব এক জগৎ ছিল; উহা ভাবের সৃষ্টি; আমি তথায় আনন্দে ভ্রমণ করিযা বেড়াইতাম।"

কল্পনা প্রবল ছিল বলিয়া তিনি কখন বাস্তব পদার্থ ও ঘটনার বিষযে উদাসীন ছিলেন না। পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি তাঁহার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণের বিষয় ছিল। এইজন্য তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উদ্যান, কানন, বিপনি, বাণিজ্য গৃহ সর্ব্বত্র গমন করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের ক্ষেত্রে যত প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন হইত, আমি তাহার এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি অনেক গুলিব নাম পাইতাম না, সুতরাং নিজে তাহাদের নাম রচনা করিলাম।" চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি এক প্রকার সামান্য যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা পবীক্ষা পূর্ব্বক পদার্থ বিশেষের (Brown oxide of manganese) রাসাযনিক সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন।

আমাদের দেশে অনেক শ্রুতিধরের গল্প প্রচলিত আছে। থিওডোর পার্কার যথার্থই এক জন শ্রুতিধর ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার আশ্চর্য্য স্মৃতি শক্তি ছিল। তিনি বলিয়াছেন, "আমি দশবৎসর বয়সে পাঁচশত বা সহস্র পংক্তি কবিতা একবার মাত্র পাঠ করিয়া উহা মুখস্ত বলিতে পারিতাম। কোন গান একবার শুনিলেই তাহা কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। উপাসনালয়ে যে সঙ্গীত হইত, আচার্য্য তাহা পড়িয়া দিতেন; তাঁহার পড়িবার সময়েই সকলে গান ধরিবার পূর্ব্বে আমি উহা শিখিয়া লইতাম।"

ইংরেজী কবিতা তাঁহার এত কণ্ঠস্থ ছিল যে, কোন সঙ্গীর সহিত ভ্রমণ করিবার সময় তিনি কখন কখন প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া কবিতা সকল আবৃত্তি

করিতেন। তিনি যখন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, এক দিবস তাঁহার একজন সহাধ্যায়ী দেখিলেন যে, তিনি আদমের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনা ও অন্যান্য বিষয়সম্বন্ধীয় প্রকাণ্ড চিত্রের (Chart) সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া উহা সমুদায় কণ্ঠস্থ করিতেছেন।

পার্কারের বয়স যখন চল্লিশ বৎসর, তখন এক দিবস তিনি একটি হাস্যরসাত্মক চতুর্ব্বিংশতিচরণসমন্বিত সঙ্গীত আবৃত্তি করিলে, একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ইহা কোথায় পাঠ করিয়াছেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি ইহা আমার জীবনে কখন পাঠ করি নাই; যখন আমার বয়স দ্বাদশ বৎসর আমার ভ্রাতা আমাকে বোষ্টন নগরের চিত্রশালিকা দেখাইতে আনিয়াছিলেন। সেখানে একটি লোকের মুখে এই গানটি শুনিয়াছিলাম।"

তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি বিষয়ে আর একটি গল্প বলিব। ডাক্তার লর্ড নামক এক ব্যক্তি এক বক্তৃতায় দাসত্ব প্রথা সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, কাফ্রিরা অধিকাংশই আদমের পুত্র, হত্যাকারী কেনের বংশসম্ভূত। সেই জন্য কলঙ্কের চিহ্নস্বরূপ তাহাদের শরীর কৃষ্ণবর্ণ। জনৈক বন্ধু একদিন পার্কারের পুস্তকালয়ে বসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ডাক্তার লর্ড ঐ কথাটি কোথায় পাইলেন? পার্কার তৎক্ষণাৎ বলিলেন "গ্রোসসের রচিত ডি ভেরিটেট্ গ্রন্থে।" এই কথা বলিয়া যে আলমারিতে উক্ত পুস্তকখানি ছিল, সেইখানে গেলেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বলিয়া দিলেন যে, উক্ত পুস্তকের কোন্ পৃষ্ঠায় এবং সেই পৃষ্ঠার ঠিক্ কোন্ স্থানে ঐ কথাটি আছে। বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি অল্পদিন হইল উহা পাঠ করিয়াছেন?" তিনি উত্তর করিলেন "না, বহু বৎসর অতীত হইল, উহা একবার পড়িয়াছিলাম।" বন্ধু বলিলেন, "আপনি উহা এত শীঘ্র বলিলেন, কোন বিশেষ ঘটনার সহিত কি উক্ত বিষয়টির সম্বন্ধ আছে?" পার্কার বলিলেন, "না, উক্ত পুস্তকে যাহা কিছু আছে, তাহার একটি অংশ বলিয়াই উহা আমার স্মরণ হইতেছে।" পুস্তকখানি হস্তগত হইলে দেখা গেল যে, পার্কার যে স্থানে বলিয়াছিলেন, উক্ত কথাটি অবিকল সেই স্থানে রহিয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

শিক্ষকতা, ধর্ম্মযাজক হইবার প্রতিজ্ঞা।

থিওডোর পার্কার পিতা মাতাকে যারপরনাই ভক্তি করিতেন। চিরজীবন তিনি তাঁহার পিতা মাতার কথা বলিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহাদের জন্ম ও মৃত্যু দিনে তিনি তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে তাঁহাদের বিষয়ে অনেক কথা ভক্তির সহিত লিখিতেন।

কেবল আপনাদের পরিবারের মধ্যে তিনি সকলের স্নেহভাজন ছিলেন, এরূপ নহে। প্রতিবাসী, গ্রামবাসী সকলেই তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিত। তাঁহার প্রতি নরনারী সকলের আকৃষ্ট হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। যাঁহার চরিত্রে মধুরতা আছে, কেন লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইবে? এতদ্ভিন্ন তিনি বাল্যকাল হইতেই স্বভাবতঃ অতি সুরসিক ছিলেন। তাঁহার উপহাস-শক্তি অতি চমৎকার ছিল। আমোদ ও হাস্যরসের অবতারণা করিবার এমন অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, যে তাঁহার সংস্রবে আসিত সে সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়া উচ্চ হাস্য না করিয়া থাকিতে পারিত না।

পার্কারের স্বভাবতঃ স্নেহশীল হৃদয় কেবল মানুষকে ভাল বাসিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিত না। তিনি তাঁহাদের গোলাবাড়ীর গো অশ্বাদি পশু-গুলিকে এত ভাল বাসিতেন যে, লোকে মানুষকেও তত ভাল বাসিতে পারে না। এ বিষয়ে তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে হিন্দু-হৃদয় ছিল। (কয়েক বৎসর হইল, ইতর প্রাণীদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণ উদ্দেশে একটী সভা করিবার প্রস্তাব করিলে রোমের প্রধান ধর্ম্মযাজক পোপ বলিয়াছিলেন যে, পশুদের প্রতি খ্রীষ্টানদিগের কোন কর্ত্তব্য নাই) পশুদিগকে তিনি হিন্দুর ন্যায় যত্ন করিতেন; হিন্দুর ন্যায় তিনি বিশ্বাস করিতেন যে তাহাদেরও অমর আত্মা আছে। বাস্তবিক তিনি ইতর প্রাণীদিগকে এত ভাল বাসিতেন যে, মৃত্যুতেই যে উহাদের বিনাশ এ কথা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি একটী বক্তৃতায় পশুদিগের অমরত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমে পার্কার যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রাদেশীয় অবৈতনিক

সৈন্ত শ্রেণীভুক্ত হইলেন। তাঁহার ন্যায় বীরবংশসম্ভূত ব্যক্তির পক্ষে ইহা সুসঙ্গতই হইয়াছিল। পিতামহের বীর হৃদয়ের তিনি প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধকার্য্য হইতে বিমুখ থাকা তিনি কখনই ভাল মনে করিতেন না। যে সময়ে দাসত্ব প্রথার বিরোধী ব্যক্তিগণকে সর্ব্বদা প্রাণ রক্ষার জন্য সতর্ক থাকিতে হইত, পার্কার তখন এক হস্তে বন্দুক ও অপর হস্তে লেখনী ধারণ করিয়া উক্ত জঘন্য ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা রচনা করিতেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি সৈন্যদলের মধ্যে লেপ্টেনেন্ট এবং ক্রমে এন্‌সাইন্ পদও লাভ করিয়াছিলেন। অর্থোপার্জ্জনের একান্ত আবশ্যকতা বশতঃ পার্কার সপ্তদশ বৎসর বয়সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করেন। ২ | ৩টী বিদ্যালয়ে তিনি কাজ করেন। তন্মধ্যে কোন একটীতে কর্ম্ম প্রার্থনার সময় তাহার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বৃদ্ধ সভাপতির সহিত তাঁহার এইরূপ কথোপকথন হইল।

"তোমার নাম কি ?"

"থিওডোর পার্কার"

"তোমার নিবাস কোথায় ?"

"লেক্‌সিংটন্"

"যে কাপ্তেনপার্কার লেক্‌সিংটনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তুমি কি তাঁহার পুত্র ?"

"না, আমি তাঁহার পৌত্র"

"কি ! তুমি সেই কাপ্তেনপার্কারের পৌত্র, যিনি ঐ যুদ্ধ করিয়াছিলেন ?"

"হাঁ মহাশয়"

"আচ্ছা, তবে আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি আমাদের বিদ্যালয় বেশ চালাইতে পারিবে।"

পিতামহ যুদ্ধকার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন, সুতরাং পৌত্র শিক্ষকতা কার্য্যের উপযুক্ত, এই অখণ্ডনীয় যুক্তির অনুবর্ত্তী হইয়া সভাপতি মহাশয় পার্কারকে কর্ম্ম দিলেন। পূর্ব্বপুরুষ বড় লোক ছিলেন বলিয়া লোকে যে আকাঙ্ক্ষিত পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সংসারে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

পার্কার অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অবসরকালে নিজের জ্ঞানোন্নতির জন্যও যথেষ্ট যত্ন করিতেন। একটী স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার

দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক কোন প্রকার ব্যবস্থা ও প্রথা দ্বারা অন্ধ না হইয়া তুমি অনন্তকাল স্থায়ী ন্যায়ের পথ অবলম্বন করিতে পারিবে কি না এবং লোকের সহিত সম্বন্ধ অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইলেও, তুমি সেই অনন্তকাল স্থায়ী ন্যায়কে প্রকাশ্যরূপে ব্যক্ত করিতে ও লোকের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে কি না? আমি পুনর্ব্বার উত্তর করিলাম,—"পারিব।"

তৃতীয়তঃ, তুমি বুদ্ধিগত ও বিবেকজাত যে সকল সত্য মুখে প্রচার করিবে, তোমার চরিত্রের হীনতা দ্বারা তাহার অবমাননা করিবে কি না? এ বিষয়টীতে আমার সন্দেহ জন্মিল। যাহা হউক আমি পরিশেষে এই উত্তর করিলাম, আমি চেষ্টা করিতে পারি;—চেষ্টা করিব। হায়! আমি তখন প্রায় কিছুই জানিতাম না যে, এই তিনটী প্রশ্ন ও তাহার উত্তরের মধ্যে কি রহিয়াছে। এখন আমি অনেক বুঝিয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আমি ধর্ম্ম যাজক ব্রত গ্রহণ করিব, মনুষ্যের উচ্চতম শক্তি সকলের উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করিব।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শিক্ষকতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ।

১৮৩০ খৃঃঅব্দের শরৎকালে বিংশতি বৎসর বয়সে, একদিন প্রভাত সময়ে পরিবারবর্গের অজ্ঞাতসারে পার্কার কোথায় চলিয়া গেলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন অতীত হইল; অপরাহ্ন চলিয়া গিয়া রাত্রি হইল, তথাচ তাঁহার দেখা নাই। পিতামাতা ও বাটীর অন্যান্য সকলে একান্ত উদ্বিগ্ন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার পিতার শয্যাপার্শ্বে গিয়া বলিলেন, "পিতা আমি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছি।" বৃদ্ধ পিতা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "সে কি থিওডোর! তুমি ত জান আমি সেখানে তোমার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিব না।" পার্কার বলিলেন, "পিতা, আমি তাহা জানি; আমি সেই জন্য স্থির করিয়াছি যে, আমি লোককে শিক্ষা দিয়া অথবা স্কুল খুলিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিব।"

পার্কার স্থির করিয়াছিলেন যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়া যে সময় অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন। তিনি আপাততঃ এক বৎসর গৃহে থাকিয়া পিতার ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য, এবং অবসর কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোপযোগী অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিলেন। তিনি এই প্রকারে এতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন যে, যে সকল ছাত্রের অধ্যয়ন ভিন্ন অন্য কার্য্য ছিল না, তাহারা কেহই এতদূর উন্নতি করিতে পারে নাই।

১৮৩১ খৃঃঅব্দে থিওডোর পার্কার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বোষ্টন নগরে একটী স্কুলে সামান্য বেতনে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি লাটিন, গ্রীক, ফরাসী, স্পেনীয় ভাষা এবং গণিত ও দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন।

এই সময়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম নিবন্ধন তাঁহার স্বাস্থ্য হানি হইতে লাগিল। তিনি বিদ্যালয়ে মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৭ ঘন্টা এবং অবশিষ্ট কয়েক মাস ৬ ঘন্টা করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন; এতদ্ভিন্ন প্রতিদিন

দশ বা দ্বাদশ ঘণ্টাকাল নিজের জ্ঞানোন্নতি জন্ম ব্যস্ত থাকিতেন। রাত্রির অধিকাংশ কাল জাগ্রত থাকিয়া অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিবার সময় তাঁহার শরীর বীরের ন্যায় সবল ও সুস্থ ছিল। কিন্তু এই প্রকার অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্য ও বল কতদিন অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে? তিন মাসের মধ্যে তাঁহার দেহভার চৌদ্দ সের হ্রাস হইয়া গেল। তিনি কেবল শরীরের প্রতি অত্যাচার করিতেন, এরূপ নহে; তাঁহার হৃদয়ের প্রতিও যারপরনাই অত্যাচার করিতেন। যে পার্কার গৃহে অবস্থান কালে পিতা,মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, প্রতিবাসী, গ্রামবাসী, সকলের আন্তরিক স্নেহ সম্ভোগ করিতেন; এখানে তিনি অধ্যয়নের ব্যাঘাত আশঙ্কায় কাহারও সহিত আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ হইতে বিরত থাকিতেন। কোন ব্যক্তির সহিত দেখা করিতে যাইতেন না, কিম্বা কোন প্রকার আমোদ আহ্লাদে যোগ দিতেন না।

স্বাস্থ্যহানির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিত্তের স্বাভাবিক প্রফুল্লতাও অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইল। পার্কার দেখিলেন, এই প্রকারে তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হওয়া সুকঠিন। তিনি বোষ্টন নগর পরিত্যাগ করিয়া ওয়াটার টাউনে গমন করিলেন।

ওয়াটার টাউনে তাঁহার কোন কোন আত্মীয় বাস করিতেন। তাঁহাদেরই পরামর্শে তিনি তথায় একটী স্কুল খুলিলেন। স্কুলের অবস্থা অতি চমৎকার! তিনি নিজেই স্কুলের ভৃত্য, দ্বারবান, শিক্ষক সকলই! বাল্যকালে সূত্রধরের কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, স্কুল গৃহে তৎসম্বন্ধীয় যে সকল কার্য্য প্রয়োজন ছিল, সমুদায় সম্পন্ন করিলেন। তিনি স্বহস্তে সম্মার্জ্জনী ধারণ করিয়া গৃহ পরিষ্কার করিতেন; স্বহস্তে কাষ্ঠাসনসকলের ধূলি মুছিতেন।

বিদ্যালয়ে দুই জন ছাত্র পড়িতে আসিল। তন্মধ্যে একজন বেতন দিতে অক্ষম। কিন্তু শিক্ষকের গুণে ক্রমশঃ ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুই হইতে ক্রমে চতুঃপঞ্চাশৎজন ছাত্র হইল। কিন্তু ইহার মধ্যে অনেকেই দরিদ্র, বেতন দিতে অক্ষম; পার্কারের সদয়হৃদয় দরিদ্র সন্তানদিগকে সর্ব্বদাই সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

এই সময়ে বিদ্যালয় সম্বন্ধে একটী বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হইল। পার্কার একটী কাফ্রি বালিকাকে বিদ্যালয়ের ছাত্রী করিয়া লইলেন। যে সকল ভদ্র

লোক উহাতে আপনাদের সন্তানদিগকে পাঠাইতেন, তাঁহাদের ক্রোধের সীমা রহিল না। শুভ্রবর্ণের সহিত কৃষ্ণ বর্ণ একত্রে বসিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিবে, এ অপমান কি তাঁহাদের সহ্য হয়! কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করা যে, কি পর্য্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে বাস করিয়া তাহা পদে পদে অনুভব করিতেছি। আমেরিকায় কৃষ্ণবর্ণের প্রতি ঘৃণা এদেশ অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক। সুতরাং পার্কার বিপদে পড়িলেন। বিদ্যালয়টীর উপর তাঁহার সমুদায় আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে; অথচ বালিকাটীকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া না দিলেও উহা রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। তিনি অগত্যা তাহাই করিতে বাধ্য হইলেন।

পার্কারের সুকোমল উদার হৃদয়, এই কার্য্যটীর জন্য চিরদিন ব্যথিত ছিল। তিনি অনেক সময় বন্ধুগণের নিকট ইহার জন্য অনুতাপ করিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবনীলেখকগণ কেহই তাঁহাকে ইহার জন্য দোষী করেন নাই। তাঁহারা বলেন, তৎকালে কাফ্রি জাতির প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পার্কারের জ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই, বিশেষতঃ সেই বিদ্যালয়টীর স্থায়িত্বের উপর তাঁহার জীবনের সকল আশা ভরসা নির্ভর করিতেছিল। এরূপ স্থলে বালিকাটীকে স্কুল হইতে নিষ্কাশিত করার জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া কোন ক্রমেই ন্যায়সঙ্গত নহে।

এমন অনেক শিক্ষক আছেন, যাহাদিগকে তাঁহাদের ছাত্রগণ সিংহ ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয় করিয়া থাকেন। শিক্ষকের মুখ দেখিলে ছাত্রের হৃদয়ের অর্দ্ধেক শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। পার্কার সে শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন না। বালকেরা তাঁহাকে ভয় করিত না, ভাল বাসিত; অথচ বিদ্যালয়ের সুশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইত। যে শিক্ষক বেত্রদণ্ডের সাহায্য ব্যতীত ছাত্রদিগকে বশীভূত করিতে অক্ষম, তিনি শিক্ষকতারূপ পবিত্র কার্য্যের অনুপযুক্ত। পার্কার বালকদিগকে স্নেহবন্ধনে এরূপ বদ্ধ করিয়াছিলেন যে, তাহারা সর্ব্বদা সম্পূর্ণ আহ্লাদের সহিত তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে অনুরক্ত থাকিত। তিনি বালকদিগের সহিত বালক হইতেন। বালকদের ন্যায় তাহাদের সহিত আমোদ করিতেন; ক্রীড়া করিতেন। দুই বৎসরের মধ্যে ২ | ১ বার মাত্র কাহাকেও তিরস্কার করিতে হইয়াছিল।

তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী অতি সুন্দর ছিল। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া তিনি অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করিতেন। ছাত্রদিগের হৃদয়ের স্বাভাবিক বিশ্বাস ভক্তি যাহাতে পরমেশ্বরের প্রতি পরিচালিত হয়, তজ্জন্য বিবিধ

উপায়ে যত্ন করিতেন। বিদ্যালয়ের চতুঃপ্রাচীরের মধ্যেই তাহাদের শিক্ষা-কার্য্য বদ্ধ রাখিতেন না। মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের সঙ্গে প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেন, এবং উদ্ভিজ্জবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন।

বিদ্যালয়টী উঠাইয়া দিয়া কালেজের নিয়মিত ছাত্রশ্রেণীভুক্ত হইবার সময় আসিল। এই কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বিদায়সূচক উপহার দিবার জন্য, স্কুলের সকলে যথাসাধ্য কিছু কিছু চাঁদা দিয়া একখানি রৌপ্যপাত্র ক্রয় করিলেন। কিন্তু এ সকল এত গোপনে নির্ব্বাহ করা হইয়াছিল যে, পার্কার তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। স্কুল বন্ধ করিবার দিন বালকেরা দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট আসিল। বিদ্যালয়ের অপর একজন শিক্ষক ছাত্রদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ একটী অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে সেই রৌপ্য পাত্রখানি উপহার প্রদান করিলেন। বালকেরা চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। বালকদিগের স্নেহপ্রণোদিত অপ্রত্যাশিত উপহার, তাঁহার বিদায় নিবন্ধন তাহাদের আকুল ক্রন্দন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল; তিনি নয়নাশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ একটী নির্জ্জন স্থানে গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেইদিন হইতে ওয়াটার্ টাউনের বিদ্যালয় বন্ধ হইল।

ওয়াটার্ টাউনে অবস্থিতিকালে পার্কার তত্রত্য ইউনিটেরিয়ান ধর্ম্মালয়ের আচার্য্য ফ্রান্সিস্ সাহেবের বাটীতে সর্ব্বদা গমন করিতেন। আচার্য্যের একটী সুন্দর পুস্তকালয় ছিল। সুতরাং সেখানে গ্রন্থপাঠ বিষয়ে পার্কারের বিশেষ সুবিধা হইত। বিশেষতঃ ফ্রান্সিস্ সাহেব অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার নিকটে পার্কার জ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিতেন।

পার্কার এই সময়ে প্রতিদিন রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত জাগ্রত থাকিয়া গ্রন্থ পাঠ করিতেন। দিবাভাগেও তাঁহার পরিশ্রমের সীমা ছিল না। বিদ্যালয়ের কার্য্য ও নিজের জ্ঞান শিক্ষা ব্যতীত, তিনি অন্যান্য হিতকরকার্য্যেও নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি তত্রত্য রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এই সময়ে তিনি য়িহুদী জাতির একখানি ইতিহাস পুস্তক রচনা করেন। ওয়াটার্ টাউনে অবস্থিতি কালে তিনি কুমারী লিডিয়া ক্যাবটের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন। ক্রমে উহা ঘনিষ্টতর সম্পর্কে পরিণত হইয়াছিল। পাঠকবর্গ সে সংবাদ পরে পাইবেন।

সপ্তম অধ্যায়।

উপাধিলাভ, ভাষাশিক্ষা ও ধর্ম্মমত।

দরিদ্রতাবশতঃ পার্কার এতদিন কালেজের নিয়মিত ছাত্র শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন নাই। তিনি প্রথমে কিছুদিন গৃহে পিতৃ মাতৃ সন্নিধানে বাস করিয়া কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিতেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অধ্যয়নেও নিযুক্ত থাকিতেন। পরীক্ষার সময় আসিলে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতেন। বোষ্টান ও ওয়াটার্ টাউনে অবস্থিতি কালেও সেইরূপ করিতেন।

এইরূপে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও,কয়েক বৎসর ধরিয়া বেতন দানে অক্ষম ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রদান করা হয় নাই। চারি বৎসর পরে তাঁহার বন্ধু ফ্রান্সিস্ সাহেবের চেষ্টায় এইরূপ স্থির হইল যে, যদি পার্কার চারি বৎসরের বেতনের সমুদায় টাকা প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বি, এ, উপাধি প্রদত্ত হইতে পারে। কিন্তু তখনও তাঁহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ। অর্থদানে অক্ষমতা নিবন্ধন তিনি উপাধি প্রাপ্ত হইলেন না। পরিশেষে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ মনে করিলেন যে, পার্কারের ন্যায় এক জন যথার্থ উপযুক্ত ছাত্রকে দরিদ্রতা হেতু উপাধি হইতে বঞ্চিত রাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কলঙ্কের বিষয়। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে অর্থদান ব্যতীত এম, এ, উপাধি প্রদান করিলেন। পার্কারের যে যৎকিঞ্চিৎ আয় ছিল, তাহা হইতে একান্ত কষ্টে নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া পিতামাতার সাহায্য জন্য কিছু কিছু পাঠাইতেন। তিনি মনে করিলে সে টাকাতে অনেক দিন পূর্ব্বেই উপাধি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার সম্মানের বাসনা অপেক্ষা পিতৃ মাতৃ ভক্তি প্রবলতর ছিল বলিয়াই তাহা করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক তাঁহার সাম্যপ্রিয় হৃদয়, উপাধিজনিত সম্মানের প্রতি চিরদিনই উদাসীন ছিল।

দরিদ্র ছাত্রগণকে সাহায্য করিবার জন্য কতিপয় দয়ালু ব্যক্তি চাঁদা সংগ্রহ করিতেন। পার্কার প্রার্থনা করাতে তাহা হইতে কিছু কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেই তাঁহার সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না।

সুতরাং তিনি কয়েকটী বালক ও বালিকাকে শিক্ষা দিয়া আরও কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন।

যাজকব্যবসায় অবলম্বন করাই পার্কারের উদ্দেশ্য। সুতরাং তিনি তদুপযোগী শিক্ষা জন্য ডিভিনিটী কালেজে (Divinity college) পাঠ করিতে লাগিলেন। তর্ক বিতর্ক ও বক্তৃতা শিক্ষার জন্য কালেজে যে সভা ছিল, তথায় পার্কারের প্রতিভা প্রকাশিত হইতে লাগিল। পার্কার যাঁহার বক্তৃতার উত্তর দিবেন মনে করিতেন, তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে, আপত্তিযোগ্য কথা শুনিলেই তৎক্ষণাৎ আপনার হস্তস্থিত রুমালে একটী গ্রন্থি বন্ধন করিতেন। এইরূপে ক্রমে যতগুলি গ্রন্থি হইত, উত্তর দিবার সময় তাহা দেখিলেই, প্রত্যেক গ্রন্থিতে আপত্তিযোগ্য প্রত্যেক কথা স্মরণ করাইয়া দিত।

তিনি অল্পকালের মধ্যে বিবিধ ভাষায় এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার সহযোগী ছাত্রগণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে লাগিলেন। বালিকারা উপন্যাস পুস্তক যেরূপ আগ্রহাতিশয় সহকারে পাঠ করিয়া থাকে, পার্কার গ্রীক ও লাটিন ভাষায় লিখিত অতি সুকঠিন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীন গ্রন্থ সকল সেইরূপ সতৃষ্ণ ভাবে অধ্যয়ন করিতেন। দুই মাসের মধ্যে ইংরেজী, জর্ম্মান, গ্রীক, লাটিন ও দেনমার্ক দেশীয় ভাষায় পঞ্চষষ্টী খানি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন।

ভাষা শিক্ষার শক্তি তাঁহার যথার্থই অসাধারণ ছিল। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চবিংশতি ভাষা, ও সেই প্রত্যেক ভাষার প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় ভাষা সকল, আফ্রিকাবাসী কোন কোন অসভ্য জাতির ভাষা, এবং আসিয়া প্রচলিত আরবি প্রভৃতি ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

পার্কার বলিতেন যে, ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে টমাস্ পার্কার নামক তাঁহার এক জন পূর্ব্ব পুরুষের অসাধারণ শক্তি ছিল। এ বিষয়ে তিনি একটী আমোদজনক গল্প বলিতেন। টমাস্ পার্কার ধর্ম্মযাজক ছিলেন। এক সময়ে তাঁহার সহযোগী ধর্ম্মযাজকগণ মনে করিলেন যে, তাঁহার কোন একটী মত প্রচলিত ধর্ম্মের বিরোধী। তাঁহারা এই অপরাধের জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিবার উদ্দেশ্যে একটী সভা আহ্বান করিলেন। সে সময়ে যে অধিক বিদ্যা প্রদর্শন করিতে পারিত, তাহারই জয় হইত। সমাগত ধর্ম্মযাজকগণ, তাঁহার বিরুদ্ধ মতের জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিলে পর, তিনি লাটিন

ভাষায় তাহার উত্তর করিলেন। তাঁহার বিপক্ষগণও লাটিন ভাষায় প্রত্যুত্তর করিলেন। টমাস্ পার্কার তখন গ্রীক ভাষায় উত্তর করিলেন। ধর্ম্ম-যাজকগণও উক্ত ভাষায় বলিলেন। তিনি তখন হিব্রু ভাষায় উত্তর করিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরাও হিব্রু বলিলেন। তিনি তখন তাঁহাদিগকে পরাভব করিবার জন্য আরবী ভাষা বলিতে লাগিলেন। এইবার পাদরীগণ আর পারিয়া উঠিলেন না। তখন টমাস্ পার্কার গর্ব্বের সহিত তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন ;—"আপনারা অগ্রে বর্ণ পরিচয়ের পুস্তক সকল পাঠ করুন, তার পর আমাকে শাসন করিতে আসিবেন।" থিওডোর পার্কার তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ টমাস্ পার্কারকে ভাষা জ্ঞান বিষয়ে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মযাজকের ব্যবসায় অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে পার্কারের ধর্ম্ম মত ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, তিনি স্বলিখিত আত্ম-চরিতে তাহা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"আমি অতিশয় যত্নের সহিত বাইবেল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। প্রথমে আমার জানিতে ইচ্ছা হইল, বাইবেল কি ? উহা কোন্ কোন্ পুস্ত-কের সমষ্টি ? দ্বিতীয়তঃ জানিতে ইচ্ছা করিলাম যে, বাইবেলের তাৎপর্য্য কি ? উহাতে কি কি ভাব আছে। আমি মূল বাইবেল গ্রন্থ (হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় লিখিত) বিচার পূর্ব্বক পাঠ করিলাম। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ সকল প্রাচীন কালের প্রচলিত পুস্তকে পাঠ করিলাম। (অর্থাৎ কাল সহকারে বাই-বেলের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা বলিয়া প্রাচীনকালে উহার যেরূপ পাঠ ছিল তাহাই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন)।

"পুরাকালে য়িহুদী ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ বাইবেলের পুরাতন ও নূতন খণ্ডের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলাম। এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান সময়ে জর্ম্মান দেশীয় পণ্ডিতগণ উক্ত উভয় পুস্তকের যেরূপ সমা-লোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও অধ্যয়ন করিলাম। আমি শীঘ্র বুঝিতে পারিলাম যে, বাইবেল কেবল কতকগুলি অসম্বদ্ধ পুস্তকের সমষ্টিমাত্র ; উহার অধিকাংশ পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই, অথবা যাঁহাদিগের নাম আছে, তাঁহারা বাস্তবিক গ্রন্থকার কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ। এতদ্ভিন্ন উক্ত পুস্তক সকল কোন্ সময়ে, কেমন করিয়া সংগৃহীত হইল, তাহা কেহই জানেন না। কেনই বা একখানি প্রাচীন পুস্তক গৃহীত এবং অপর একখানি পরিত্যক্ত হইয়াছে, বুঝা যায় না। পুস্তক সকলের বিভিন্ন অংশের মতের একতা

নাই। বাইবেলের পুরাতন খণ্ডের মত একপ্রকার এবং নূতন খণ্ডের মত ঠিক্ বিপরীত প্রকার। নূতন বাইবেলের প্রত্যেক লেখকের রচনাপ্রণালী, ভাব এবং ধর্ম্মমতে তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা লক্ষিত হয়। মত সম্বন্ধে কোন দুই জনের সম্পূর্ণ একতা নাই।

"প্রত্যাদেশ বিষয়ক মতের শীঘ্র মীমাংসা হইল। আমার বিশ্বাস হইল যে, পরমেশ্বর জড় ও মনুষ্যের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি কবিয়া কার্য্য করিতেছেন। সুতরাং প্রত্যেক মনুষ্য স্বীয় শক্তি ও তাহাব পবিচালনার পরিমাণ অনুসারে অনুপ্রাণিত হইযা থাকে। সত্যলাভ দ্বাবা বুদ্ধিবিষয়ক অনুপ্রাণন এবং ন্যায়েব দ্বারা নৈতিক অনুপ্রাণনেব পবীক্ষা হইয়া থাকে। লোকে যেভাবে বাইবেলকে ঈশ্ববেব বাক্য বলে, আমি সে ভাবে উক্ত গ্রন্থকে ঈশ্বরবাক্য বলিয়া মনে কবিতে পাবিলাম না। তবে সাধারণ ভাবে,অর্থাৎ যে পরিমাণে উহাতে সত্য ও ন্যায় আছে, সেই পবিমাণে উহা ঈশ্বরবাক্য বলিয়া মনে করিলাম। সকল সত্যই ঈশ্ববেব বাক্য, সুতবাং বাইবেলে যে সত্য আছে, তাহা পবমেশ্ববেরই বাক্য।"

অষ্টম অধ্যায়।

ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা।

পার্কার য়িহুদি ও খ্রীষ্টধর্ম্মের পুরাবৃত্ত সুন্দররূপে শিক্ষা ও আলোচনা করিয়া সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন যে,উহাতে অলৌকিকতা কিছুই নাই। তিনি বুঝিতে পারিলেন, বাইবেল গ্রন্থ ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মসমাজ উভয়ই মনুষ্যসৃষ্ট। তিনি বলিয়াছেন, "আমি বুঝিতে পারিলাম যে, বৃটিশ রাজ-শাসন, ওলন্দাজদিগের বিপণি ও অষ্ট্রিয়াবাসীদিগের কৃষিক্ষেত্র অপেক্ষা খৃষ্টীয় ধর্ম্মসমাজে অধিকতর ঐশিকত্ব কিছুই নাই।"

পার্কার য়িহুদি এবং খৃষ্টিয়ান ভিন্ন পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতি-বৃত্তও শিক্ষা করিলেন। বিশেষতঃ হিন্দু, বৌদ্ধ, গ্রীক্ ও রোমীয় এবং মুসল-মান ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিলেন। তিনি অনেক স্থলেই (রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায়,) বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ, তাহাদিগের মূল ভাষায় অধ্যয়ন করিলেন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমবাসীগণের কোন অভ্রান্ত শাস্ত্র ছিল না; সুতরাং উক্ত উভয়দেশের সাহিত্য হইতেই তিনি তত্রত্য ধর্ম্ম মত সংগ্রহ করিলেন। তিনি বন্য ও অসভ্য জাতি সকলেরও ধর্ম্মের বিষয় অবগত হইলেন, এবং তদ্দ্বারা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেকগুলি গুরুতর সমস্যার মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই প্রকার ধর্ম্মানুসন্ধানে তিনি জানিতে পারিলেন যে, জগতে ধর্ম্মশূন্য জাতি নাই। যেখানে ভাষা আছে, সেখানে ধর্ম্মও আছে।

ধর্ম্মদর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকি-তেন,এবং বিবিধ ভাষায় বিবিধ দার্শনিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। পার্কার বলিয়া-ছেন যে, তিনি ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডবাসী দার্শনিকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়া কিছু-মাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। তিনি দেখিলেন যে, তিনি তাঁহার হৃদয়ে যে ধর্ম্মভাব সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছেন,—যে ধর্ম্মভাবের পরিচয় সমগ্র জগতে মনুষ্যজাতির মধ্যে চিরকাল প্রকাশিত,—বৃটেনীয় দর্শনশাস্ত্রে তাহার মূল তত্ত্বের ব্যাখ্যা কিছুই হইতে পারে না।

যে দর্শন শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়বোধকে (Sensation) মনুষ্যের সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানের

মূল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে, তাহার তো কথাই নাই। ইন্দ্রিয়ের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে যাহার বাস, ইন্দ্রিয়াতীত আধ্যাত্মিক সত্যের ব্যাখ্যা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

প্রকৃত ধর্ম্মতত্ব নির্দ্ধারণে, বৃটেনীয় দার্শনিকদিগের অক্ষমতার আর একটি কারণ পার্কার অনুভব করিলেন ঃ—অভ্রান্ত শাস্ত্রে বিশ্বাস তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তার পথে কণ্টক প্রক্ষেপ করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, " প্রোথিত লৌহ যেমন অদৃশ্য ভাবে চুম্বক প্রস্তরকে বিচলিত করে, সেইরূপ অভ্রান্ত শাস্ত্রে বিশ্বাস, তাঁহাদের চিন্তা স্রোতকে অপ্রকৃত পথে পরিচালিত করিয়াছে।" তিনি ফরাসি পণ্ডিত কুজান্ প্রচারিত দর্শন শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাও তাঁহার সন্তোষকর বলিয়া বোধ হয় নাই। জর্ম্মন দেশীয় অদ্বিতীয় মনস্তত্ববিৎ পণ্ডিত ইমানুয়েল্ ক্যাণ্টের গ্রন্থ সকল যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করেন ; এবং ধর্ম্মতত্ব নির্দ্ধারণে ইহা হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। ইমানুয়েল্ ক্যাণ্ট অতি সূক্ষ্ম তর্কসূত্র অবলম্বন করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, পার্কার তাহার সকলগুলিতে সায় দিতে পারিতেন না ; কিন্তু সিদ্ধান্তের সহিত ঐক্যমত্য না হইলেও, ক্যাণ্টের প্রণালী অবলম্বন করিয়া পার্কার কতকগুলি প্রয়োজনীয় সত্যলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

কতকগুলি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মূলসত্যের অস্তিত্ব পার্কার সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন। মনুষ্যজাতি এই সকল সত্যে চিরকাল স্বভাবতঃ বিশ্বাস করিয়াছে, এ সকল বিশ্বাস মানব প্রকৃতিনিহিত সহজজ্ঞান। কোন প্রকার তর্ক প্রণালীর উপর উহাদের যাথার্থ্য নির্ভর করে না। পার্কার তাঁহার স্বলিখিত আত্মচরিতে এই সকল মূল বিশ্বাসের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি বিশ্বাসকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়াছেন।

১। পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস।

২। ন্যায় সম্বন্ধে সহজ জ্ঞান ; অর্থাৎ যে ধর্ম্মনিয়ম আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, অথচ যাহা প্রতিপালন করা আমাদের কর্ত্তব্য, তাহার সত্বা সম্বন্ধে স্বাভাবিক বিশ্বাস।

৩। আত্মার অমরত্বে স্বাভাবিক বিশ্বাস।

পরমেশ্বরে বিশ্বাস, ধর্ম্মনীতিতে বিশ্বাস, এবং পরলোকে বিশ্বাস এই তিনটি বিশ্বাস, ধর্ম্মের ভিত্তি মূল।

একাদশ অধ্যায়।

মহাত্মা চ্যানিংএর সহিত সাক্ষাৎ, বিবেক বিষয়ে কথোপকথন; সাম্যবাদীদিগের সমাজ।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২২ এ জুন দিবসে, পার্কার বোষ্টন নগরের নিকটবর্ত্তী ওয়েষ্ট রক্স্‌বেরি নামক গ্রামের ইউনিটেরিয়ান উপাসনালয়ের আচার্য্য পদে নিযুক্ত হইলেন। এই গ্রামে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে তিনি আশ্চর্য্য উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য তাঁহাকে অনেক সময়ই নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতে হইত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি ধর্ম্মদর্শনের উন্নতি জন্য অসাধারণ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন। এখানে আসিয়াও তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গুরুতর প্রশ্ন সকলের মীমাংসা জন্য সর্ব্বদা অধ্যয়ন ও চিন্তাতে অনুরত থাকিতেন। তিনি নিজে বলিয়াছেন, জ্ঞানোপার্জ্জনে প্রতিদিন দশ বা পঞ্চদশ ঘণ্টা পরিশ্রম করা কেবল আমাব অভ্যাসগত হইয়াছিল এমন নহে, আমার পক্ষে আনন্দের বিষয় ছিল।

এখান হইতে পার্কার মধ্যে মধ্যে বোষ্টন নগরস্থ সভা সকলের অধিবেশনে অথবা তত্রত্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সহিত দেখা করিতে যাইতেন। এক দিবস তিনি মহাত্মা চ্যানিংএর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত যেরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন।

অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে বিবেক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। চ্যানিংএর মতে বুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় বিবেকের উন্নতি জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন। পার্কার এই মত স্বীকার করিতেননা। সুতরাং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "ইহাই বলিলে কি হয় না যে, বুদ্ধি বৃত্তিকে এরূপ মার্জ্জিত করা উচিত যে, উহা যথোপযুক্তরূপে কোন একটি বিষয় বিবেকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারে?" অর্থাৎ পার্কারের কথার তাৎপর্য্য এই যে, বিবেকের উন্নতি জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন নাই, পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি যদি কোন একটি বিষয়ের সকল দিক্ দেখিতে পায়, তাহা হইলেই তৎসম্বন্ধে বিবেকের আদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পার্কার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বিবেক অভ্রান্ত নেতা কি

না? চ্যানিং বলিলেন যে,তাঁহার সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। পার্কারের মত এই যে, যদি পরিষ্কাররূপে সকল বিষয়ে বিবেকের নিকট উপস্থিত করা হয়, এবং পুরাতন কুঅভ্যাস বশতঃ উহার দৃষ্টির ব্যাঘাত না হয়, তাহা হইলে বিবেক সকল অবস্থাতেই ঠিক্ মীমাংসা করিয়া দিতে সক্ষম। চ্যানিং একথায় সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিলেন না। চ্যানিং বলিলেন যে, বিবেক ঠিক্ চক্ষুর ন্যায়, চক্ষু যেমন কখন অস্পষ্ট, কখন ভুল দেখে, বিবেকেরও অবিকল তাহাই ঘটে।

পার্কার এ কথায় এই আপত্তি করিলেন যে, চক্ষু তো নিজে দেখে না। মন চক্ষুদ্বারা দেখে ; চক্ষু মনের যন্ত্র। দৃষ্টি যন্ত্রের দোষ হইলে, অবশ্যই দৃষ্টি বিভ্রম হইবে। কিন্তু বিবেকের সম্মুখে যখন কোন বিষয়ের সকল দিক্ উপস্থিত করা হয়, তখন বিবেক যন্ত্রদ্বারা দেখে না, স্বয়ং দেখে, সুতবাং চক্ষুর ন্যায় বিবেকের ভুল হইবাব সম্ভাবনা নাই।

পার্কারের বোধ হইল যেন তাঁহার কথা স্বীকার কবিবার দিকেই চ্যানিং-এর মনের গতি। তথাচ চ্যানিং অভ্রান্ত নেতার আবশ্যকতা অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন যে, লোকে এইরূপ অভ্রান্ত নেতা আবশ্যক মনে করে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিতেছে যে, বাইবেল গ্রন্থের প্রত্যেক শব্দ পরমেশ্বরের অনুপ্রাণনে লিখিত। কিন্তু বাইবেল অভ্রান্ত নেতা নহে ; আর যদিই বা বাইবেল অভ্রান্ত হয়, তাহাতে কোন ফল নাই, কেন না আমরা উহা অভ্রান্তভাবে বুঝিতে পাবি না। যদি কোন ব্যক্তি জীবনের অধিকাংশ কাল বিবেকের পরামর্শানুসাবে কার্য্য করিতে অবহেলা করে,সে নিশ্চয়ই শেষাবস্থায় উহার স্পষ্ট আদেশ শুনিতে পাইবে না, তাহার অনেক ভুল হইবে ; সুতরাং সে ব্যক্তি তাহার পূর্ব্ব অবহেলাজনিত অপরাধের জন্য দণ্ডার্হ হইবে। চ্যানিং আরো বলিলেন "যদি কোন ব্যক্তি প্রথম হইতেই একান্ত সরলভাবে বিবেকের অনুসরণ করে, সে কখনই প্রকৃত পথ হইতে অধিক দূব বিচ্যুত হইতে পারে না ; এবং যদিই বা তাহার ভুল হয়, সে পরমেশ্বরের নিকট তজ্জন্য অপরাধী নহে। বিবেকের নিকটই শেষ আপীল, কখনই তাহাকে অতিক্রম করা উচিত নহে। সে যদি ভুল বলে, সে ভুল বাক্যকেও উল্লঙ্ঘন করিলে অধোগতি হয়। যদি কোন ব্যক্তির বিবেক এমন কথা বলে, যাহা অপর লোকের বিবেকের আদেশ হইতে বিভিন্ন তাহা হইলেও সে ব্যক্তি আপনার বিবেকের কথা অগ্রাহ্য করিবে না ; সে বিচার করিয়া দেখিবে, এবং পরিশেষে আপনার বিবেক যাহা বলে তাহাই অবলম্বন করিবে।"

পার্কারের ওয়েষ্টরক্স্‌বেরি অবস্থিতি কালেই চ্যানিং পরলোক যাত্রা করেন। এই ঘটনায় পার্কারের এতদূর মনের ক্লেশ হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছিলেন, "হে আমার পরমেশ্বর! কেন তাঁহা'র পরিবর্ত্তে আমার মৃত্যু হইল না?"

পাঠকবর্গ ইয়োরোপ ও আমেরিকার সোসিয়ালিষ্টদিগের বিষয় শুনিয়াছেন। ইহাঁরা পৃথিবীতে সকল মনুষ্যের সাংসারিক অবস্থাগত সাম্য সংস্থাপন করিতে চান। জগৎ এখন কেবল বৈষম্যে পূর্ণ। একজনের শিশু সন্তান অর্থাভাবে দুগ্ধ না পাইয়া শীর্ণকায় হইতেছে, আর একজন বানরের বিবাহে লক্ষমুদ্রা ব্যয় করিতেছে। একজন সদ্‌গুণশালী পরিশ্রমী ব্যক্তির অন্নবস্ত্রের কষ্ট; আর একজন অসচ্চরিত্র, অপদার্থ লোক স্তূপাকার ধনরাশির উপর বিলুণ্ঠিত। সামাজিক সাম্যবাদীরা বলেন যে,জনসমাজের এপ্রকার অবস্থা নিতান্ত অন্যায়; সকল সম্পত্তি সাধারণ সম্পত্তি হউক। অতিরিক্ত পরিশ্রমে কাহারও শরীর জীর্ণ হইবে, আর কেহবা পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া আলস্য নিদ্রায় দিনপাত করিবে, ইহা কখনও ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত কার্য্য নহে। তাঁহাদের মতে সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে পরিশ্রম করিবে, এবং সকলের সম্পত্তি সাধারণ সম্পত্তি হইবে; নিজস্ব কিছুই থাকিবে না, ইহাই ইয়োরোপীয় ও মার্কিন সোসালিষ্ট অর্থাৎ সামাজিক সাম্যবাদীদিগের মত।

পার্কারের ওয়েষ্টরক্স্‌বেরি অবস্থিতিকালে তথা হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে একটি স্থানে এই প্রকার সামাজিক সাম্যবাদীদিগের একটী সমাজ সংগঠিত হইয়াছিল। পার্কারের বন্ধু ধর্ম্মপ্রচারক জর্জ রিপ্‌লি সাহেব এই সমাজের সংস্থাপক। তিনি আপনার বিষয় সম্পত্তি, পুস্তকালয়, প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া এই সুমহৎ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী এ বিষয়ে হৃদয়ের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। অনেকগুলি ভদ্রবংশজাত সুশিক্ষিত নর নারী এই নব সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিলেন। পার্কার বিশেষ কারণ বশতঃ ইহাঁদের সমাজভুক্ত হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার সাম্যপ্রিয় উদারহৃদয়ে ইহাঁদের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। তিনি অনেক সময় তাঁহাদিগকে দেখিতে যাইতেন। ভদ্রবংশীয় শিক্ষিতা মহিলাগণ এবং সুশিক্ষিত ভদ্রলোকদিগকে সামান্য জনের ন্যায় নিকৃষ্ট কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া হাস্যরসের অবতারণা পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সুখী করিতেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও কর্ত্তব্যচিন্তা।

মহৎলোকদিগের মধ্যে অনেকেই মানসিক বলের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শারীবিক বলশালী ছিলেন। থিওডোর পার্কার যে, অত্যন্ত বলবান্ পুরুষ ছিলেন, ইহা আমবা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিযাছি। বাল্যকাল হইতেই তিনি যে প্রকার শারীরিক পরিশ্রম কবিতেন, শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কি শারীরিক, কি মানসিক উভয় বিষযেই তিনি অসাধারণ শ্রমশালী ছিলেন।

তিনি যখন ওযেষ্টরক্স্‌বেরি গ্রামের উপাসনালয়ের আচার্য্য হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখনও তিনি প্রত্যহ দশ ক্রোশ পথ পর্য্যটন করিয়াও শ্রান্ত হইতেন না। একবার তিনি প্রত্যহ পনর ক্রোশ পথ হাঁটিয়া নিউইয়র্ক হইতে বোষ্টন নগরে আসিয়াছিলেন।

গ্রামে অবস্থিতিকালে পার্কার কোন পরিচিতব্যক্তিকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন ; আমরা তাহা হইতে কয়েকটি স্থান অনুবাদ করিয়া দিলাম। "লোকের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন হইলে আমি তাহাদিগকে বলি, শরীরের পক্ষে অন্ন, চক্ষুব পক্ষে আলোক, মনের পক্ষে চিন্তা যেমন, আত্মার পক্ষে ধর্ম্মও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। আমি তাহাদিগকে বলি, হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি কবিয়া দেখ, একথা সত্য কিনা। তাহারা বলে 'একথা সত্য ;' আমি তাহাদিগকে সহজ জ্ঞানের কথা বলি। * * আমি লোকদিগকে বলি, মুসা ও পুরাতন বাইবেলের অন্যান্য লেখকগণের পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান নিকৃষ্ট প্রকার ছিল। কিন্তু সে সময়ে যত দুর সম্ভব, তাঁহারা ঈশ্বর বিষয়ে ততদুর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। * * লোক যখন ঈশাকে মানুষ বলিয়া মনে করে, তখন তাঁহার চরিত্রে সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। তাহাদেরই মত ঈশার অভাব ছিল, পরীক্ষা ছিল, প্রলোভন ছিল, সুখ এবং দুঃখ ছিল ; তথাচ তিনি সকল প্রলোভন অতিক্রম করিয়াছিলেন, সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।"

"কতকগুলি প্রধান প্রধান বিষয়েই আমি অধিক পরিমাণে উপদেশ দিয়া

থাকি ; যেমন, মানবপ্রকৃতির মহত্ত্ব, মনুষ্যের উচ্চ আদর্শ, বর্ত্তমান সময়ে লোকের অধোগতি ;—তাহাদের ক্ষুদ্র লক্ষ্য, এবং বৃথা আমোদ ; বিশ্বাস অনুসারে কার্য্যকরা ; নদীর প্রবাহ-বলে যেমন শিল্পকরের চক্র ঘূর্ণিত হয়, সেইরূপ যাঁহারা বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন,পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তি তাঁহাদিগকে সাহায্য করে।”

“আমি মনে করি,জগতে ঈশ্বর সম্বন্ধে তিন প্রকার সাক্ষী আছে,—প্রথম, বহির্জ্জগৎ ; ইহা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেনা ; কেননা আমরা এখন ইহার পরস্পর বিরোধী বিষয় সকল বুঝিতে পারিনা। দ্বিতীয়, পরমেশ্বরের সম্বন্ধে মনুষ্যের (সাধু) বাক্য ; ইহাতে অতীত কালের, ঈশ্বরজ্ঞানকে সমর্থিত করে ; বাইবেল গ্রন্থ ইহারই অন্তর্গত। ** তৃতীয়, প্রত্যেক আত্মার মধ্যে নিহিত অনন্তের ভাব সকল। আমি প্রথমটি প্রয়োজনীয় মনে করি ; কিন্তু তদপেক্ষায় দ্বিতীয়টি আরও প্রয়োজনীয়। তৃতীয়টীকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনে করি ; কেননা মুসা, ডেভিড্ ও পলের ন্যায় সকল মনুষ্য পরমেশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ লাভ করিতে পারে ; এমন কি, ঈশার ন্যায়ও প্রত্যাদেশ পাইতে পারে ; কিন্তু কখন কোন মানুষ যে তাঁহার ন্যায় ঈশ্বরের ভাব লাভ করিয়াছিল, এরূপ আমার বোধ হয় না।”

“মানুষ ঈশার অলৌকিক ক্রিয়ার ন্যায়, তাঁহার বাক্য সকলেরও অর্থ বুঝেনা।” “পরমেশ্বরের তুল্য পূর্ণ হও” লোকে কি এ কথার তাৎপর্য্য বুঝে ? না না। * ইহার (বাইবেলের যে অংশে ঈশার জীবনী আছে) সামান্যরূপ বাক্যের মধ্যেও আমি গভীর তাৎপর্য্য দেখিতে পাই। যে তোমাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সেই তোমাদের ভৃত্য হইবে।” কি গভীর কথা ! এ ভাবটি সহস্র বৎসর পরে লোক বুঝিবে ; তাহার অগ্রে নহে। কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, নূতন বাইবেলে ঈশার জীবনী (Gospels) মনুষ্যরচিত। কিন্তু এক্ষণে মনুষ্য জাতির যে প্রকার অবস্থা, তাহা হইতে উহা প্রায় অনন্ত গুণে উচ্চতর পদার্থ।”

“লোকে ঠিক্ যে পরিমাণে বুঝিতে পারে, আমি সেই পরিমাণে আমার মনের ভাব বলি ; তাহার অধিক বলি না। আমি যখন সত্যের ব্যাখ্যা করি, লোক যদি তাহা বুঝিতে না পারে, আমার বোধ হয়, তাহা আমার দোষ, লোকের নহে। অনেক সময়ই লোককে আমার মনের ভাব বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন বলিয়া বোধ হয়।”

প্রচলিত খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের ভ্রমপূর্ণ মত সকলের বিরুদ্ধে সাধারণের সম্মুখে বক্তৃতা করিবেন কি না, পার্কারের মনে এক সময়, এই বিষয় লইয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি যত্ন পূর্ব্বক দুটী বক্তৃতা লিখিলেন; তাহাতে বাইবেল গ্রন্থের ভ্রম প্রমাদ সকল অতি পরিষ্কাররূপে প্রদর্শন করিলেন। উক্ত গ্রন্থের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক ভ্রম, এবং উহাতে নীতি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ যে সকল কথা আছে, সকলই সুন্দররূপে দেখাইলেন। কিন্তু তাঁহার মনে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইল যে, পাছে লোকের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভ্রম প্রদর্শন করিতে গেলে, একেবারে ধর্ম্মের উপরেই তাহাদের অবিশ্বাস উৎপন্ন হয়। তিনি কয়েক জন বহুদর্শী ও বিবেচক ব্যক্তিকে এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই বলিলেন, "সাবধান! এমন কর্ম্ম কখনই করিও না। ইহাতে অনিষ্ট ভিন্ন কোন ইষ্ট নাই। ইহার ফল কেবল এই হইবে যে, তোমাকে নাস্তিক বলিয়া সকলে ঘৃণা করিবে।"

পার্কার ভীরুলোক ছিলেন না। লোকভয়ে তিনি কখন কর্ত্তব্যপালনে সঙ্কুচিত হইতেন না। তবে তাঁহার ভয় কেবল এই যে, পাছে ভাল করিতে গিয়া মন্দ করিয়া ফেলেন। আমাদের দেশে অনেক স্থলে বাস্তবিক এ প্রকার অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে। ইংরেজী পড়িয়া তেত্রিশ কোটি দেবতার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে স্বয়ং ভগবান্‌কে হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়াছেন।

পার্কার বলিয়াছেন যে, খ্রীষ্টিয় জগতের প্রত্যেক খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায়ের এইরূপ মত যে, জনসাধারণ কিছুই বুঝেন না; ধর্ম্ম বিষয়ে তাহাদিগকে কেবল শাসনাধীন রাখিতে হইবে। যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত লোক, তাঁহাদের প্রায়ই সাধারণ লোকের প্রতি সহানুভূতি থাকে না। শিক্ষিতেরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে মিলন হওয়া উচিত। কিন্তু সাধারণ লোকের চিন্তাশক্তি ও সংস্কারের উপর শিক্ষিতদের শ্রদ্ধা নাই।

সাধারণ লোক সম্বন্ধে পার্কারের এ প্রকার মনের ভাব ছিল না। লোকের উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তাঁহার অবিশ্বাস কেবল নিজের ক্ষমতার উপর। তিনি বলিয়াছেন, "লোকের উপর আমার তত অবিশ্বাস ছিল না। যে প্রকার পরিষ্কার ও উত্তমরূপে সত্য ব্যাখ্যা করিলে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ করিয়া বলিবার আমার ক্ষমতা আছে কি না, তদ্বিষয়েই আমার অবিশ্বাস।" কি চমৎকার ধর্ম্মভীরুতা ও বিনয়!

পার্কারের বিবেক তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি আর অধিক দিন তাহা গোপন রাখিতে পারিলেন না। যে বক্তৃতা লিখিয়াছিলেন, তাহা আপনার উপাসনালয়ে উপাসক মণ্ডলীর সম্মুখে পাঠ করিলেন।

এক সপ্তাহের মধ্যেই পার্কার বক্তৃতার ফল জ্ঞাত হইয়া আশ্চর্য্য হইলেন। অনেকেই তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। অনেক দিন হইতে তাঁহারা যাহা অনুভব করিতেছিলেন, তিনি বক্তৃতায় তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। বাইবেলে জ্ঞান বা বিবেক বিরুদ্ধে কোন কথা থাকিলে, উহা কেবল বাইবেলে আছে বলিয়াই বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। বাইবেলে দোষ থাকিলে তাহাতে মনুষ্যের ধর্ম্মোন্নতির ব্যাঘাত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। পার্কার বাইবেল গ্রন্থের ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা করিলে পর, তাঁহার উপাসনালয়ের একজন কর্ম্মচারী একটী সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন ;—"তিনি (পার্কার) যেরূপ চিন্তা করেন, ঠিক্ সেইরূপ উপদেশ দিলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব ; কেননা তিনি যাহা বিশ্বাস করেন, তাহা যদি প্রচার না করেন, তাহা হইলে আমার এরূপ আশঙ্কা হয় যে, তিনি পরিশেষে যাহা বিশ্বাস করেন না, তাহাই প্রচার করিবেন।"

ওয়েষ্টরক্স্বেরি অবস্থিতিকালে পার্কার তাঁহার যে সকল মনের ভাব লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা হইতে একটী স্থান আমরা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

"একজন লোক আমার বক্তৃতা অনুসারে কার্য্য করিতেছে দেখিলে, আমি যত আনন্দিত হই, সকল লোকে আমার বক্তৃতার প্রশংসা করিতেছে শুনিলে আমার সেরূপ আনন্দ হয় না।"

পার্কারের মনে সময়ে সময়ে অতিশয় ক্লেশ হইত। ক্লেশের প্রধান কারণ এই যে, তিনি তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্য সকল ভাল করিয়া সম্পন্ন করিতে পারিতেছেন না। জগতের হিতের জন্য তিনি কয়েকটি কার্য্য করিবেন, সংকল্প করিয়াছিলেন, সেইগুলি করিতে পারিতেছেন না বলিয়া তাঁহার মনে যার পর নাই কষ্ট উপস্থিত হইত। তিনি তাঁহার ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের দৈনন্দিন-লিপিতে এইরূপ লিখিয়াছিলেন ;—"অবকাশের দিনে,—যখন কোন শ্রমসাধ্য কার্য্য করি না—কোন সুন্দর রবিবাসরে অথবা কোন

চন্দ্রালোকপূর্ণ বা নক্ষত্রশোভিত রজনীতে, যখন আমি বাহিরে ভ্রমণ করি, তখন আমার অতিশয় কষ্ট হয়। আমার কার্য্য আমি অবশ্য করিব, নতুবা আমার মৃত্যু। আমি যখন কোন শ্রমসাধ্য কার্য্য কবিতে বসি, তখনই এই যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাই। অন্য সময়ে, আমি কিছুই কবি নাই এবং কিছুই করিতেছি না মনে কবিয়া, অনুতাপানলে দগ্ধ হই।" মহাত্মন্! তোমার জীবনে এত মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে যে, জগতে অতি অল্প লোকের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া থাকে!

তাঁহার দুঃখের আর একটি সামান্য কারণ ছিল। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, তিনি স্বভাবতঃ শিশুদিগকে যারপর নাই ভাল বাসিতেন, সুতরাং তাঁহার নিজের সন্তান হইল না বলিয়া তাঁহার মনে ক্লেশ ছিল। কিন্তু তিনি ধর্ম্ম ও লোক-হিতকর কার্য্যে চিত্ত নিবিষ্ট কবিয়া এ দুঃখ বিস্মৃত হইতেন।

এই সময়ে তাঁহার নিজ গ্রাম লেক্‌সিংটনবাসীগণ তত্রত্য উপাসনালয়ের আচার্য্যের পদ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি সে অনুরোধ রক্ষা কবিতে পারেন নাই।

পার্কার যখন ওয়েষ্টরক্‌স্‌বেরিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন আমেরিকার একটি বিশেষ আন্দোলনের সময়। এতদিন পর্য্যন্ত কেহ তথায় খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের তিন ঈশ্বর প্রকাশ্যরূপে অস্বীকার করিলে আইন অনুসারে দণ্ডার্হ হইত। এই সময়ে একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টিয়ানগণ আইন অনুসারে তিন ঈশ্বর অগ্রাহ্য করিবাব ক্ষমতা লাভ কবিযাছিলেন। ইউনিভারসালিষ্ট (Universalist) নামক খৃষ্ট সম্প্রদায়, অনন্ত নরকের ভয়ঙ্কর মতের বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেছিলেন। লয়েড গ্যারিসন্ ঘৃণিত দাস ব্যবসায় উন্মূলিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকব হইয়াছিলেন। ডাক্তার চ্যানিং অগ্নিময় বাক্যে, মানবাত্মার মহত্ত্ব, এবং আন্তরিক ঈশ্বর ভক্তি প্রচার করিতেছিলেন। হরেসম্যান্ সর্ব্বজনীন শিক্ষা প্রচার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। রেভেরেণ্ড জন্ পিয়ারপণ্ট দুটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন জন্য যত্ন করিতেছিলেন;—প্রথম, রাস্তায় মাতলামি নিবারণ, দ্বিতীয়, কোন প্রকার অন্যায কর্ম্ম লোকপ্রিয় হইলেও, ধর্ম্মযাজকদিগের এমন অধিকার থাকে যে, তাঁহারা তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন। সুপ্রসিদ্ধ ইমারসন্ বক্তৃতাদ্বারা লোকের মন পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেছিলেন। হৃৎ-তত্ত্ব বিবেকবিৎ (phrenologists)

স্পরঝিম্ ও কোম্ব সাহেব লোকের মন হইতে পুরাতন অপ্রাকৃতিক বিশ্বাস সকল তিরোহিত করিয়া দিতেছিলেন, এবং মানব প্রকৃতির তত্ত্ব সকল শিক্ষা করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছিলেন। এই সময় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, (Wordsworth) কোলরিজ্, কারলাইল, কুজিন্, ষ্ট্রস্ প্রভৃতি প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের গ্রন্থ চারিদিকে অধীত হওযাতে বিশেষ মানসিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছিল। পরিশ্রম ও সম্পত্তির অধিকার লইয়া তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হইয়াছিল। স্ত্রীজাতির অধিকার লইয়াও এই সময় আলোচনা হইতেছিল। এরূপ আন্দোলনে পার্কারের চিত্ত যে, সহজেই উদ্বেলিত হইবে, আশ্চর্য্য কি ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

উপধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধসংকল্প ; কর্ত্তব্যপালন ও ফলাফল বিচার।

পার্কারের পিতা ও মাতা উভয়েই ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন। ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মশিক্ষা হইয়াছিল বলিয়া প্রথম হইতেই তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত সকল অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানদিগের অপেক্ষা বহুল পরিমাণে উদার ও বিশুদ্ধ ছিল।

ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টধর্ম্ম কি? অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানদিগের সহিত ধর্ম্মমত সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ের প্রভেদ কি? যাঁহারা খৃষ্টকে ঈশ্বরাবতার ও পাপীর পরিত্রাতা বলিয়া বিশ্বাস করেন, সচরাচর তাঁহারাই খৃষ্টিয়ান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। ইউনিটেরিয়ানগণ অবতারবাদ স্বীকার করেন না; পিতা পুত্র ও পবিত্রাত্মা এই তিন ঈশ্বরের মত তাঁহারা যুক্তি ও বাইবেলবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন। ইহাই প্রধান প্রভেদ। অন্যান্য বিষয়ে প্রভেদ নিরূপণ করা কঠিন; কেন না ইউনিটেরিয়ানদিগের পরস্পরের মধ্যেই এক্ষণে অতি গুরুতর মতভেদ দৃষ্ট হয়।

পার্কারের পূর্ব্বে ইউনিটেরিয়ানগণ খৃষ্টকে ঈশ্বর প্রেরিত অভ্রান্ত নেতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। মুসলমানেরা মহম্মদকে যে ভাবে দেখেন, ইউনিটেরিয়ানেরা খৃষ্টকেও সেই ভাবে দেখিতেন। কেবল তাহাই নহে, বাইবেল গ্রন্থকেও তাঁহারা অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু পার্কারের সময় হইতে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল; তিনিই সেই পরিবর্ত্তনের একমাত্র অথবা প্রধান কারণ। এক্ষণে উন্নতি স্রোত এতদূর প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে যে, এখনকার উন্নত শ্রেণীর ইউনিটেরিয়ানদিগের ধর্ম্মমতের সহিত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের কিছুই প্রভেদ নাই।

পার্কার খৃষ্টধর্ম্মের কুসংস্কার বিনাশ ও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার বন্ধুগণ ভয় করিতে লাগিলেন যে, চতুর্দ্দিক্ হইতে কুসংস্কারান্ধ খৃষ্টীয়ানগণ তাঁহার প্রতি ভয়ঙ্কর অত্যাচার আরম্ভ করিবে। এই আশঙ্কায়

কোন কোন সদাশয় ব্যক্তি পার্কারকে তাঁহার অবলম্বিত কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পার্কারের বন্ধুগণের দৃষ্টি তাঁহার উপর বিশেষরূপে পতিত হইল। কেহ বা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, কেহ বা উৎসাহ দিয়া, এবং কেহ বা এই কণ্টকময় পথে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিতে লাগিলেন। দুইখানি পত্রের উত্তরে এ বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ দিলাম।

"আমার বোধ হয় যে, ফলাফল যাহাই কেন হউক না, আমার এমন সাহস আছে যে, আমি সর্ব্বদা সত্য বলিতে পারি। আমার বোধ হয়, কোন মত বা কার্য্যের ফলাফল বিষয়ে যতদূর চিন্তা করা আবশ্যক, লোকে তদপেক্ষা অতিরিক্ত ভাবিয়া থাকে। যদি স্থির হয় যে, কোন মত সত্য, অথবা কোন কার্য্য উচিত, তাহা হইলে তাহার ফলাফল কি হইবে, সে বিচার করিবার তোমার আমার অধিকার কি? ফলাফল ঈশ্বরের হস্তে, মানুষের হস্তে নয়। সূর্য্যোদয় বা জোয়ার ভাঁটার উপর যেমন মানুষের কোন হাত নাই, কর্ত্তব্য ও সত্যপালন বিষয়ে ফলাফলের বিচার করিবারও সেইরূপ কোন অধিকার নাই। লোকে গালিলিওকে বলিয়াছিল, 'তোমার বৈজ্ঞানিক মত সত্য হইতে পারে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ, সে মত প্রচার করিলে কি ফল হইবে।' সম্ভবতঃ জ্ঞানী গালিলিও উত্তর করিয়াছিলেন, 'আমি ফলাফলের উপর হস্তক্ষেপ কবিব না। সত্য বলা ও কর্ত্তব্য পালন করাই আমার কার্য্য; পরমেশ্বরের হস্তে ফলাফলের ভার।' সতর্ক হইবার জন্য আপনি যে পরামর্শ দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করিতেছি। কিন্তু আপনি ভাবিবেন না যে, প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে মত সকল প্রচার করিয়া জগতে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করিতে আমি ইচ্ছা করি। কোন কোন অল্পবয়স্ক যুবক তাহাদের মনের অপরিণত ভাব সকল প্রচার করিয়া তাহাদের নিজের ও সাধারণের যে প্রকার অনিষ্ট উৎপাদন করে, আমার অবস্থা সে প্রকার নহে। সচরাচর লোকে যাহাকে বিবেচনা করিয়া চলা বলে তাহা অতি হীন ধর্ম্ম। উহার জন্য লোক আপনার কার্য্যের মহত্ত্ব ও চিন্তার দেবভাব বিসর্জ্জন দিয়া নীচ স্বার্থের অন্বেষণ করে। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মসঙ্গত যে বিবেচনা তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ; উহা কারণ দেখিয়া ফল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্দৃষ্টি, এবং যখন সেই ফল উপস্থিত হয়,

তখন তাহা বহন করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হওয়া। সকলই মঙ্গলের জন্য, এই সম্পূর্ণ বিশ্বাস, দুঃখ কষ্টের মধ্যে আমার একমাত্র সান্ত্বনা। এমন একদিন আসিবে, যে দিন এই সকল কষ্টের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল আমি প্রাপ্ত হইব; এবং দুঃখ কষ্টের জন্য আক্ষেপ করা যে কি নির্ব্বোধের কার্য্য, তখন তাহা বুঝিতে পারিব। মনুষ্য মাত্রকেই অনেক বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া দুঃখ করিতে হয়; আমাদের অনেক প্রিয় সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবামাত্র বিফল হইয়া যায়; কিন্তু যখন ক্রমে ক্রমে মেঘ সরিয়া যায়, তখন আমরা দেখিতে পাই যে,সে সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে অধিকতর অনিষ্ট হইত। সকল স্থলেই এই প্রকার। পুরাকালের একজন জ্ঞানী বলিয়াছিলেন, "পরমেশ্বর যেন আমাদের অর্দ্ধেক প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন।" পূর্ণ অমঙ্গল কিছুই নাই; এবং সর্ব্বশক্তিমান্ যেরূপ সমুদয় ব্যাপার একসঙ্গে দেখিতেছেন, তাঁহার নিকট অমঙ্গলের চিহ্নমাত্র নাই। সকল দুঃখ কষ্টের মধ্যে এই বিশ্বাসই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। আমি সেই জন্য প্রাচীন কবি হেন্‌রি মুরের ন্যায় বলিতে পারি, "প্রভো! আমাকে ধূলির মধ্যে গভীররূপে মিশ্রিত করিয়া দেও, তাহা হইলেই তুমি আমাকে ন্যায়বানদিগের সহিত উঠাইতে পারিবে।"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বক্তৃতা ; আন্দোলন, ও গ্রন্থপ্রকাশ।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসের উনবিংশ দিবসে বোষ্টন নগরে পার্কার একটী বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার বিষয় "খৃষ্টধর্ম্মের অস্থায়ী ও স্থায়ী অংশ।" এই বক্তৃতায় তিনি অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিলেন যে, খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে যে সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্য আছে, তাহাই উহাব স্থায়ী অংশ। কিন্তু যে সকল মনুষ্য-কল্পিত মত ও অনুষ্ঠান, দেশ কাল অনুসারে উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা কখনই চিরদিন থাকিবার নহে। খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে যে সকল সত্য রহিয়াছে, তাহা পরমেশ্বরের সত্য ; সুতরাং তাহা চিরদিন সমভাবে বর্ত্তমান। কিন্তু উহার আর এক অংশ, দেশকাল অবস্থা অনুসারে নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল।

খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে পার্কার যাহা বলিয়াছিলেন, বাস্তবিক তাহা সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধেই সত্য। কি হিন্দুধর্ম্ম, কি মুসলমানধর্ম্ম, কি বৌদ্ধধর্ম্ম, প্রচলিত প্রত্যেক উপধর্ম্মের মধ্যে সত্য ও অসত্য একত্রে অবস্থিতি করিতেছে। যাহা সত্য, তাহা চিরদিনই থাকিবে। কিন্তু যাহা মনুষ্যের ভ্রান্তবুদ্ধি ও কল্পনাসম্ভূত, তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ অবস্থানুসারে সংঘটিত হয়। একটী অংশ পর্ব্বতের ন্যায় চিরদিন বর্ত্তমান, আর একটী অংশ জলতরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল। পার্কার বলিয়াছিলেন, খৃষ্টধর্ম্মের এই অবিনশ্বর অংশই প্রকৃত খৃষ্টধর্ম্ম।

পার্কার উপরি উক্ত বক্তৃতার একস্থলে বলিয়াছেন ;—"যদি এরূপ প্রমাণ হয় যে, সুসমাচার পুস্তক সকল (Gospels) ধূর্ত্তলোকের মিথ্যারচনা এবং যীশু নামক নাজারথ নিবাসী কোন ব্যক্তি কখন ছিলেন না, তথাচ খৃষ্টধর্ম্ম জগতে নির্ব্বিঘ্নে দণ্ডায়মান থাকিবে। যদি খ্রীষ্টের সহিত জগতের মহৎ লোকদিগের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কত সামান্য বলিয়া মনে হয়। খ্রীষ্টের সহিত জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর লোকদিগের তুলনা করিলে, তাঁহাদিগকে কত নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতীতি হয়। * * কিন্তু তথাচ কি ইহা বলিব না যে, তিনি আমাদের ভ্রাতা ছিলেন ? আমরা যেমন মানবসন্তান, তিনিও তাহাই, এবং আমরা যেমন পরমেশ্বরের পুত্র, তিনিও

সেইরূপ পরমেশ্বরের পুত্র ছিলেন? যে সময়ে সংসার একান্ত পাপপূর্ণ হইয়াছিল, যীশু সেই সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া পরমেশ্বরের দিকে দৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে ও জগৎ-পিতার মধ্যে কোন মধ্যবর্ত্তী ছিল না। পরমেশ্বরেব ও আমাদের মধ্যে কোন প্রকার মধ্যবর্ত্তী ও ব্যবধান না রাখিয়া খ্রীষ্টেব ন্যায় তাঁহার উপাসনা করিতে না পারিলে, আমরা কখনই খ্রীষ্টিয়ান হইতে পারি না।”

এই বক্তৃতার পর পার্কারেব বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিকে আন্দোলন উপস্থিত হইল। ধর্ম্মযাজকগণ ক্রোধান্বিত হইযা গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি যাহাদিগকে বন্ধু ভাবিতেন, এমন অনেকে তাঁহাব প্রতিকূল পক্ষ অবলম্বন করিলেন। যাঁহারা বাইবেলকে আপ্তবাক্য ও খ্রীষ্টকে অভ্রান্ত মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, এরূপ অনেক লোকও সাধারণেব মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাব বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মযাজক ছিলেন।

দেশ শুদ্ধ লোক খড়্গহস্ত। চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রমণ হইতে লাগিল। তিনি একাকী বীবেব ন্যায় অটলভাবে সকল সহ্য করিতে লাগিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, “আমার ধর্ম্মযাজক ভ্রাতৃগণ আমাকে ‘অবিশ্বাসী’ ও ‘নাস্তিক’ উপাধি প্রদান কবিলেন। একজন বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক সংবাদ পত্রে এই অনুরোধ করিযা পত্র লিখিলেন যে, এটর্ণি জেনাবেল আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালান, গ্রাণ্ডজুরি আমাকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং বিচারক আমাকে তিন বৎসর কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত কবেন। আমার অধিকাংশ ধর্ম্মযাজক বন্ধু আমাকে পবিত্যাগ করিলেন। পথে দেখা হইলে অনেকেই আমার সহিত কথা কহিতেন না ও আমার হস্তধাবণ করিতে অস্বীকার করিতেন। প্রকাশ্য সভায় আমি যে কাষ্ঠাসনের উপর বসিতাম, তাহা তাঁহারা পবিত্যাগ করিয়া যাইতেন। ইহুদিরা কুষ্ঠবোগী দেখিলে যেরূপ ব্যবহার করে, তাঁহারাও সেইরূপ আমার নিকট হইতে দূরে থাকিতেন।”

পার্কার তাঁহার বক্তৃতাটি মুদ্রিত করিলেন। কিন্তু বোষ্টন নগরে উহার প্রকাশক ও বিক্রেতা প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর হইল। যাহাতে তাঁহার পুস্তক কেহ প্রকাশ ও বিক্রয় না করে, তদ্বিষয়ে পাদ্রিগণ বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সুইডেনবর্গ সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তিদ্বারা উহা প্রকাশিত হইল। প্রকাশিত হইবামাত্র, বক্তৃতা ও বক্তা উভয়েরই বিরুদ্ধে

চতুর্দ্দিক্ হইতে গালি বর্ষণ আরম্ভ হইল। সকল সংবাদ পত্র নিন্দাবাদে পূর্ণ হইতে লাগিল। ঈশ্বরনিন্দুক ও নাস্তিক বলিয়া পার্কার সর্ব্বত্র আখ্যাত হইলেন। এই সময়ের ঘটনা সম্বন্ধে পার্কার বলিতেছেন ;—"ইউনিটেরিয়ান-দিগের সংবাদ পত্রে আমার অথবা আমার বন্ধুগণের কোন লেখা প্রকাশ হইত না ; উদ্দেশ্য, লোকে আমার লেখা পড়িতে না পায়। ওয়েষ্টরক্স-বেরির উপাসক মণ্ডলীকে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে ও তথা হইতে আমাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য গোপনে গোপনে চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু ব্যয়ের বিষয় স্থির না করিয়া আমি যুদ্ধে যাই নাই। কি ঘটিবে তাহা আমি পূর্ব্ব হইতে জানিতাম। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, আমি শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিব, কখনই পরাভব স্বীকার করিব না। আমি আমার বিপক্ষদিগকে বলিলাম যে, আমি নিজে ক্ষান্ত না হইলে কেহ আমাকে ক্ষান্ত কবিতে পারিবে না। আমাব ভরসা ছিল যে, আমি তাহা কখনই করিব না। যদি আমাকে আমার উপাসনালয় হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়, আমি নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করিযা বেড়াইব ; এমন কি, যদি আবশ্যক বোধ করি, লোকের বাড়ী বাড়ী গমন করিব। গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করাতে শেষ যে কিছু ফল হইবে, ইহা আমি নিশ্চয় জানিতাম। কিন্তু ক্ষুদ্র সমাজটি (অর্থাৎ পার্কার যে সমাজের আচার্য্য ছিলেন) আমাকে সাহায্য করিতে ও আমার পক্ষ সমর্থন করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের হৃদগত সহানুভূতি ও অনুগ্রহ দান কবিতে লাগিলেন।

আমেরিকায় এরূপ প্রথা আছে যে, ধর্ম্মযাজকগণ পরস্পরের উপাসনা-লয়ে গিয়া, আচার্য্যের কার্য্য করেন। অর্থাৎ তাঁহারা অনেক সময় কার্য্য বিনিময় করেন। পার্কারের সহিত প্রায় সকলেই বিনিময় বন্ধ করিয়া-দিলেন। এই সময়ে কোন ব্যক্তি ইউনিটেরিয়ান ধর্ম্মযাজকের ব্যবসায় অবলম্বন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইত যে, তিনি পার্কারের সহিত কখন কার্য্য বিনিময় কবিবেন কি না ? তাঁহার সহিত সংশ্রব পরিত্যাগে প্রতিশ্রুত হইলে, তবে তাঁহাকে ধর্ম্মযাজকের পদে বরণ করা হইত ; নতুবা নহে। এস্থলে আমরা একটী আমোদজনক ঘটনার উল্লেখ করিব। আমরা বলিয়াছি যে, পাদ্রিগণ পার্কারকে অবিশ্বাসী ও নাস্তিক বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। একদিন পার্কার কোন স্থানে বক্তৃতা করিতেছেন, একটি ভদ্র মহিলা নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিতে-

ছেন। তিনি বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে মোহিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সেই নাস্তিক থিওডোর পার্কার যদি এই বক্তৃতা শুনিত!"

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে বোষ্টননিবাসী কয়েকজন ভদ্রলোকের অনুরোধে পার্কার উক্ত নগরে তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে পাঁচটি বক্তৃতা করেন। এই সকল বক্তৃতা আমেরিকাব কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিষয়গুলি অত্যন্ত প্রযোজনীয় বলিয়া তিনি বোষ্টন ভিন্ন আরও কয়েকটি নগরে ঐ সকল বক্তৃতা অভিব্যক্ত কবিলেন। পরিশেষে সেগুলি একত্রিত করিযা পুস্তকাকারে প্রকাশ কবিলেন। বোষ্টন নগরেব দুইজন ধনবান্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার পুস্তক প্রকাশককে অনুবোধ করিযাছিলেন যে, তিনি উহা প্রকাশ না করেন। কিন্তু তিনি সে অনুবোধ রক্ষা করেন নাই। বাস্তবিক যাহাতে পার্কাবের পুস্তকাদি প্রকাশ হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাঁহার বিপক্ষগণ বিবিধ উপায়ে তাহার চেষ্টা করিতেন।

যে পুস্তকখানি প্রকাশ হইল উহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ।* ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠক মাত্রকেই আমবা উহা অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি। ঐ অমূল্য গ্রন্থ অনেক বিপথগামীকে পথ দেখাইযাছে, অনেক কুসংস্কারান্ধকে চক্ষু দিয়াছে, অনেক শোকার্ত্ত-হৃদয়ে সান্ত্বনাবারি সিঞ্চন করিয়াছে, এবং অনেক পাপাসক্ত চিত্তে পবিত্রতাব স্বর্গীয় আলোক প্রেরণ করিয়াছে। বাস্তবিক এ প্রকার জ্ঞানগর্ভ ও উপদেশপ্রদ গ্রন্থ ধর্ম্মজগতে বিবল। এই গ্রন্থদ্বারা উদার ধর্ম্মমত প্রচারিত হওয়াতে, আয়ারলণ্ডের ইউনিটেরিয়ানদিগের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং পরিশেষে গোঁড়া ইউনিটেরিয়ানগণ তাঁহাদের পুবাতন মত সকলের সমর্থন জন্য ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে একটী নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

---

* A Discourse on matters Pertaining to Religion.

পঞ্চদশ অধ্যায়।

যাজকদিগের সহিত বিরোধ ও অটলভাব।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে গ্রন্থখানিব উল্লেখ কবা হইয়াছে, পার্কারের জনৈক চরিতাখ্যায়ক, তৎসম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র ঘটনাব উল্লেখ করিয়াছেন। এক রবিবাবে, একজন অলস, লঘুচেতা যুবক সময কাটাইবাব উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন। আমেবিকার পশ্চিম প্রদেশীয জনৈক বিচাবক তাঁহার হস্তে পার্কাবের ঐ গ্রন্থখানি অর্পণ কবিলেন। তিনি জীবনে কখন কোন ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক পাঠ কবেন নাই। সুতবাং অতি অনিচ্ছাপূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিয়া আপনাব ঘবে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যাব মধ্যে তিনি পুস্তকখানির অর্দ্ধেক পড়িযা ফেলিলেন। ভাবিলেন এ পুস্তকে যাহা বলিতেছে তাহাই যদি ধর্ম্ম হয়, তবে তিনি ধর্ম্মকে ভাল বাসিতে পাবেন। কিছুদিন পরে তিনি বিচারক মহাশয়ের নিকট আসিযা বলিলেন, "আপনি সেই পুস্তকখানি আমাকে বিক্রয করুন।" তিনি বলিলেন, "বিক্রয় করিতে পাবি না; আমি পুস্তকখানি তোমাকে দিলাম।" যুবা সকৃতজ্ঞচিত্তে পুস্তক লইযা চলিয়া গেলেন। এই যুবা একজন বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। দবিদ্র বালকদিগের শিক্ষার্থ একটী বিদ্যালয, তাঁহার চেষ্টায বিশেষ সাহায্য লাভ কবিয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে সেই বিচারক মহাশযের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, তিনি বলিলেন যে, তিনি এখনও ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ পাঠে নিযুক্ত থাকেন, এবং পার্কারের সেই পুস্তকখানি লোককে পড়িতে দেন। বাস্তবিক, পার্কারের গ্রন্থ যে, লোকের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। যাহা হৃদয় হইতে বাহির হয়, তাহা হৃদয়ে প্রবেশ কবে। উহা লিখিবার সময় তাঁহার হৃদয়ের আবেগ কখন কখন এতদুর প্রবল হইত যে, তিনি তাহা সম্বরণে অক্ষম হইয়া শয্যাব উপর পড়িয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেন।

১৮৪২—৪৩ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে, বন্ধুগণেব অনুরোধে তিনি বোষ্টন নগরে ছয়টী বক্তৃতা করেন। নিকটবর্ত্তী সাতটি নগরেও ঐ সকল বক্তৃতা করিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পার্কারকে তাঁহার যাজকতাপদ হইতে দূরীকৃত করিবার চেষ্টা হইতেছিল। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে স্বর্গীয় অগ্নি জ্বলিতেছিল,

কাহার সাধ্য তাহা নির্ব্বাণ করে? উপাসনালয়ের কার্য্য হইতে তাড়িত হইলে কি করিবেন, তদ্বিষয়ে পার্কার একখানি পত্রে লিখিতেছেন;—"আমি বৎসরের মধ্যে সাত কিম্বা আট মাস জ্ঞানোপার্জ্জনে এবং অবশিষ্ট চারি বা পাঁচ মাস প্রচারকার্য্যে অতিবাহিত করিব। চারিদিকে ভ্রমণ করিব; নগরে ও উপত্যকায়, পথপার্শ্বে ও প্রান্তরপার্শ্বে, যেখানে নর-নারী দেখিতে পাইব, সেখানেই প্রচার করিব। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, উত্তর ও দক্ষিণে গমন করিয়া দেশকে প্রতিধ্বনিত করিব। যে প্রচলিত ধর্ম্ম লোকের বুদ্ধি ও আত্মাকে বিকল করিয়া দিতেছে, তাহা যদি ভূমিসাৎ হইয়া না যায়, তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, আমি যতদূর অনুভব করিয়াছি, উহাতে তদপেক্ষা অধিকতর সত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। দুটি পদার্থ হইতে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত,—লোকভয় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আমি যাহা মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছি, তাহা মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিব। পরমেশ্বরের অনুসরণ করিয়া আমি তাঁহার সত্য প্রকাশ করিব, ফলাফল যাহা হয় হউক।"

এই সময় বোষ্টননিবাসী নাস্তিক ও সংশয়বাদীগণ খ্রীষ্টধর্ম্মবিরোধী টমাস্ পেনের জন্মদিনে তাঁহার স্মরণার্থ সভায় পার্কারকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পার্কার খ্রীষ্টধর্ম্মের কুসংস্কাব নিচযের বিরুদ্ধে খড়্গাহস্ত হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহারা আশা করিযাছিলেন যে, তিনি আহ্লাদের সহিত তাঁহাদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিবেন। কিন্তু রাজনৈতিক মতের সহিত সহানুভূতি থাকিলেও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে টমাস্ পেনের সহিত পার্কারের একতা ছিল না। খ্রীষ্টকে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তি করিতেন। সুতরাং তিনি উক্ত সভায় উপস্থিত হওয়া বিধেয় মনে করিলেন না।

এই সময় ইউনিটেরিয়ান পাদ্রীদিগের এক সভায় পার্কারের সহিত তাঁহাদের অনেক বাক্‌যুদ্ধ হইয়াছিল। একজন সভ্য প্রস্তাব করিলেন যে, থিওডোর পার্কার উক্ত সভার সভ্যপদ পরিত্যাগ করেন। পার্কার ইহাতে অস্বীকার করাতে অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। তাঁহারা বলিলেন যে, বিশ্বব্যাপী এক সাধারণ ধর্ম্মে পার্কার বিশ্বাস করেন, তিনি বাইবেল বর্ণিত অলৌকিক ক্রিয়া সকল (Miracles) বিশ্বাস করেন না, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে আপনাদের দলভুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

পার্কার বলিলেন যে, তিনি তাঁহাদের সভা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে স্বাধীন চিন্তা ও কার্য্যের ক্ষতি করা হইবে বলিয়া উহা করিতে

প্রস্তুত নহেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, কোন ব্যক্তি অলৌকিক ক্রিয়াতে বিশ্বাস না করিলেও তাহাকে খ্রীষ্টিয়ান বলা যাইতে পারে। পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে, পার্কারের মতে, পরমেশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি প্রেমই প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্ম। তাঁহার প্রতিপক্ষগণ তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্মবিরোধী একেশ্বর-বাদীদিগের সহিত এক মতালম্বী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করাতে তিনি তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার কবিলেন। উক্ত প্রকার একেশ্বরবাদীদিগের সহিত একটি গুরুতব বিষয়ে তিনি তাঁহাব মতভেদ প্রদর্শন করিলেন। উক্ত শ্রেণীর একেশ্বরবাদীগণের মতে মনুষ্য আপনাব স্বাভাবিক জ্ঞানবলে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সত্য সকল অবগত হইতে পাবে। তাঁহারা প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু পার্কাব বিশ্বাস কবিতেন যে, প্রত্যেক মনুষ্য আপনার জ্ঞান ও সাধুতার পবিমাণানুসারে পরমেশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।

আর একটি বিষয়ের জন্য পার্কারকে সভাস্থলে আক্রমণ করা হইল। পাঠকগণ সে কথা শুনিলে অবাক্ হইবেন। একজন ধর্ম্মযাজক সুরাপানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেন বলিয়া কয়েকজন সুরাবিক্রেতা তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। পার্কার সেই ধর্ম্মযাজকের পক্ষ সমর্থন করিয়া লেখনী সঞ্চালন করেন। সুতবাং তিনি অবশ্য ঘোরতর অপবাধী; এবং সেই অপরাধের ফল স্বরূপ তাঁহাকে তাঁহার যাজক ভ্রাতৃগণের নিকট তিরস্কৃত হইতে হইল।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর দুই একজন সদাশয় ব্যক্তি পার্কারের সরলতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি আর নয়নজল সংবরণ করিতে পারিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই ঘটনার পর পার্কার তাঁহার জনৈক বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহার কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ দিলাম।

"অনন্ত পরমেশ্বরের সহানুভূতি এবং হৃদয়াভ্যন্তরে তাঁহার প্রসন্নতাসূচক বাক্য ভিন্ন, আমি আর কিছুতে বাঁচিতে পারি না। কিন্তু যখন মানুষের সহানুভূতি পাই, তাহাও আমি আদরের সহিত গ্রহণ করি। সেদিন রাত্রিতে আমি কেন যে অশ্রুপাত করিয়াছিলাম, তাহা আপনার বুঝিতে ভুল হইয়াছে। কোন কঠোর বাক্য শ্রবণে আমি ক্রন্দন করিনাই। তাঁহারা সকলে আমাকে যতক্ষণ ইচ্ছা কটুবাক্য বলিতে পারিতেন, আমি তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিতাম না। যে সকল অনুগ্রহবাক্য আমাকে বলা হইয়া-

ছিল, তাহাতেই আমি ক্রন্দন করিয়াছিলাম। আমি সমস্ত রাত্রি তর্কের উত্তরে তর্ক, আঘাতের প্রতিদানস্বরূপ আঘাত, অসদ্ব্যবহারের বিনিময়ে সদ্ব্যবহার কবিতে পারি; কিন্তু যখনই কোন ব্যক্তি আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমার প্রতি সহানুভূতিসূচক বাক্য ব্যবহার করেন, তখনই আমি স্ত্রীলোক হইয়া যাই। প্রথমেই আমার অনুরোধ করা উচিত ছিল যে, যত ইচ্ছা অপমানবাক্য প্রয়োগ করা হউক, কিন্তু কেহ যেন আমার পক্ষ সমর্থন করিয়া কোন সহানুভূতিসূচক বাক্য ব্যবহার না করেন। আমার আশঙ্কা ছিল, পাছে কেহ প্রথমেই আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। অনেক বিলম্বে উক্ত প্রকার ব্যবহার করা হইয়াছিল বলিযা আমি কৃতজ্ঞ হইয়াছি।"

"প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কথা বলায যে সকল বিপদ আছে, তাহা আমি প্রথম হইতেই জানি। জর্জ ফক্‌স, প্রীষ্টলি, আবিলার্ড ও সেণ্টপলের কথা আমি ভুলি নাই। মনে করিবেন না, আমি এই সকল মহৎলোকের সহিত আমার তুলনা করিতেছি; তবে একটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। তাঁহারা প্রত্যেকে একাকী সকল সহ্য করিয়াছিলেন, আমিও একাকী সহ্য করিতেছি। পল্ বলিয়াছেন যে; প্রথমে তিনি একাকী সকল অত্যাচার বহন করিয়াছিলেন। কিন্তু পলেব অপেক্ষা একজন মহত্তর ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "আমি একাকী নহি; পিতা আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন।" ফলাফল কি হইবে, আমি তাহা ভাবি না। যাহা হউক, আমি কেবল আমার কর্ত্তব্য পালন করিতে চাই। আমার বহির্জীবন যে অন্ধকারময় হইবে, আমার পুবাতন সঙ্গীগণের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি জানি লোকে আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবে, ধর্ম্মযাজকেরা আমাকে ঘৃণা করিবেন। কিন্তু তাহা আমার ভাবিবার বিষয় নহে। আমার অন্তরে গভীর শান্তি রহিয়াছে, ও থাকিবে। সে সন্তোষ ও আরাম আমি বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে অক্ষম। কোন পার্থিব কষ্ট আমাকে এক মুহূর্ত্তের অধিক চঞ্চল কবিতে পাবে না। কোন নৈবাশ্য আমাকে বিষণ্ণ বা পবমেশ্ববেব প্রতি নির্ভববিহীন কবিতে পারে না। আমাব পবিচ্ছদ হইতে যেমন তুষার কণিকা স্খলিত হইযা পড়ে, সেইরূপ আমাব মন হইতে ঐহিক দুঃখ সকল অপসারিত হয। বিগত দুই বৎসব, আমি যেমন সুখে আছি, আমাব জীবনে আমি কখন তেমন সুখে ছিলাম না। কুসংস্কাব বিনাশ ক্লেশকর কার্য্য। কিন্তু সংগঠন কার্য্যেব নিকট, বিনাশ অতি সামান্য ব্যাপার। মনে করিবেন না যে

অনেক লোক আমার বক্তৃতা শুনিতে আসেন বলিয়া আমার অহঙ্কার চরিতার্থ হয়। অনেক লোকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কথা বলিতে হইলে, মানুষকে যেমন বিনম্র হইতে হয়, এমন আর কিছুতে নহে। আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করিতেছি, এই চিন্তাই আমার বহুমূল্য পুরস্কার, এতবড় পুরস্কার আর কি হইতে পারে, জানি না। এতদ্ভিন্ন আমি জানি যে, বিংশতি বা পঞ্চবিংশতি জন বিশ্বাসবিহীন, আশাবিহীন লোকের হৃদয়ে আমার যত্নে ধর্ম্ম-ভাব ও পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস উদ্দীপিত হইয়াছে। জগতের সমুদয় খৃষ্ট ধর্ম্মযাজকগণ আমার বিরুদ্ধে যাহাই কেন বলুন না, বা যাহাই কেন করুন না, এই একটিমাত্র ঘটনায় সে সকলের পূরণ হইয়া যায়। কিন্তু আমি এ সকল কথা বলিতেছি কেন? কেবল আপনাকে বুঝাইবার জন্য যে, কিছুতেই আমার পরাভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। দুই শত বা তিন শত বৎসর পূর্ব্বে আমার কোন কোন পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মের জন্য মস্তক দিয়াছিলেন। আমাকে সেরূপ পরীক্ষায় পড়িতে হইতেছে না। আমি আমার লঘু কষ্ট সহজেই বহন করিতে পারিব।



ষোড়শ অধ্যায়

ধর্ম্মান্দোলন ও পার্কারের জন্য প্রার্থনা।

১৮৫৭ ও ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মার্কিন দেশে বাণিজ্যের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল। দুঃখে না পড়িলে লোক ধর্ম্ম চায় না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যাহারা দুঃখের সময় ধর্ম্মানুরাগী হয়, তাহারা সুখের সময় ধর্ম্মকে ভুলিয়া যায়। অর্থ হানি, দারিদ্র্যের আশঙ্কা-প্রভৃতি কারণে চারিদিকে উপাসনা সভা সকল সংস্থাপিত হইতে লাগিল। পাদরীগণ এই সুযোগ পাইয়া ঘোরতর উৎসাহের সহিত ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্ব্বলচিত্ত কুসংস্কারাচ্ছন্নদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাবের তরঙ্গ উঠিল। দলে দলে প্রচারকগণ, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে ধাবিত হইতে লাগিলেন। গির্জ্জাঘরের দ্বার সমস্ত দিন উন্মুক্ত। গির্জ্জাঘরের চতুঃপ্রাচীরে অনন্ত নরকের ভীষণ চিত্র লম্বমান! বক্তৃতা, চীৎকার, বাদ্যোদ্যম, ক্রন্দন প্রভৃতি ব্যাপারে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যে সকল কুসংস্কার চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়াছে বলিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করিতেন, এক্ষণে সেই সকল আবার নববেশে অভ্যুদিত হইতে লাগিল।

পাদরীগণ খৃষ্টধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবন দিবার জন্য প্রাণগত যত্ন করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই পুনর্জ্জীবন দাতাগণ থিওডোর পার্কার ও তাঁহার প্রচারিত বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, থিওডোর পার্কার সয়তানের একজন চর এবং সয়তানের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই তিনি তাঁহার সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। একজন পুনর্জ্জীবনদাতা পার্কারের বিষয়ে উক্তরূপ বিশ্বাস করিতেন। এক দিবস বিশেষ সুবিধা হওয়াতে তিনি তাঁহার একটী ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা শুনিতে বসিলেন। শুনিতে শুনিতে এতদূর মোহিত হইয়া গেলেন যে, শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চলিয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার মনে এক বিষম সংশয় উপস্থিত হইল;—এরূপ মোহিনী শক্তি পার্কার কোথায় পাইলেন। একটু বিবেচনা করিয়া তিনি এই সমস্যার চমৎকার মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন। মীমাংসাটী এই;—পার্কার সয়তানের চর নহে, স্বয়ং সয়তান। মনুষ্য দেহ লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে; সেইজন্য এত ক্ষমতা। এক-

জন পাদরী ধর্ম্মালয়ে একটী উপদেশ দিয়া উপসংহারকালে বলিলেন,—"থিও-ডোর পার্কারের ন্যায় এরূপ দুষ্ট, ঈশ্বরনিন্দুক রাক্ষস নরক হইতে আর কখন আসে নাই। যিশু খ্রীষ্টের কৃপার জন্য পার্কার অনন্ত নরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হইতেছে না।"

পাদরীরা কত কথা বলিয়া জন সাধারণকে বুঝাইতে লাগিলেন ;—পার্কার সয়তানের চর অথবা স্বয়ং সয়তান, মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ। তথাচ তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার মত ও বিশ্বাস দেশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। সকল স্থানেই তাঁহার বক্তৃতা, সকল স্থানেই তাঁহার খ্যাতি। বক্তৃতা সকল মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া সহস্র সহস্র দেশবাসী কর্ত্তৃক পঠিত হইতে লাগিল। দূর প্রদেশ হইতে লোকে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিয়া যাহা শিক্ষা করিত, ফিরিয়া গিয়া তাহাই মুখে মুখে প্রচার করিত। রাজনীতি, সমাজ ও ধর্ম্ম এই তিন বিষয়েরই সংস্কারক বলিয়া তিনি উচ্চপদাভিষিক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইতে লাগিলেন। অনেক সমাজ সংস্কারক ও জন সাধারণের হিতৈষী ব্যক্তিগণ তাঁহার অনুচর হইলেন।

এই সকল দেখিয়া পাদরীগণ অতিশয় ভীতিগ্রস্ত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, পার্কারের দ্বারা মানবাত্মা সকল নরক পথে ধাবিত হইতেছে। মেষপালের মধ্যে নেকড়িয়া ব্যাঘ্র আসিলে যে প্রকার হয়, তাঁহাদের বিবেচনায়, বোষ্টন নগরে পার্কাবের অবস্থিতি সেইরূপ আশঙ্কার কারণ হইয়াছিল। পাদরীগণ এতদূর ভয় পাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, হয় পার্কারের মন পরিবর্ত্তিত হউক, নতুবা তাঁহার মৃত্যু হউক। যদি তাঁহারা পার্কারকে হত্যা করিতে পারিতেন তাহাহইলে তাঁহাদের সকল দুঃখ মিটিয়া যাইত। ততদুর করিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু মানুষ যাহা করিতে পারে না পরমেশ্বর তাহা পারেন, সুতরাং তাঁহারা সংকল্প করিলেন যে, থিওডোর পার্কারকে পৃথিবী হইতে শীঘ্র শীঘ্র লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার নিকটে প্রর্থনা করিবেন।

নানা স্থানে উপাসনা সভায় পার্কারের জন্য প্রার্থনা হইতে লাগিল। তন্মধ্যে একটী বিশেষ সভার বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল। ১৮৫৮ সালের মার্চ্চ মাসের ষষ্ঠ দিবসে বোষ্টন নগরে পার্কারভীতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছিলেন। সভা হইবার জন্য

যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল তাহাতে লিখিত ছিল যে "বিখ্যাত নাস্তিক থিওডোর পার্কারের মত পরিবর্ত্তন জন্য প্রার্থনা হইবে।"* পার্কারের একজন বন্ধু উক্ত প্রার্থনাসভা দেখিতে গিয়াছিলেন। সংক্ষেপে লিখিবার বিদ্যায় (Phonography) তিনি পারদর্শী ছিলেন বলিয়া সমুদায় প্রার্থনাগুলি লিখিয়া আনিতে পারিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে কয়েকটী প্রার্থনার অনুবাদ দিলাম।

"হে প্রভো! যদি এই ব্যক্তি তোমার অনুগ্রহের পাত্র হয়, তাহাহইলে তাহার মন ফিরাইয়া দাও, এবং তোমার প্রিয় পুত্রের রাজ্যে তাহাকে লইয়া আইস। কিন্তু যদি সে ব্যক্তি সুসমাচারের (Gospels) মুক্তিপ্রদ শক্তির বাহিরে থাকে তাহাহইলে তাহাকে অপসারিত কর এবং লোকের মধ্যে তাহার যেরূপ ক্ষমতা ব্যাপ্ত হইয়াছে তাহা তাহার সঙ্গে বিনষ্ট হউক।"

"হে প্রভো! অদ্য অপরাহ্ণে সে ব্যক্তি যখন চিন্তা বা রচনাদি করিবে,— কল্য প্রাতঃকালের জন্য (শনিবার অপরাহ্ণে প্রার্থনা হইতেছিল) প্রস্তুত হইবে তখন তুমি তাহা সম্পন্ন করিতে দিবে না। কিম্বা যদি সে কল্য বক্তৃতা করিয়া তোমার পবিত্র দিনকে অপবিত্র করিতে চেষ্টা করে, প্রভো! তুমি সেখানে গমন করিও এবং এমনি করিয়া তাহার বুদ্ধির ভুল উৎপাদন করিয়া দিও, যেন সে আর কথা বলিতে না পারে।"

"প্রভো! আমরা জানি যে আমরা তাহাকে তর্কে পরাস্ত করিতে পারি না। আমরা তাহার বিরুদ্ধে যত কথা বলি লোকে ততই তাহার নিকট গমন করে, ততই তাহাকে ভাল বাসে ও ভক্তি করে। হে প্রভো! যদি তুমি এই বিষয়টী এবং আরও কয়েকটী বিষয় নিজের হাতে না লও, তাহাহইলে বোষ্টনের দশা কি হইবে?"

"হে প্রভো! যদি এই ব্যক্তি ক্রমাগত প্রকাশ্যে বক্তৃতা করিতে থাকে, তাহাহইলে তুমি শ্রোতাদিগকে এমন মতি দাও যে, তাহারা পার্কারের উপাসনালয়ে না গিয়া সকলে এই স্থানে আসে।"

"হে প্রভো! তুমি ঐ অবিশ্বাসীর নিকট যাও। সে ব্যক্তি টার্সস্ নিবাসী সলের ন্যায় ধর্ম্ম সমাজের উপর অত্যাচার করিতেছে। তুমি সলের

* Prayer for the conversion of the notorious infidel Theodore Parker.

নিকট যেরূপ করিয়া ছিলে, সেইরূপ এই ব্যক্তির সম্মুখে একটা আলোক প্রকাশিত কর। সেই আলোক দেখিয়া কম্পিত কলেবরে সে ভূমিতলে পতিত হইবে। যে ধর্ম্মবিশ্বাসকে বিনাশ করিবার জন্য সে এতদিন পরিশ্রম করিয়াছে, তাহাকে সেই বিশ্বাসের সমর্থনকারী কর।"

একজন বিশ্বাসী দাঁড়াইয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণকে এই উপদেশ দিলেন যে, তাঁহারা সকলে পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করুন যে, তিনি যেন পার্কারের চোয়ালে একটা হুক বিদ্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে সে আর বক্তৃতা করিতে পারিবে না।

আর একজন বিশ্বাসী উঠিয়া ভ্রাতৃগণকে এই অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহারা যে যেখানেই কেন থাকুন না, কোন কার্য্যেই লিপ্ত থাকুন বা রাস্তা দিয়াই চলিয়া যান, ঘড়িতে ঠিক্ একটা বাজিলে যেন থিওডোর পার্কারের জন্য প্রার্থনা করেন।

এই সকল আন্দোলনের কথা শুনিয়া ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন সম্বন্ধে পার্কার তাঁহার ধর্ম্মালয়ে দুটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তন্মধ্যে একটী বক্তৃতার কিয়দংশের অনুবাদ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম।

"ধর্ম্মযাজকগণ বলিতেছেন যে, প্রার্থনার উত্তরে ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন হইবে। সমুদ্রনিম্নবর্ত্তী তাড়িতবার্ত্তাবহের তার যেমন প্রার্থনাদ্বারা ইউরোপ হইতে আমেরিকায় আসিবে না, সেইরূপ উহাও আসিবে না। ধার্ম্মিক ব্যক্তির হৃদয়প্রসূত শুভকর কার্য্যে;—মস্তিষ্কের কার্য্যই হউক বা হস্তের কার্য্যই হউক;—অনেক ফল হয়। পরমেশ্বরের সম্মুখে বৃথা বকিলে, কতক্‌গুলি কথামাত্র উচ্চারণ করিলে, যাহা আমার কার্য্য তাহা তাঁহাকে করিতে বলিলে প্রার্থনা হয় না। আমার হৃদয়ের গভীরতম স্থানে আমিও প্রার্থনায় বিশ্বাস করি, নতুবা আমি আমার মনুষ্যত্ব এবং যে দেবত্ব আমার উপরে ও চতুঃপার্শ্বে রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিতাম। আমিও প্রার্থনায় বিশ্বাস করি। প্রার্থনা, অনাদি পুরুষকে পাইবার জন্য আত্মার অভ্যুত্থান। তদ্দ্বারা আমি আমার উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সংসাধন করি; কিন্তু হে অপরিবর্ত্তনীয়! তোমার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারি না; কেন না তুমি অনাদি কাল হইতে পূর্ণ। প্রার্থনাদ্বারা আমি আমার আত্মাকে অনন্ত সত্তায় মিশ্রিত করি। তখন আমি আমার অপরাধ, নীচতা, আলস্য ও ভীরুতার জন্য লজ্জিত হই। পুষ্পকুল ক্ষুদ্র দলগুলি উন্মুক্ত করিলে সূর্য্য কিরণ যেমন তন্মধ্যে প্রবেশ করে,

সেইরূপ, প্রার্থনাদ্বারা ধর্ম্মবল স্বতঃই আসিয়া আমার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। তখন আমি দেখিতে পাই যে, যে ব্যক্তি প্রার্থনার সাহায্য লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া যায়, সে নিশ্চয়ই উপযুক্ত ফললাভ করিয়া আনন্দ করিতে করিতে ফিরিয়া আসে।"

খৃষ্টীয় উপধর্ম্ম গ্রহণের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া একজন ভদ্র মহিলা পার্কারকে একখানি অনুরোধপত্র লিখিয়াছিলেন। পার্কার তাহার উত্তরে বলেন যে, "যে সকল লোক আমাকে স্বমতে আনিবার জন্য চেষ্টা কবিতেছেন, তাঁহারা আমাকে পবমেশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য, অথবা তিনি মনুষ্যের দেহ মনে যে সকল স্বাভাবিক নিযম লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা প্রতিপালন করিবাব জন্য উপযুক্ত উপদেশ দিতে যত্ন কবেন না। তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তকে যে মত লেখা আছে, যাহাতে সেইমত আমি গ্রহণ কবি, এবং তাঁহাদের ধর্ম্মসমাজের সভ্য হই, সেই জন্যই তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন। পার্কার বলিতেন যে,লোকে তাঁহার মতপরিবর্ত্তন জন্যই ব্যস্ত, তিনি যাহাতে ভাল লোক হইতে পারেন তজ্জন্য কেহই চেষ্টা করেন না।



সপ্তদশ অধ্যায়।

ইয়োরোপ যাত্রা ও বিদায়সূচক বক্তৃতা।

পার্কার যে সময়ে ধর্ম্মযাজকের কার্য্যে প্রবেশার্থী হইয়াছিলেন, সেই সময়েই ডি ওয়েটের লিখিত পুরাতন বাইবেল সম্বন্ধীয় একখানি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুবাদ কার্য্য শেষ হইলে, তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন। এই কার্য্যে তাঁহাকে অতিশয় পরিশ্রম ও অবস্থাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

অনেক দিন হইতে নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে তিনি অতিশয় শ্রান্ত ও ক্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন। বহুকাল অবধি তাঁহার ইয়োরোপ পরিভ্রমণের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সাংসারিক অবস্থা যে প্রকার, তাহাতে এরূপ ব্যয়সাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করা কখনই সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার এক জন বন্ধু তাঁহাকে প্রয়োজনীয় অর্থ দান করাতে, তিনি মনোরথ পূর্ণ করিতে সক্ষম হইলেন। কে সেই বন্ধু, পার্কারের চরিতাখ্যায়কেরা জানিতে পারেন নাই। তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে এইমাত্র লিখিত আছে যে, কোন বন্ধু তাঁহাকে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। "তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহা করে, বাম হস্ত যেন তাহা জানিতে না পারে।"

ইয়োরোপ ভ্রমণে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে, পার্কার তাঁহার সমাজের উপাসক-মণ্ডলীর সম্মুখে যে বিদায়সূচক বক্তৃতা করেন,আমরা তাহার কয়েকটী স্থানের মর্ম্মানুবাদ দিলাম। ধর্ম্মযাজকদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যের ব্যাখ্যা করিয়া পার্কার বলিতেছেন ;—"ধর্ম্মযাজকদিগের দুটি বিপদ আছে ; প্রথম, তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে, তাঁহাদের মতে কোন ভ্রম থাকিতে পারে না। তাঁহাদের মস্তিষ্ক হইতে যে সকল খেয়াল বাহির হয়, অনাদি অনন্ত সত্যের পরিবর্ত্তে তাহাই শিক্ষা দেন। সংক্ষেপতঃ অতিরিক্ত আত্মনির্ভর বশতঃ তাঁহারা ভ্রমে পড়েন। যে স্থলে অন্যের অনুসরণ করা উচিত, সে স্থলে তাঁহারা নিজে নেতা হইতে চান। দ্বিতীয় বিপদ এই যে, তাঁহাদের নিজের সম্প্রদায় বা সর্ব্ব সাধারণ লোকের যাহা মত, তাহাই তাঁহারা সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী স্থানের লোক, অথবা সর্ব্ব সাধারণে যাহা অনুষ্ঠান করে, তাহাই তাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম। তাঁহারা উপস্থিত সময় ও স্থানের শব্দ সক-

লের প্রতিধ্বনি করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। এ প্রকার লোকদিগের শক্তি, স্বাধীনতা, আত্ম-সম্ভ্রম কিছুই থাকে না। তাঁহারা মানুষ থাকেন না, জড়বস্তু হইয়া যান। এরূপ ধর্ম্মাচার্য্যদিগের বিদ্যা ও ক্ষমতা থাকিতেও তাহা কোন উপকারে আসে না। তাঁহারা অসত্যের প্রচারক হইয়া পড়েন, নিজে অন্ধ হইয়া অন্যান্য অন্ধদিগকে পরিচালিত করেন, এবং ধনবান্ ব্যক্তিদিগের বাটীতে আহার করিয়া বেড়ান। * *

পার্কার তাঁহার প্রচারপ্রণালীর কথা বলিয়া, অবশেষে তিনি যে সকল সত্য প্রচার করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে বলিতেছেন ;—

"আমি প্রদর্শন করিয়াছি যে, ঐ সকল ভাব নিশ্চয়ই পরিশেষে জয়লাভ করিবে ; কেননা ঐ সকল ভাব স্বয়ং পরমেশ্বরের। পরমেশ্বর জড় ও আত্মা উভয়ের মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে নিরন্তর স্থিতি করিয়া কার্য্য করিতেছেন। জড় ও আত্মা যে সকল নিয়মে চলিতেছে, তাহা পরমেশ্বরের কার্য্যপ্রণালী মাত্র। আমি প্রদর্শন করিয়াছি যে, এ জগতে কোথাও অদৃষ্ট নাই ; বিধাতা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছেন। এই জড়জগৎ পরমেশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র মনুষ্যজাতি এবং বিশেষভাবে প্রত্যেক মনুষ্য, স্বাভাবিক শক্তি ও তাহার ব্যবহারের পরিমাণ অনুসারে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে। আমাদের স্বর্গীয় পিতার কর্ত্তৃত্বাধীনে জগতের সকল ঘটনা হইতেই মঙ্গল উৎপন্ন হইবে। ইহা আমরা বুদ্ধিদ্বারা ভাল বুঝিতে পারি না ; কিন্তু আমাদের হৃদয় ও ধর্ম্মবুদ্ধি ইহার পূর্ব্বাভাস প্রদান করে। হৃদয় ও ধর্ম্মবুদ্ধি বলিয়া দেয় যে, ইহজীবন আমাদের সমগ্র জীবনের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র ; এবং ইহজীবনে যে সকল কষ্টভোগ করিতে হয়, তাহা হইতে উচ্চতর মঙ্গল উৎপন্ন হইবে।"

"কোন গ্রন্থ, মনুষ্য বা কোন ধর্ম্মসমাজের মত বলিয়া এই সকল কথা সত্য, আমি এরূপ ভাবে কখন সত্য প্রচার করি নাই। উহাদিগের সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমি গবেষণা, যুক্তি ও সহজ জ্ঞানকেই অবলম্বন করিয়াছি।" * *

যদি অন্যান্য লোকের ন্যায় তাঁহার সমাজের উপাসকমণ্ডলী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন,তাহা হইলে তিনি কি করিবেন,স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে তিনি বলিতেছেন ;—

"আমি শারীরিক পরিশ্রম করিয়া আমার অন্ন সংগ্রহ করিতে পারি। আমি অনেক প্রকার শিল্প ব্যবসায় জানি। ইহা সম্ভবপর যে, আমার মস্তকের

অপেক্ষা আমার হস্ত উৎকৃষ্টতর শিক্ষালাভ করিয়াছে। লোকে আমার মুখ বন্ধ করিতে পারিবে, এরূপ আমি কখন ভাবি নাই। কোন সত্য যদি সাধারণের অপ্রিয় হয়, তবে সেই জন্যই তাহা সহস্র রসনায় প্রচার করা আবশ্যক। যদি আপনারা আমার কথা শুনিতে অস্বীকার করিতেন, তাহা হইলে আমি এই প্রকার প্রণালীতে কার্য্য করিতাম;—যাহাতে অর্থ উপার্জ্জিত হয়, এমন কোন কার্য্যে বৎসরের মধ্যে ছয় কিম্বা আট মাস যাপন করিতাম; এবং সত্য, সাধারণের অপ্রিয় হইলেও, অবশিষ্ট কয়েক মাস দেশের সর্ব্বত্র গমন করিয়া তাহা প্রচার করিতাম। কোন ধর্ম্মালয়ে আমার স্থান না হইলে, আমি কোন স্কুলগৃহে, গোলাবাড়ীতে বা উন্মুক্ত আকাশের নিম্নে, যে কোন স্থানে কথা বলা যায় ও শুনা যায়, দাঁড়াইয়া সত্যপ্রচার করিতাম। * *

"আমি কি বলিব? আমি কি বিশ্বস্তরূপে আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারিয়াছি? আমার নিজের বিচার নিজে করিতে পারি না। যেমন কোন কোন বিষয়ে আশাতীত ফললাভ করিয়াছি, সেইরূপ আবার কোন কোন বিষয়ে যাহা আশা করিযাছিলাম, তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প ফল পাইয়াছি। আমি আপনাদের হৃদয়ের উপকার করিতে পারিযাছি কি না ও তদ্দ্বারা আপনাদের জীবন ভাল হইয়াছে কি না, ইহা আপনারাই বলিতে পারেন। যদি আমি আপনাদের সত্যানুরাগ বৃদ্ধি করিয়া থাকি, কর্ত্তব্যের উজ্জ্বলতর জ্ঞানলাভে যদি আমি আপনাদিগের সাহায্য করিয়া থাকি, জীবনের ভাব সকল ভাল করিয়া বহন করিতে, মনুষ্য ও পরমেশ্বরকে ভালবাসিতে, পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিতে, সংসার যে শান্ত-ভাবকে বিচলিত করিতে পারে না, এরূপ শান্তভাবে ও ভক্তির সহিত তাঁহার উপর নির্ভর করিতে সক্ষম করিয়া থাকি, যদি মহৎ চরিত্র ও পারমার্থিক জীবন লাভের ইচ্ছা আপনাদের হৃদয়ে উদ্দীপিত করিতে সাহায্য করিয়া থাকি, তাহা হইলেই আমি অনুভব করিতে পারি যে, আমার পরিশ্রম বৃথা হয় নাই। * * * *

"ছয় বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের প্রার্থনা একত্রে মিশ্রিত হইয়াছে। * * এই সামান্য গৃহ, এই সকল মুখমণ্ডল স্মরণ করিয়া যেমন আমার চক্ষে জল আসিবে, সেইরূপ আমার হৃদয়েও অল্প আনন্দ হইবে না। পরমেশ্বর আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদ ও রক্ষা করুন; তাঁহার মুখজ্যোতি আপনাদের নিকট প্রকাশ করুন। জ্ঞান আপনাদিগকে পরিচালিত করুক; ধর্ম্ম চিরদিন আপনাদের দৈনিক জীবন হউক।"

পার্কারের ইউরোপ ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি? শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ, গবেষণা ও চিন্তা। যে সকল সুসভ্য জাতির ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, স্বচক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের সকল বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য; ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন প্রকার রাজ্যশাসন প্রণালীর অধীনে, বংশ-পরম্পরায় বাস করাতে তাঁহাদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে কি প্রকার বিভিন্নতা উৎপন্ন হইয়াছে, প্রত্যক্ষ করিবার জন্য; পুলিশের সাহায্য লইয়া যে সকল ধর্ম্মপ্রণালী সংরক্ষিত হয়, জাতীয় চরিত্রে সেই সকলের ফল অনুভব করিবার জন্য; সর্ব্ব প্রকার স্বাধীনতা ও দাসত্বের ফলাফল নির্ণয় করিবার জন্য; আমেরিকাকে ইয়োরোপ কি শিক্ষা দিতে পারে জানিবার জন্য; প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তিদের সহিত আলাপ ও মানবজাতির উন্নতিসাধন সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রণালীর সহিত পার্কারের নিজের প্রণালীর তুলনা করিবার জন্য; কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া ধর্ম্মবিজ্ঞানের পুনরালোচনা ও ভবিষ্যতের কার্য্যপ্রণালী স্থির করিবার জন্য, তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশে এক বর্ষকাল অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের নবম দিবসে নিউইয়র্ক নগর হইতে তিনি ইয়োরোপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার সমভি-ব্যাহারিণী হইলেন। কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু অর্ণবপোত পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া কতকগুলি পুষ্প ও ফল বিদায়সূচক উপহার স্বরূপ প্রদান পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অর্ণবপোত পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে আমেরিকার উপকূল অদৃশ্য হইয়া গেল। পার্কার সামুদ্রিক পীড়ায় ক্লেশ পাইতে লাগি-লেন। কিন্তু তাঁহার নিজের কষ্ট, তাঁহাকে অন্যের দুঃখ চিন্তা হইতে বিরত করিতে পারে নাই। যে সকল দরিদ্র ব্যক্তিরা অত্যন্ত অসুবিধা ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া জাহাজের ডেকে গমন করিতেছিল, তাহাদের অবস্থা দেখিয়া পার্কারের মনে যারপর নাই সহানুভূতির সঞ্চার হইল।

যাহারা অধিকতর সাংসারিক সুখভোগ করে, তাহারা যে সে প্রকার সুখ-ভোগ করিবার যোগ্য ব্যক্তি, পার্কার এরূপ মনে করিতেন না। তিনি তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে এইরূপ লিখিয়াছেন;—

"সম্মুখের ডেকে যে একশত ষাট জন দুর্ভাগ্য দরিদ্র লোক গমন করিতেছে, তাহাদের কোন সুখই নাই। কিন্তু ক্যাবিনের ত্রিশ জন পরম সুখে রহিয়াছে।

অরণ্যের মধ্যে যেমন সিংহ, বন্যগর্দ্দভকে গ্রাস করে, এ সংসারের ধনবানের সেইরূপ দরিদ্রদিগকে গ্রাস করিতেছে। হায়! এ কথা সর্ব্বত্রই শ্রুত হওয়া যায়। প্রধান প্রধান নগরে আমাদিগের কর্ণে ইহা প্রতিমুহূর্ত্তে বজ্রধ্বনিতে বলা হয়। কিন্তু অল্প স্থানের মধ্যে বলিয়া জাহাজে ইহা অধিকতর পরিষ্কাররূপে প্রতীতি করা যায়। এই ভয়ঙ্কর সামাজিক অমঙ্গল নিরাকরণের অবশ্য কোন উপায় আছে। সে উপায় কি?"

পার্কার তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে এই স্থলে অনেক প্রকার উপায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি অবশেষে বলিতেছেন;—"জনসমাজে এই অমঙ্গল অতি গভীররূপে বদ্ধমূল হইয়াছে। যদি জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের যোগ হয়, এবং ধর্ম্ম মনুষ্যের জীবনে পরিণত হয়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে এই অমঙ্গল দূরীভূত হইবে, আশা করিতে পারি। আমি এই ক্ষেত্রে কার্য্য করিবার সংকল্প করিয়াছি।"

"আমি এখন এক বর্ষকাল বিদেশভ্রমণে যাপন করিব। এ বৎসর আমার খাদ্য, পরিচ্ছদ, আমার লিখিবার কাগজ পর্য্যন্ত কিছুই আমি নিজে উপার্জ্জন করিব না। সুতরাং আমি যতগুলি আলু আহার করিব ও যত মাইল পথ ভ্রমণ করিব, পৃথিবীর নিকট আমি সেই পরিমাণে ঋণগ্রস্ত হইব। এই ঋণ আমি কেমন করিয়া পরিশোধ করিব? দেশে ফিরিয়া আসিয়া অসাধারণ পরিশ্রমদ্বারা এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। আমি নিম্নলিখিত কার্য্য সকল করিবার আশা করিতেছি;—

"পানদোষ নিবারণ; সাধারণ শিক্ষা; যাহাতে দুর্ব্বলদিগকে ক্ষমতাশালীদিগের দাসত্ব না করিতে হয়, এপ্রকার সামাজিক পরিবর্ত্তন।

ধর্ম্ম মানবপ্রকৃতির অন্তর্গত; ভক্তি ও নীতি, এই দুই লইয়াই ধর্ম্ম; একটি অন্তরের ভাব, আর একটি বাহিরের কার্য্য; ধর্ম্মজ্ঞান এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ; ইহা প্রদর্শন করিতে হইবে।

তিনি কয়েকখানি ঐতিহাসিক ও খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করিবেন, স্থির করিলেন। এতদ্ভিন্ন ভবিষ্যতে বক্তৃতা করিবেন বলিয়া, সপ্তত্রিংশৎটি বিষয় ও তাহার প্রত্যেকটির ভাব সকল সংকেতে লিপিবদ্ধ করিলেন।

সমুদ্র পার হইতে পঞ্চবিংশতি দিবস অতিবাহিত হইল। লিভারপুল নগরে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাবতীয় বিষয় দর্শন ও অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পরম সুন্দর উপাসনালয় সকল দর্শন করিয়া প্রীতিলাভ করি-

লেন। কিন্তু তিনি দৈনন্দিনলিপিতে লিখিয়াছেন ;—“আমি মনে করি, মনুষ্য দুই প্রকারে পরমেশ্বরের সম্মান করিতে পারে। মার্ব্বেল প্রস্তর ও মস্‌লাদ্বারা এক প্রকার ; এবং পরোপকার ও দৈনিক কর্ত্তব্যসাধন দ্বারা অন্য প্রকার। আমি কবির ন্যায় সৌন্দর্য্য ভালবাসি। কিন্তু আমার, নিয়ম এই যে, অগ্রে খাদ্য তার পর ছবি।” তিনি লিভারপুলের জাহাজ নির্ম্মাণ স্থান সকল বিশেষ আগ্রহের সহিত দর্শন করিলেন। তিনি লিভারপুল হইতে মাঞ্চেষ্টরে গমন করিলেন। ক্রমওয়েল যে গির্জাঘরে আপনার সৈন্য রক্ষা করিয়াছিলেন, ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দে যাহার নূতন অংশ নির্ম্মিত হইয়াছিল, পার্কার সেই চারিশত বৎসরের উপাসনা স্থান ভক্তির চক্ষে দর্শন করিলেন।

এখানে জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত, অধ্যাপক নিউম্যান্ সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি নিউম্যানের বাটীতে অনেকবার গমন করিয়াছিলেন। এক দিবস তাঁহারা একজন ভদ্রলোকের বাটীতে একত্রে আহার করিয়াছিলেন। যে সকল বিষয়ে তাঁহাদের পরস্পর কথোপকথন হইয়াছিল, পার্কার তাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। নিউম্যানের পাণ্ডিত্য দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। প্লেটো প্রভৃতির রচিত গ্রীস দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি, এবং উক্ত দেশের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধীয় কোন কোন প্রয়োজনীয় তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছিল। “পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা।”

মাঞ্চেষ্টর পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডের আরও কয়েকটি স্থানে পুরাবৃত্ত বর্ণিত বিষয় সকল দর্শন পূর্ব্বক, পরিশেষে এভন্ তীরবর্ত্তী মহাকবি সেক্স-পিয়রের জন্মস্থানে উপনীত হইলেন। তিনি আমেরিকার জনৈক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন ;—“সেক্সপিয়র যে ঘরে জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন, আমি সেখানে গিয়াছিলাম। আমি তাঁহার সমাধির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছিলাম। আমার হৃদয়ে যে কি প্রকার ভাবের উদয় হইয়াছিল তুমি তাহা বুঝিতে পার।”

পার্কার তৎপরে বিদ্যালোচনার প্রাচীন স্থান, ইংলণ্ডীয় নবদ্বীপ অক্স-ফোর্ড নগরে উপস্থিত হইলেন। প্রাচীন অট্টালিকা, মনোহর চিত্রপট, জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থ, তাঁহাকে আনন্দ দান করিতে লাগিল। যে সকল গ্রন্থ আমেরিকায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বড্‌লিয়ান্ পুস্তকালয়ে তিনি সেই সকল গ্রন্থ যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন ও পরীক্ষা করিলেন। এই সময়ে অক্সফোর্ড নগরে কতকগুলি লোক খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশুদ্ধতা ও জীবন সঞ্চারের চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া পার্কার

সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখানকার দুইজন প্রকৃত সাধু পুরুষের বিষয়ে পার্কার তাঁহার জনৈক বন্ধুকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই,— এখানে ডাক্তার নিউম্যান্ * বিবেকের আদেশে প্রচুর ধনাগম পরিত্যাগ করিয়াছেন। ডাক্তার পুসি (Dr Pusey) ইংলণ্ডের এক প্রাচীনতম বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডাধিপতি ক্যানিউট্, ইহাঁর কোন পূর্ব্বপুরুষকে এক সুবর্ণময় শৃঙ্গ প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি তাহা যত্নপূর্ব্বক রাখিয়াছেন। ইনি গাড়ীর বাহিরে বসিয়া যান, অতি সামান্য দ্রব্য আহার করেন, এইরূপ কষ্ট করিয়া যে অর্থ উদ্বৃত্ত হয়, তাহা দরিদ্রদিগকে দান, ধর্ম্ম ও জ্ঞানপ্রচার প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয় করেন। তিনি বলেন যে, যাহার অবস্থা ভাল, তাহার আয়ের চতুর্থাংশ পরোপকারার্থ ব্যয় করা উচিত। তিনি কার্য্যেও তাহা করিয়া থাকেন।

* ইনি অধ্যাপক নিউম্যান্সের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ইয়োরোপ ভ্রমণ।

পার্কার লণ্ডননগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি এখানে টমাস্ কার্লাইলের সঙ্গে দুইবার সাক্ষাৎ করিলেন। তন্মধ্যে একবার তাঁহাব সহিত একত্রে চা পান করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যাবেজ্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ব্যাবেজ্ সাহেব একটী অদ্ভুত যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহা চালাইলে আপনা আপনি অঙ্ক কসা হয়। পার্কাব তাঁহাব সহিত একত্রে আহার করিলেন, এবং তাঁহার নির্ম্মিত যন্ত্রাদি দর্শন করিযা আশ্চর্য্য হইলেন।

তিনি লণ্ডন হইতে পারিস নগরে আগমন করিলেন। এখানে প্রসিদ্ধনামা দার্শনিক পণ্ডিত ভিক্টর কুজানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

পারিস হইতে লাযান্স্ নগরে উপস্থিত হইলেন। প্রাচীন কালে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বনেব জন্য অনেক বিশ্বাসী ব্যক্তিকে এই স্থানে প্রাণ দিতে হইযাছিল। যে সকল সাধু বিশ্বাসের জন্য হত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের স্তূপাকার অস্থিরাশি সমাহিত রহিযাছে দেখিযা পার্কার ভাবিলেন যে, পূর্ব্বকালের তুলনায় এখনকার লোককে ধর্ম্মের জন্য কত অল্প স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। যে সকল স্থানে অনাহাবে ও অশেষ যন্ত্রণাপ্রদ যন্ত্রের সাহায্যে সাধুদিগকে হত্যা করা হইত, পার্কার ভক্তির চক্ষে সেই সকল স্থান দর্শন করিলেন; তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্মানল প্রবলভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

তৎপরে আব কযেকটি প্রধান নগর ভ্রমণ করিযা ইটালির অন্তর্গত ফ্লরেন্স নগরে উপস্থিত হইলেন। উক্ত নগরের কোন ধর্ম্মমন্দিরে, সত্যের জন্য উৎপীড়িত ও নির্ব্বাসিত মহাত্মাদিগের সমাধি দর্শন করিলেন। বিজ্ঞান-জগতের উজ্জ্বল রত্ন গালিলিও এই স্থানেই সমাহিত হইয়াছিলেন। পার্কার দেখিলেন যে, তাঁহার সম্মানার্থ অতি সুন্দর সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এস্থলে একটি চমৎকার কথা এই যে, যে সকল ব্যক্তি গালিলিওকে মৃত্তিকার নিম্নস্থ অন্ধকারময় কারাগারে বন্দী হইয়া থাকিবার দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাসস্থান এই স্থানেই ছিল। যাঁহারা সত্যের জন্য অবমানিত, উৎপীড়িত ও অনেক স্থলে হত হন, মৃত্যুর পরে তাঁহারাই প্রভূত সম্মান লাভ করেন। জগতের ইতিহাস এ প্রকার অসংখ্য দৃষ্টান্তে পূর্ণ।

পার্কার এখান হইতে আর একটি নগর হইয়া বিসুবিয়স্ নামক সুপ্রসিদ্ধ আগ্নেয় পর্ব্বত দর্শনার্থ গমন করিলেন। তিনি পর্ব্বতের অত্যন্ত উচ্চ প্রদেশে উঠিয়াছিলেন। যে গহ্বর হইতে ক্রমাগত ধাতু নিঃস্রব নিঃসৃত হইতেছে, তিনি তাহার এতদূর নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন যে, কয়েক খণ্ড উৎক্ষিপ্ত ধাতু নিঃস্রব তাঁহার স্কন্ধদেশে লাগিয়াছিল। এখান হইতে তিনি প্রাচীনকালের অসাধারণ বাগ্মী সিসিরো, এবং কবিবর হরেসের জন্ম স্থান দর্শন করিতে গমন করিলেন। কিম্বদন্তী অনুসারে যেখানে মহাকবি বর্জিল্ সমাহিত হইয়াছিলেন, সে স্থানটীও দর্শন করিলেন।

প্রাচীনকালে হরকুলেনিয়ম্ ও পম্পিয়াই নামে পরস্পর নিকটবর্ত্তী ইটালি দেশের দুটি প্রধান নগর ভয়ঙ্কর ভূকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত নিবন্ধন পৃথিবীগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। খ্রীষ্টের জন্মের উনআশি বৎসর পরে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। নগর দুটি সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল; চিহ্নমাত্র ছিল না। এমন কি, কালক্রমে এরূপ হইয়াছিল যে, নগর দুটি যে কোথায় ছিল, কেহ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিত না। কিছুকাল হইল এই দুটি নগর আবিষ্কৃত ও মৃত্তিকা খনন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত মৃত্তিকা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, এমন সুন্দররূপে পরিষ্কার করা হইয়াছে যে, নগর দুটি দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেমন অবস্থায় ছিল, এখনও প্রায় সেই প্রকার অবস্থাতেই রহিয়াছে। অট্টালিকা নিচয়,—গৃহস্থের গৃহ, আপণ শ্রেণী, বাণিজ্যাগার, নাট্যশালা দুই সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে যেমন ছিল এখন প্রায় সেইরূপ বর্ত্তমান। হঠাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবার সময় নগরবাসী প্রত্যেক ব্যক্তি যে ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল, বা যে কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, এখন তাহাদের কঙ্কালের অবস্থান দর্শন করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। পার্কার নবাবিষ্কৃত এই দুই প্রাচীন নগর পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, এবং নগর মধ্যস্থ অনেক স্থানের ছবি স্বহস্তে অঙ্কিত করিয়া লইলেন।

তৎপরে পার্কার ইউরোপীয় বারাণসী রোমনগরে উপস্থিত হইলেন। রোমের প্রাচীন গৌরব স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কতকগুলি বিষয় দর্শন করিয়া পার্কার প্রাতঃস্মরণীয় সেণ্টপলের বাসস্থান দেখিতে গমন করিলেন। তিনি তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন যে, পলের বাসস্থানে বসিয়া পলের লিখিত পত্র সকল (*Epistles*) পাঠ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল।

পার্কার সপরিবারে পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অভ্রান্ত গুরু ও অভ্রান্ত শাস্ত্রের প্রধান প্রতিবাদকারী থিওডোর পার্কারের সহিত অভ্রান্ত পোপের সাক্ষাৎকার একটি চমৎকার ঘটনা বটে! আরও কয়েকজন মার্কিন-বাসী, পার্কারের সহিত পোপের সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন। প্রায় কুড়ি মিনিটকাল তাঁহারা তথায় ছিলেন। রোমনগরের তৎকালীন অবস্থা, আমেরিকায় প্রচলিত ইংরেজী ভাষা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে পোপ তাঁহাদিগের সহিত কথা কহিলেন।

পার্কার কলিসিয়ম দর্শন করিলেন। উহা প্রাচীন কালের একটি আশ্চর্য্য পদার্থ। চতুঃপার্শ্বে সুগঠিত গ্যালারিতে বিলাসমগ্ন ধনশালী রোমান বাবুগণ উপবিষ্ট হইতেন এবং তাঁহাদের পশ্চাৎ কৌতূহলাবিষ্ট সাধারণ লোক আসিয়া আসন গ্রহণ করিত। রোম্যান প্রভুদিগের অলঙ্ঘনীয় আদেশে মধ্যস্থলে দুর্ভাগ্য দাসগণ, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুগণের সঙ্গে মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত; এবং পরিশেষে হিংস্র জন্তুর হস্তে তাহাদিগকে প্রাণ দিতে হইত। এই রোম-হর্ষণ নিষ্ঠুর কাণ্ড রোমানদিগের একটি বিশেষ আমোদের বিষয় ছিল।

কাথলিক্ খৃষ্টিয়ানগণ এই স্থানটিকে তাঁহাদের বিশ্বাসানুসারে উৎসর্গ করিয়াছেন। পার্কার এই স্থান সম্বন্ধে বলিযাছেন;—"প্রবেশ দ্বারে একটি ক্রুস রহিয়াছে। উহাতে একটি চিহ্নদ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, যে ব্যক্তি উহা চুম্বন করিবে, চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার সকল পাপের মার্জ্জনা হইবে। কলিসিয়মের ঠিক্ মধ্যস্থলবর্ত্তী ঘরে একটি ক্রুস রহিয়াছে এবং তাহাতে বলিযা দেওয়া হইতেছে যে, যে ব্যক্তি উহা চুম্বন করিবে, দুইশত দিন পর্য্যন্ত তাহার সকল পাপের সম্পূর্ণ ক্ষমা হইবে। যদি সেনেকা বা সিসিরো এখন ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই মনে করেন যে, ধর্ম্মকার্য্য সম্বন্ধে যাহাই কেন হউক না, ধর্ম্মমত বিষয়ে পৃথিবীতে প্রায় কিছুই উন্নতি হয় নাই।" কলিসিয়ম্ দেখিয়া পার্কার মনে করিলেন যে, উহা সত্যধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ উপযুক্ত স্থান; সেখানে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া পাষাণকেও বিগলিত করা যায়।

প্রাচীনকালে যে সকল খৃষ্টিয়ান সাধু ধর্ম্মের জন্য নিহত হইয়াছিলেন, রোম নগরে যে স্থানে তাঁহাদের সমাধি আছে, পার্কার তত্রত্য উপাসনা দেখিতে গমন করিলেন। কিন্তু সেখানকার কুসংস্কারপূর্ণ জীবনশূন্য ব্যাপার দর্শন করিয়া এবং খৃষ্টধর্ম্মের প্রাথমিক বিশুদ্ধতা স্মরণ করিয়া তিনি অশ্রু

সংবরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু কাথলিক্ ধর্ম্মসমাজের মধ্যে যাহা কিছু ভাল আছে, পার্কারের অপক্ষপাতী উদার হৃদয় তাহা সুস্পষ্ট অনুভব করিয়াছিল। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার দৈনন্দিনলিপিতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই ;—"আমি বোধ করি, প্রটেষ্টাণ্ট সমাজ অপেক্ষা কাথলিক্ সমাজ ভক্তি, বিশ্বাস এবং ধীরতা বিষয়ে অধিক শিক্ষা দিয়া থাকে। কিন্তু কাথলিক্ সমাজে বিবেক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় জ্ঞানের সে পরিমাণে উন্নতি হয় না।

রোম হইতে প্রস্থান করিয়া তিনি সুপ্রসিদ্ধ ভিনিস্ ও আরও কয়েকটি নগর ভ্রমণ করিলেন। পরিশেষে বর্লিননগরে উপস্থিত হইলেন। এখানকার প্রধান প্রধান অধ্যাপকদিগের দর্শনশাস্ত্রবিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন।

পার্কার উইটেম্বর্গনগরে মহাত্মা লুথর ও তাঁহার বন্ধু মিলানথনের সমাধিমন্দির দর্শন করিলেন। লুথর যে বেদীতে দণ্ডায়মান হইয়া কখন কখন উপদেশ দিতেন, সেটীও দেখিলেন। সায়ংকালে পার্কার সেই বাটীর সম্মুখে ভ্রমণ করিতে করিতে সুগভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। আকাশে সান্ধ্যনক্ষত্র জ্বলিতেছে, সুমন্দ বায়ু তাঁহার মস্তক শীতল করিতেছে। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি তখন লুথরের ভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। "তিন শত পঞ্চবিংশতি বৎসরের মধ্যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। ভাবী তিন শত পঞ্চবিংশতি বৎসরের মধ্যে যে উন্নতি সংসাধিত হইবে, তাহার সহিত তুলনায় প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম অতি অল্পই কার্য্য করিয়াছে।"

পার্কারের জনৈক চরিতাখ্যায়ক বলেন যে, পার্কার আপনাকে দ্বিতীয় লুথর বলিয়া মনে করিতেন। লুথর যেমন পোপের অভ্রান্ততা অস্বীকার করিয়া, বাইবেল শাস্ত্রের প্রাধান্য প্রচার করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি মনে করিতেন যে, বাইবেল শাস্ত্রের অভ্রান্ততা অস্বীকার করিয়া মানবাত্মার প্রাধান্য প্রচার করাই তাঁহার কার্য্য।

পার্কার লুথরের বাসগৃহ দর্শন করিলেন। তাঁহার ব্যবহৃত পানপাত্র প্রভৃতি কতকগুলি সামগ্রী দেখিতে পাইলেন। যে স্থানে তিনি পোপের ঘোষণাপত্র দগ্ধ করিয়াছিলেন, সে স্থানটিও দেখিলেন। লুথরের মহৎ জীবনের সহিত জর্ম্মনি দেশীয় অন্যান্য যে সকল স্থানের সম্বন্ধ আছে, তন্মধ্যে কয়েকটী প্রধান প্রধান স্থান দর্শন করিলেন।

জর্ম্মনি দেশীয় কয়েকজন প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া

পার্কার সুইটজরলণ্ড যাত্রা করিলেন। এখানে সুপ্রসিদ্ধ পুরাবৃত্ত লেখক গিবনের বাসস্থান দর্শন করিলেন। তথা হইতে পার্কার জিনিভানগরে ভল্‌টেয়ারের গৃহ দেখিতে গমন করিলেন। তাঁহার পাঠাগার ও শয়নাগার তাঁহার জীবদ্দশায় যেরূপ সজ্জিত ছিল, এখনও অবিকল সেইরূপ রহিয়াছে। এই গৃহ হইতে ভল্‌টেয়ার অভ্রান্ত পোপ ও পরাক্রান্ত রাজাদিগকে বিকম্পিত করিতেন।

ইয়োরোপের আরও কতকগুলি স্থান ভ্রমণ করিয়া পার্কার পুনর্ব্বার লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন। এবারেও কার্লাইলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। লণ্ডন হইতে লিভারপুলে গিয়া ভক্তিভাজন মার্টিনোর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মার্টিনো মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট গমন করিতেন। পার্কারের সহিত আলাপ করিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান্ ধর্ম্মযাজকগণ পার্কারের প্রতি যে প্রকার অসদ্ব্যব- হার করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে সে প্রকার কিছুই হয় নাই। প্রত্যুত, এখান কার কয়েকটী প্রধান প্রধান ইউনিটেরিয়ান্ ধর্ম্মালয়ে তিনি অনুরুদ্ধ হইয়া উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার অগ্নিময় উপদেশ শ্রবণে সকলেই উপকৃত ও প্রীত হইয়াছিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সত্যপ্রচার ও আন্দোলন।

এক বর্ষকাল বিদেশ ভ্রমণ করিয়া পার্কার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যে অমূল্য সত্যে তিনি হৃদয় মন সমর্পণ করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তিনি তিরস্কৃত, অবমানিত ও নানাপ্রকার অত্যাচারগ্রস্ত হইয়াছিলেন, স্বদেশীয়-দিগের মধ্যে সেই সত্য প্রচারের জন্য দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত প্রস্তুত হইলেন।

পার্কারের প্রত্যাগমনে তাঁহার সমাজের উপাসকমণ্ডলী তাঁহাকে একটী অভ্যর্থনা-সূচক অভিনন্দন পত্র ও তৎসম্বন্ধে একটি সুন্দর মূল্যবান লেখনী প্রদান করিলেন।

একদিকে কুসংস্কাররূপ বিষতরুর মূলচ্ছেদন, অপরদিকে স্বর্গীয় সত্যের বীজ বপন, এই উভয়বিধ কার্য্যের মধ্যে তিনি শেষোক্ত কার্য্যেই অধিকতর যত্নশীল হইলেন। এই সময়ে তিনি তিনটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করিলেন। প্রথমটীর বিষয় "সময়ের চিহ্ন" (Signs of the times) এই বক্তৃতা হইলে পর দেশের চতুর্দ্দিকে প্রতিবাদ ও নিন্দাবাদ ধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার বিরোধীগণ তাঁহার অনুপস্থিতি নিবন্ধন এতদিন শান্তভাবে সময়যাপন করিতে ছিলেন; এখন পুনর্ব্বার খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে টরণর সার্জ্জেণ্ট নামক বোষ্টন নগরের জনৈক উন্নতমনা ধর্ম্ম-যাজক, পার্কারের সহিত মতভেদ সত্বেও, উদারতা রক্ষার জন্য আচার্য্যের কার্য্য বিনিময় করিলেন, অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিত প্রথা অনুসারে, তিনি পার্কারের উপাসনালয়ে এবং পার্কার তাঁহার উপাসনালয়ে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। "অবিশ্বাসী" পার্কারের সহিত কার্য্য বিনিময় হইল বলিয়া, গোঁড়া পাদ্রিগণ ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইলেন। তাঁহাদিগের সভা হইতে সার্জ্জেণ্টকে তিরস্কার করিয়া পত্র লেখা হইল। কিন্তু ভীত বা শাসিত হওয়া দূরে থাকুক, তিনি অসঙ্কুচিতভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন; এবং অবশেষে আপনার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পাদ্রিদিগের সভায় পত্র লিখিয়া কর্ম্মত্যাগ করিলেন।

এই ঘটনায় আমেরিকায় বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইল। উভয়-পক্ষের মতামত সমর্থনের জন্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইল। সংবাদপত্রেও অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টিয়ানগণ তাঁহাদের ধর্ম্মযাজকদিগের স্বাধীনতার কথা বলিয়া যে গর্ব্ব করিতেন, এক্ষণে তাহার অসারত্ব প্রতিপন্ন হইল।

বহুকাল হইতে বোষ্টন নগরের একটি ধর্ম্মালয়ে সাপ্তাহিক বক্তৃতা হইত (The great and Thursday Lecture) ক্রমে এই সকল বক্তৃতার এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল যে, কয়েকজন ইতরলোক ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ভিন্ন উহা কেহই শুনিতে যাইত না।

ইউনিটেরিয়ান ধর্ম্মযাজকগণ পর্য্যায়ক্রমে সেখানে বক্তৃতা করিতেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৬এ ডিসেম্বর পার্কার সেখানে বক্তৃতা ও উপাসনা করিলেন। সে দিন গৃহের শ্রী ফিরিয়া গেল। বক্তৃতা শুনিতে এত লোকের সমাগম হইল যে, উপাসনালয়ে তিলার্দ্ধ স্থান থাকিল না, বক্তৃতার বিষয় "খ্রীষ্টের সহিত তাঁহার জীবনকাল ও অন্যান্য কালের সম্বন্ধ।" (The Relation of Jeus with his Age and the Ages) বক্তৃতার প্রথমেই তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রকৃত মহত্ব কিসে হয় এবং মহৎ লোকেরা মানবজাতির জন্য কি করেন। খ্রীষ্টের মহত্ব ও তাঁহার কার্য্যের গুরুত্ব সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়া পার্কার বলিলেন যে, খ্রীষ্ট অভ্রান্ত ছিলেন এবং লোককে কখন কোন প্রকার ভ্রম শিক্ষা দেন নাই, তিনি এরূপ মনে করেন না। তিনি ইহাও বলিলেন যে, ভবিষ্যতে খ্রীষ্টের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোক সকল জন্মগ্রহণ করিবে। "পর-মেশ্বরেব ভাণ্ডারে যে, আরও শ্রেষ্ঠ লোক আছে, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। এ কথা বলাতে খ্রীষ্টের মহত্ব কমাইয়া দেওয়া হয় না; কেবল পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তি স্বীকার করা হয়। যখন সেরূপ শ্রেষ্ঠপুরুষ আসি-বেন, লোকে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিবে; কিন্তু তিনি পরলোকগত হইলে তাঁহার পূজায় নিযুক্ত থাকিবে।

বক্তৃতাটী এতদুর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, শ্রোতৃবর্গ দৈববাণী শ্রবণের ন্যায় একান্ত অভিনিবিষ্ট চিত্তে উহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, গোঁড়া খ্রীষ্টিযানেরা যার পর নাই বিরক্ত হইলেন। ভবিষ্যতে খ্রীষ্টের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠলোক জন্মগ্রহণ করিবে, একথা কি তাঁহাদের সহ্য হয়? যাজক-গণ পরামর্শ করিযা স্থির করিলেন যে, উক্ত স্থানে আর পার্কারকে বক্তৃতা

করিতে দেওয়া হইবে না। তাঁহারা নূতন উৎসাহের সহিত, পার্কার ভিন্ন অপব সমুদয় যাজককে তথায় বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। নূতন বন্দোবস্ত করিয়া পার্কারকে তাড়ান হইল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অনেক গর্জ্জন হইল, কিন্তু তদুপযুক্ত বর্ষণ হইল না; বক্তৃতায় লোক আকৃষ্ট হইল না। ক্রমে উহা উঠিয়া গেল।

পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে, ধর্ম্ম যাজকেরা সকলেই সংকীর্ণ হৃদয় ও স্বাধীনতা বিরোধী ছিলেন না। সার্জ্জেণ্ট সাহেব যেরূপ উদারতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে তৎসদৃশ আর একটি ঘটনা উপস্থিত হইল। ক্লার্ক নামক জনৈক উন্নতমনা যাজক তাঁহার ধর্ম্মালয়ের উপাসকগণকে বলিলেন, "আমি আগামী রবিবার থিওডোর পার্কারের সহিত কার্য্য বিনিময় করিব। যদিও তাঁহার মতের প্রতি আমাব সহানুভূতি নাই কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা ও খ্রীষ্টধর্ম্মসংগত ভ্রাতৃভাব রক্ষার জন্য আমি ইহা কবিতেছি।" সংবাদ শুনিয়া উপাসক মণ্ডলীর কয়েক জন সভ্য ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইলেন। দুই জন ক্লার্কসাহেবের নিকটে গিয়া তাঁহাকে এই গর্হিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া তাহারা পার্কারের নিকটে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহাদের উপাসনালয়ের কার্য্য করিলে, কতকগুলি সভ্য তাঁহাদের মণ্ডলী হইতে একেবারে চলিয়া যাইবেন; অতএব তিনি ক্লার্কসাহেবের সহিত কার্য্য বিনিময় কবিতে অস্বীকার করেন। পার্কাব মনে করিতেন যে, আচার্য্যের কার্য্য বিনিময় দ্বারা মত সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা ও উদাব ভ্রাতৃভাব রক্ষিত হয়। সুতরাং তিনি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন।

রবিবারে পার্কারের অগ্নিময় উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য ক্লার্ক সাহেবের উপাসনালযে লোকারণ্য হইল। কিন্তু গোঁড়ারা উপস্থিত হইলেন না; একটী নৈতিক বিষয়ে বক্তৃতা হইল—("Excellency of Goodness") গোঁড়া সভ্যেরা তথায় ক্লার্ক সাহেবকে পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাদেব ন্যায় সংকীর্ণ মতাবলম্বী একজন যাজককে লইয়া একটী নূতন মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের উৎসাহ ক্রমশঃ হ্রাস হওযাতে এবং নূতন আচার্য্যের আকর্ষণা শক্তি অল্প থাকাতে শেষে উহা উঠিযা গেল।

যাহা হউক, ইউনিটেরিযান যাজকগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন যে, থিওডোর

পার্কারকে তাঁহাদের ধর্ম্মালয়ে উপাসনা বা বক্তৃতা করিতে দিবেন না। বোষ্টন-বাসী কতকগুলি ভদ্রলোক মতবিষয়ক স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, তাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার হইতেছে। পার্কার যাহাতে বোষ্টন নগরে বক্তৃতাদি করিতে পাবেন, কোন প্রকাশ্য সভায় এরূপ একটী প্রস্তাব ধার্য্য করিলেন। প্রস্তাব ধার্য্য হইল বটে, কিন্তু পার্কার সম্বন্ধে লোকের এরূপ কুসংস্কার জন্মিযাছিল যে, অগ্রিম ভাড়া দিয়াও একটী প্রশস্ত গৃহ পাওয়া সুকঠিন হইল। পরিশেষে নগর মধ্যবর্ত্তী মিলোডিয়ন্ নামক একটি সুপ্রশস্ত নাট্যশালা ভাড়া পাওয়া গেল।

১৮৪৫ খৃীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি প্রাতঃকালে এই স্থানে প্রথমে পার্কারের উপাসনা ও বক্তৃতা হইল। নগরের পথ সকল তুষারাবৃত, আকাশ বৃষ্টিকারী মেঘজালে আচ্ছন্ন; তথাচ তাঁহার অসামান্য আকর্ষণে বহুলোকের সমাগম হইল। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধর্ম্মের একান্ত আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তৃতা হইল। বোষ্টন নগরের এই বক্তৃতা হইতে পার্কারের কার্য্যময় মহৎ জীবনের প্রধান অংশ আরম্ভ হইল। তিনি তাহা সুস্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। সেই দিবস রাত্রে তিনি তাহার দৈনন্দিন লিপিতে এইরূপ লিখিয়াছিলেন, "একটি দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আমি কি ইহার উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হইব? আমি কত সহ্য করিতে পারি, তাহা জানি না। যিনি আত্মার আত্মা তাঁহারই প্রতি আমি দৃষ্টি করিয়া আছি। আমি নিজের উপর নির্ভর করিতে পারি না। পরমেশ্বরের উপরেই আমার অবিচলিত বিশ্বাস।"

এই সময়ে যাজকসভার একটি কমিটির সহিত মত ভেদ সম্বন্ধে পার্কারের আলোচনা হইয়াছিল। এবারে তাঁহার প্রতি অসদ্ভাব প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সহিত একত্রে দণ্ডায়মান হইতে পারেন, তাঁহারা এমন একটু সাধারণ ভূমি দেখিতে পাইলেন না। যাজকগণ ভাবিলেন যে, মতভেদ এত অধিক হইয়াছে যে, একত্রে কার্য্য করা সম্ভবপর নহে।

মতভেদ সম্বন্ধে পার্কার বোষ্টন নগরের যাজকদিগের সভায় এক প্রকাশ্য পত্র লিখিলেন। উক্ত পত্রে তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতামত বিষয়ে অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল। বাইবেল বর্ণিত অলৌকিক ও অপ্রাকৃতিক ঘটনা সকল সম্পূর্ণ সত্য কি না? উক্ত গ্রন্থের সকল অংশ সমভাবে ঈশ্বরানুপ্রাণিত ও খ্রীষ্ট অভ্রান্ত ছিলেন কি না? খ্রীষ্টের শিষ্যগণ ও পরবর্ত্তী অন্যান্য খ্রীষ্টানগণ খ্রীষ্টের জীবন, মৃত্যু ও স্বর্গারোহণ সম্বন্ধে যে সকল অদ্ভুত কথা বলিযাছেন,

সমুদাযই সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তি শূন্য কি না? পার্কাব তাঁহাব প্রশ্ন নিচযে এই সকল ও আবও কতকগুলি বিষযে বিস্তৃতরূপে ও সুকৌশলে অনেক কথা জিজ্ঞাসা কবিলেন। ওযেষ্ট বক্সবেবিব উপাসক মণ্ডলীব সম্মুখে তিনি এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসাব প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কবিযাছিলেন। তিনি মনে মনে জানিতেন যে, যাজক সভা এই এই সকল প্রশ্নেব উত্তব দান কবিতে পাবিবেন না। তাঁহা দেব নিজেব মধ্যে প্রশ্নোল্লিখিত বিষযে এতদূব মতভেদ যে, এক মতাবলম্বী হইযা প্রশ্ন সকলেব উত্তব দেওযা তাঁহাদেব পক্ষে অসম্ভব হইবে। তাঁহাবা যদি বলেন যে, তাঁহাদেব পবস্পবেব মধ্যে অনৈক্যবশতঃ প্রশ্ন সকলেব উত্তব দিতে পাবিলেন না, তাহা হইলে সাধাবণে বলিবে যে, যাঁহাদেব নিজেব মধ্যে এমন গুরুতব মতভেদ, তাঁহাবা কি বলিযা মতভেদেব জন্য একজনকে দল হইতে তাডাইযা দেন?

পার্কাব যাহা ভাবিযাছিলেন, তাহাই হইল। যাজকসভা তাঁহাব প্রশ্নেব উত্তব দিলেন না, অথবা দিতে পাবিলেন না। এই সময হইতে পার্কাবেব সহিত যাজকদিগেব সম্বন্ধ এক প্রকাব বহিত হইল। বাস্তবিক তাঁহাদেব অপেক্ষা পার্কাব এত উচ্চ শ্রেণীব লোক ছিলেন যে, তাঁহাদেব সঙ্গে মিলিযা কার্য্য কবা তাঁহাব পক্ষে সম্ভবপব ছিল না। সে সময়ে আধ্যাত্মিক বিষযে আমেবিকাবাসী ইউনিটেবিযান পাদ্রিগণেব অত্যন্ত অবনতি হইয়াছিল। পার্কাবেব হৃদয স্বভাবতঃ এরূপ গভীব ধর্ম্মভাব পূর্ণ ছিল যে, যাহাদেব নিকট আন্তবিক ধর্ম্ম অপেক্ষা কতকগুলি অর্থশূন্য ধর্ম্মমতেব অধিক আদব, লোকে পবমেশ্ববেব আদেশ পালনে উদাসীন থাকিযা কেবল শূন্য হৃদযে তাঁহাব নাম উচ্চাবণ কবিলেই যাহাবা সন্তুষ্ট, তাহাদেব সঙ্গে তিনি কেমন কবিযা একত্রে কার্য্য কবিবেন? যাজকগণ সামাজিকতা ও সম্ভ্রমের প্রযাসী; পার্কাব প্রকৃত ধর্ম্মভাব ও উন্নতিব জন্য ব্যাকুল হৃদয; এ উভয়েব মধ্যে কেমন কবিযা সম্মিলন হইবে?

ইউনিটেবিযানদিগেব অপেক্ষা পার্কাব ইউনিভার্স্যালিষ্ট (Universalist) নামক খ্রীষ্ট সম্প্রদাযেব উপব অধিক সন্তুষ্ট ছিলেন। একটী প্রধান বিষযে শেষোক্ত সম্প্রদায অত্যন্ত উদাব মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদেব মতে মনুষ্য মাত্রেই চবমে মুক্তি লাভ কবিবে; কাহাকেও অনন্ত নবক ভোগ কবিতে হইবে না। এতদ্ভিন্ন তাঁহাবা দেশেব প্রকৃত সংস্কাব কার্য্যে হস্তক্ষেপ কবিয়াছিলেন। তাঁহাদেব সাম্বৎসবিক উৎসবে সুবাপান, দাস ব্যবসায ও যুদ্ধেব

বিরুদ্ধে বক্তৃতা হইযাছিল বলিয়া পার্কার এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, সে কথা লিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

গোঁড়াগণ কেহ তর্কযুদ্ধে পার্কারের সম্মুখীন হইতে সাহস করেন নাই সত্য, কিন্তু যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, সাধ্যমতে তাঁহার অপমান ও অনিষ্ট কবিবাব জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালযেব অন্তর্গত কেম্ব্রিজ ধর্ম্মবিজ্ঞান বিদ্যালয়ের [Cambridge Divinity School] সিনিযর ক্লাস্ হইতে ছাত্রদিগের উপাধি প্রাপ্তি দিবসের পূর্ব্ব রবিবারে বক্তৃতা করিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হইল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালযেব ধর্ম্মবিজ্ঞান বিভাগের ভার প্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষ [Theological Faculty] তিনজন গোঁড়া পাদ্রি ইহাতে আপত্তি উপস্থিত করিলেন। পূর্ব্বে কখন কাহারও বিষয়ে এরূপ আপত্তি হয় নাই। পার্কারের অপরাধ এই যে, তিনি তাঁহার ভ্রাতৃগণের অপেক্ষা অধিক দূব অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি সে সময়ে অসুস্থ ও দুর্ব্বল ছিলেন। কিন্তু এ ঘটনায় তাঁহার সুদৃঢ় চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে নাই।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাইমাসে, অর্থাৎ তাঁহার পরলোক গমনের একাদশ মাস পূর্ব্বে, যখন তিনি উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ উদ্দেশ্যে বিদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে কেম্ব্রিজ ধর্ম্মবিজ্ঞান বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র, কন্‌ওয়ে (M. D. Conway) উক্ত বিদ্যালয়ের একটি সভায় প্রস্তাব করিলেন যে, থিওডোর পার্কারের পীড়ার জন্য এই সভা হইতে দুঃখ প্রকাশ করা হয়, এবং তিনি স্বাস্থ্য ও বল লাভ করিযা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন, এরূপ প্রার্থনা ও আশা জ্ঞাপন করা হয়; আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান সভার সভাপতি ক্লার্ক সাহেব এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। কিন্তু অন্যান্য পাদ্রিগণ পার্কারের প্রতি তাঁহাদের পুবাতন বিদ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। যাহাতে প্রস্তাবটি সভাতে গ্রাহ্য না হয়, তজ্জন্য তাঁহারা নানাপ্রকার অসার যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া সে দিবস সভার কার্য্য রহিত করিয়া প্রকারান্তরে প্রস্তাবটি ধার্য্য হইতে দিলেন না।

এই ঘটনা সম্বন্ধে পার্কার ক্লার্ক সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার একটি স্থানের সার মর্ম্ম এই,—"আমি বিংশতি বর্ষকাল যুদ্ধে প্রবৃত্ত রহি-

য়াছি। আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, আর কোন আমেরিকাবাসীর প্রতি কখন সেরূপ ব্যবহার হয় নাই, আমি যে, কোন অন্যায় কার্য্য করিলাই ইহা সম্ভব নহে। আপনি কখন কখন আমাকে আমার দোষের কথা বলিয়াছেন। পরমেশ্বর তজ্জন্য আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন। আপনার উপদেশ আমি যত্নের সহিত হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি। কিন্তু যাহার জ্ঞাতিগণ যক্ষাকাশ রোগগ্রস্ত হইলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব ধার্য্য হইলেই যে সে বাঁচিত, এমন নহে। সাহসী, স্নেহশীল, কন্ওয়ে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা ধার্য্য হইলে যাজকদিগের পক্ষে ভাল ছিল। আমার পক্ষে উহা কিছুই নহে।”



বিংশ অধ্যায়।

আদর্শ ধর্ম্মসমাজ বিষয়ে বক্তৃতা।

পার্কার বোষ্টন নগরে নিয়মিতরূপে আচার্য্যের কার্য্য করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক লোক তাঁহার অগ্নিময় উপাসনা ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উপকৃত হইতে লাগিল। তাঁহার উপাসনা ও উপদেশের এমনি জীবন্ত ভাব ছিল যে, অনেক লোকে শূন্য কৌতূহল চরিতার্থ করিতে আসিয়া ভক্তির সহিত পরমেশ্বরের পূজা না করিয়া থাকিতে পারিত না।

পার্কার দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। তিনি তদ্বিষয়ে বলিতেছেন;—"দরিদ্রদের মধ্যে কার্য্যই আমার মনোনীত কার্য্য, আমি দরিদ্রদিগেরই আচার্য্য হইব। আমার যে টুকু শিক্ষা ও প্রেম আছে, তাহা লইয়া দরিদ্রদের মঙ্গলের জন্য পরিশ্রম করিব। আমার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অধিকাংশই সামান্য অবস্থার লোক বলিয়া আমার আনন্দ হয়। আমি যদি দেখিতাম যে, কেবল সুশিক্ষিত ও ধনবান লোকে আমার উপদেশ শুনিতে আসিতেছেন, তাহা হইলে আমি মনে করিতাম যে, ঠিক্ যেরূপ ভাবে আমার কার্য্য করা উচিত, তাহা হইতেছে না।"

জগতের শিরোভূষণ স্বরূপ যে সকল মহাপুরুষ মানব জাতিকে সত্য ও প্রেম-অন্ন বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কে দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন না? শাক্যসিংহ স্বাধীন রাজ্যের একাধিকারী রাজপুত্র হইয়াও পথের ভিখারী হইয়া ভিখারীদের সঙ্গে মিশিলেন। দরিদ্র ঈশা, দরিদ্র ধীবরদিগের সঙ্গেই জীবন অতিবাহিত করিলেন। সেণ্টপল্ কি লুথর, নানক কি চৈতন্য সকলেই দরিদ্রের সঙ্গী। পার্কারের ন্যায় উন্নতচেতা লোকের হৃদয় যে, দরিদ্রদের জন্য কাঁদিবে, আশ্চর্য্য কি?

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের চতুর্থ দিবসে, পার্কার বোষ্টন নগরের অষ্টাবিংশ উপাসকমণ্ডলী সভার (Twenty eighth Congregational Society of Boston) আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হইলেন। প্রকৃত খ্রীষ্টীয় সমাজ কিরূপ হওয়া উচিত, অভিষেক উপলক্ষে পার্কার তদ্বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। আমরা নিম্নে বক্তৃতাটির সার মর্ম্ম দিলাম।

"বাহ্য অনুষ্ঠান অথবা কতকগুলি মতেই খ্রীষ্টীয় সমাজ হয় না, ধর্ম্মভাব দ্বারাই খ্রীষ্টীয় সমাজ সংগঠিত হয়। পূর্ণ মনুষ্যত্ব ব্যতীত পূর্ণ ও নির্দ্দোষ খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম হয় না জ্ঞান, বিবেক, হৃদয় ও ঈশ্বরনিষ্ঠা বিকসিত করিয়া সমগ্র মানব প্রকৃতির উন্নতি করা আবশ্যক। খ্রীষ্টধর্ম্ম ব্যক্তিগত প্রকৃতির বিশেষত্ব বিনাশ না করিয়া তাহার উন্নতিসাধন করিয়া দেয়। খ্রীষ্টীয় সমাজের সভ্যগণ, খ্রীষ্টের অনুকরণে, প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান হইতে চেষ্টা করিবেন; খ্রীষ্ট যেমন মানব সন্তান, তাঁহারাও সেইরূপ মানব সন্তান; খ্রীষ্ট যেরূপ পরমেশ্বরের পুত্র, তাঁহারাও সেইরূপ পরমেশ্বরের পুত্র। খ্রীষ্ট ভ্রম প্রমাদশূন্য ছিলেন না, অতএব তাঁহার ভ্রমপ্রমাদ পরিত্যাগ করা ও তাঁহার উপদিষ্ট সত্য গ্রহণ করা, উভয়ই প্রকৃত খ্রীষ্ট ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্য।"

"সত্য, বাইবেলেই থাকুক অথবা অন্যত্রই থাকুক, উহা গ্রহণ করা, খ্রীষ্টধর্ম্মানুগত কার্য্য। সেইরূপ, অসত্য বাইবেলেই থাকুক, অথবা অন্যত্র থাকুক, উহা পরিত্যাগ করা খ্রীষ্টধর্ম্মের কার্য্য। যাহারা সত্যকে অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হয়, সত্যকে ভালবাসে, এবং সত্যকে জীবনে পরিণত করে, তাহারাই কেবল স্বাধীন মনুষ্য। যে পরিমাণ স্বাধীনতা বাহিরে রাখিয়া দিবে, সেই পরিমাণ অসত্য ভিতরে সঞ্চিত হইবে। সত্য চিন্তা করিলে বুদ্ধি দ্বারা উপাসনা করা হয়; লোকহিতকর কার্য্য করিলে, কর্ম্ম দ্বারা উপাসনা করা হয়, পরমেশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি প্রেম ও বিশ্বাস স্থাপন করিলে হৃদয়ের আনন্দপ্রদ উপাসনা হয়।"

"মানব প্রকৃতির প্রকৃত মহত্বেই খ্রীষ্ট ধর্ম্ম। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসমাজের সভ্যগণ পরস্পরের হিতসাধনে মনোযোগী হইবেন; তাঁহাদিগকে পরস্পরের দুঃখভার বহন করিতে হইবে; তাঁহারা পরস্পরকে সদুপদেশ প্রদান করিবেন; তাঁহাদের মধ্যে বলবানেরা দুর্ব্বলদিগকে, ধনবানেরা দরিদ্র-দিগকে সাহায্য করিবেন।"

"ধর্ম্মসমাজের সভ্যগণ ব্যতীত, বাহিরের লোকের প্রতিও কর্ত্তব্য আছে। যাহাতে সত্য সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, যাহাতে জনসমাজ ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শানুযায়ী সংস্কৃত হয়, যাহাতে উপস্থিত সময়ের ভাব ও কার্য্য, বিশ্বজনীন নৈতিক সত্য দ্বারা বিচারিত হয়, যাহাতে জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা রাজপুরুষ ও বণিকদিগের পাপ বিচারিত হয়, প্রকৃত খ্রীষ্টীয়সমাজ তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইবেন।"

"খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসমাজ, লোকহিতকর কার্য্যসাধন সম্বন্ধীয় যথার্থ জ্ঞান ও ভাবের উন্নতি চেষ্টা করিবেন। সর্ব্বসাধারণ লোকের যাহাতে সুশিক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হইবেন। এই যে সকল দুঃখীলোক রহিয়াছে, উহারা কেবল আমাদের অনুগ্রহ পাত্র নহে; উহাদের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে। প্রত্যেক দরিদ্র ভিক্ষুক, আমাদের সভ্যতাকে দূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে।"

"আমাদের অনাথাশ্রম ও কারাগারে যাহারা বাস করিতেছে, আমাদের প্রত্যেক নগরে যাহারা পাপের বলিস্বরূপ হইয়াছে, তাহারা কোথা হইতে আসিল? জনসমাজের নিম্নতম শ্রেণীস্থ, নিতান্ত দরিদ্র, নিতান্ত অজ্ঞান ও নিতান্ত উপেক্ষিত লোকদিগের মধ্য হইতেই আসিযাছে। অক্ষমদিগের এমন দশা হইয়াছে; সক্ষমেরা এতদিন কি করিতেছিলেন? খ্রীষ্টধর্ম্ম কি বলেনা যে, সবলের কর্ত্তব্য দুর্ব্বলকে সাহায্য করা? মাসাচুসেট্‌স্ প্রদেশের প্রত্যেক অনাথ নিবাস প্রতিপন্ন করিতেছে যে, ধর্ম্মসমাজ সকল আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য করে নাই; এবং খ্রীষ্টিয়ানেরা খ্রীষ্টকে প্রভু প্রভু বলিয়া ও মনুষ্যকে ভ্রাতা বলিয়া মিথ্যা কথা বলে। প্রত্যেক কারাবাসের উপর লৌহাক্ষরে লিখিত রহিযাছে যে, আমরা এখনও অসভ্য পৌত্তলিক (heathens) রহিয়াছি। আমাদের দোষে যাহারা অপরাধী হইয়াছে, তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য ভয়ঙ্কর ফাঁসী কাষ্ঠ আমাদের কলঙ্কের চিহ্নস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।"

"খ্রীষ্ট কি বলেন নাই, অপরের নিকট যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, আপনি তাহাদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর? তবে কেন তোমার ও আমার তিন কোটি ভ্রাতা, আশা শূন্য হইয়া বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতায বঞ্চিত হইয়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সাধারণতন্ত্র দেশে শৃঙ্খলবদ্ধ দাস হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে? * এই কদাচারের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থাপক রাজপুরুষগণের ক্রোধধ্বনি উত্থিত হইতেছে? সংবাদপত্র সকল কি কোটি কণ্ঠে এই প্রথার দোষোদ্ঘোষণ করিতেছে? পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে স্বাধীনতা প্রিয় ব্যক্তিগণের হৃদয়োত্থিত বিরক্তি-ধ্বনি কি ধ্বনিত হইতেছে? না, কখনই না। বর্ত্তমান কালের সর্ব্ব প্রধান পাপের বিরুদ্ধে একটীও শব্দ শ্রুত হইতেছে না, যে, কয়েক

* পার্কারের সময় আমেরিকায় দাস ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। দুর্ভাগ্য কাফ্রি নরনারীগণকে গো, মেষের ন্যায় ক্রয় বিক্রয় করা হইত। দাস ব্যবসায় ও তাহার উচ্ছেদ সাধন জন্য পার্কার কিরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, পরে বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে।

জন লোক সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ হইয়া কথা বলিতে সাহস করিতেছে, তাহারা ধর্ম্মান্ধ বলিয়া আখ্যাত হইতেছে।”

“মহান্ পরমেশ্বর! শেষ কি এই হইল! এমন মহাপাপের বিরুদ্ধে লোকে কথা বলেনা! যে সকল ধর্ম্মসমাজ খ্রীষ্টের নামে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহারা কি এই মহাপাপের বিরুদ্ধে বজ্রক্ষেপ করিতেছে? না, তাহাও নহে। রাজপুরুষেরা নীরব রহিয়াছেন; ধর্ম্মসমাজ বোবা হইয়াছে! সাধারণের ভৃত্যগণ নিদ্রা যাইতেছে; আর পরমেশ্বরের প্রচারকগণ মরিয়া গিয়াছে! চতুর্দ্দিকে অত্যাচার ও পাপ, সাধারণের মধ্যে মূর্খতা, দরিদ্রতা ও দাসত্ব দেখিয়া কি ধর্ম্মসমাজসকলের কিছু বলিবার ও করিবার নাই? যাহারা অত্যাচার সহ্য করিতেছে এবং যাহারা অত্যাচার করিতেছে, উভয় প্রকার লোকের মঙ্গলের জন্য কি ধর্ম্মসমাজ সকলের কোন কর্ত্তব্য নাই? লোকে কার্য্যে ও কথায় বলিতেছে, তাহা না করিলেই নির্ব্বিঘ্নে থাকা যায়।”

“বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মসমাজের যোগ থাকা আবশ্যক। জ্ঞানকে ভয় করা উচিত নহে, নূতন সত্যের যেন অভাব না হয়, কেবল পুরাতন সত্য লইয়া নাড়া চাড়া করিলে চলিবেনা। প্রাচীন কালের সাধুগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলেই হইবে না; এখনকার জীবিত সাধুগণের মুখ-বিনিঃসৃত জীবন্ত বাক্য প্রয়োজন।”

“শান্তিসংস্থাপন, যুদ্ধ নিবারণ, দাসব্যবসায়ের উচ্ছেদসাধন, সাধারণের সুশিক্ষা প্রভৃতি যে সকল হিতকর অনুষ্ঠান হইতেছে, ধর্ম্মসমাজ সকল কি সে সকলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেছে? বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মোন্নতি জন্য যে সকল চেষ্টা হইতেছে, তাহারও নেতৃত্ব কি ধর্ম্মসমাজ সকল গ্রহণ করিতেছে? না, আদবেই না!”

“খ্রীষ্টকে নানা প্রকারে অস্বীকার করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর লোকে অহঙ্কৃত ও নীচান্তঃকরণ; তাহারা উদ্ধত ভাবে তাঁহার নিন্দা করে; তাঁহার মহৎ চরিত্রের প্রতি উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করে। এরূপ লোক অল্পই আছে। তাহাদের জন্য আমার দুঃখ হয়। কিন্তু এ প্রকার লোক দ্বারা প্রায় কিছু হানি হয় না। ধর্ম্ম লোকের এমনি প্রিয়বস্তু যে, বিদ্রূপ বাক্যে তাহা হইতে লোকের মন বিচ্যুত হয় না। আর এক প্রকারে খ্রীষ্টকে অস্বীকার করা যায়! মুখে তাঁহাকে ‘প্রভু প্রভু’, বলা অথচ কার্য্যে তাঁহার উপদেশ পালনে অস্বীকার করা; তাঁহার নামের

আবরণে মানুষের দুষ্কার্য্য ও ভ্রম আবরিত রাখা। এই প্রকার ব্যবহারে অনিষ্টের আশঙ্কা করি।"

"বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও শিল্পের আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে। তাহার উপযোগী ধর্ম্মের উন্নতি আবশ্যক। এখন যে ধর্ম্ম সমাজ সংগঠিত হইবে, তাহার সাধকগণের হৃদয় সত্য, সাধুতা ও ভক্তির অন্বেষণে পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত হইবে;—ইহাই তাঁহাদের উপাসনা হইবে। প্রধান প্রধান সংস্কার কার্য্য;—মানবের সুশিক্ষা ও সুখের জন্য বিবিধ উপায়ে পরিশ্রমই তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান হইবে। যদি মানব জীবনের প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য সত্য ধর্ম্মানুসারে সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার ফল কি আশ্চর্য্য হয়! এমন এক রাজ্য প্রস্তুত হইতে পারে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার কাজ পায়, আহার পায়, বস্ত্র পায়, সুশিক্ষা পায়, প্রেম পায়, ও ধর্ম্ম পায়।"

"পরমেশ্বর রচিত প্রাচীনতম গ্রন্থ,—প্রকৃতি ও মনুষ্য হইতে সত্যরূপ উপদেশ আমরা গ্রহণ করিব। দৈনিক কর্ত্তব্য পালনই আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান হইবে। ঈশ্বরানুপ্রাণিত আচার্য্যগণ আমাদিগকে শিক্ষা দিবেন।"

অভিষেক দিবসে পার্কার যে উচ্চ আদর্শ চিত্রিত করিয়াছিলেন, যাবজ্জীবন সেই আদর্শের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি আপনার মহৎ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

একবিংশ অধ্যায়।

বিবিধ সৎকার্য্য।

যেখানে প্রকৃত ধর্ম্মের উন্নতি সেখানেই সৎ-কর্ম্মশীলতার বৃদ্ধি। পার্কার তাঁহার ধর্ম্মালয়ের উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে, আপনার অগ্নিময় বাক্য ও অগ্নিময় জীবন দ্বারা যে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা করিলেন, তাহা কখন বৃথা হইবার নহে। উপাসক-মণ্ডলীর প্রায় সকল সভ্যই কোন না কোন সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইলেন।

দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিবার জন্য একটী সভা সংস্থাপিত হইল। এই সভা ভগবানের অনেক অনাথ সন্তানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন দাস-ব্যবসায় রহিত করা, সুরাপান নিবারণ, কারাগৃহ সকলের সুব্যবস্থা প্রভৃতি অনেক সাধু কার্য্যে মণ্ডলীর সভ্যগণ নিযুক্ত হইলেন। স্ব স্ব রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে বিবিধ সৎকার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

প্রতি রবিবারে সাপ্তাহিক বিদ্যালয় সংস্থাপন জন্য পার্কার বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। প্রথমতঃ তিনি মনে করিলেন যে, যে সকল দরিদ্র বালক বিশৃঙ্খলভাবে পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া পুস্তক পড়িতে শিখাইবেন এবং নীতি ও ধর্ম্মের সাধারণ সত্য সকলের উপদেশ দিবেন। রোমান ক্যাথলিক যাজকেরা এই প্রকার বালকদিগকে লইয়া যাইতেন। সুতরাং উহাদিগকে সংগ্রহ করিতে অক্ষম হওয়াতে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল না।

তৎপরে তিনি তাঁহার মণ্ডলীর সভ্যদিগকে লইয়া একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি নিজে এবং মণ্ডলীর কতিপয় উৎসাহী সভ্য এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতেন। এই বিদ্যালয়ের কার্য্য, কয়েক মাস নির্ব্বাহিত হইলে পর, পার্কার বুঝিতে পারিলেন যে, এরূপ স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজন নাই, অন্যান্য বিদ্যালয় দ্বারা উহার কার্য্য হইতেছে। সুতরাং তিনি বিদ্যালয়টী উঠাইয়া দিলেন।

নারী জাতির উন্নতির একান্ত প্রয়োজনীয়তা তিনি সর্ব্বদাই অনুভব করি-

তেন। তিনি বলিতেন যে, বিশেষরূপে সুশিক্ষা প্রাপ্ত একদল মহিলা জনসমাজকে যেরূপ উন্নত করিয়া দিতে পারেন, অন্য কোন প্রকারে সেরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। তিনি সেই জন্য তাঁহার গৃহে স্ত্রীলোকদিগের একটী সভা সংস্থাপন করিলেন। প্রতি শনিবার উহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। কথোপকথন দ্বারা পার্কার এই সভায় মহিলাগণকে শিক্ষাদান করিতেন। চরিত্র সংগঠন, সামাজিক ও ব্যক্তিগত ধর্ম্মোন্নতি, প্রকৃত শিক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা হইত।

পার্কার তাঁহার প্রকাণ্ড পুস্তকালয় হইতে জ্ঞান-পিপাসুদিগকে সর্ব্বদাই পুস্তক পড়িতে দিতেন। অল্প বয়স্কদিগের পাঠ্য পুস্তক নিজেই মনোনীত করিতেন এবং পড়িতে দিবার সময় পুস্তক সম্বন্ধে এমন দু একটী কথা বলিয়া দিতেন যে, পাঠার্থীর উৎসাহ দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইত।

শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দান তাঁহার একটি বিশেষ কার্য্য ছিল। যাঁহার প্রশান্ত গভীর হৃদয় ভগবানের প্রতি ভক্তি ও জীবের প্রতি প্রেমে সর্ব্বদা পূর্ণ, শোকার্ত্ত ব্যক্তিকে তিনি যেমন সান্ত্বনা দিতে পারেন, অপরে কি কখন তেমন পারে? স্নেহশীল জননীর ন্যায় পার্কারের হৃদয় সর্ব্বদা সহানুভূতি পূর্ণ থাকিত, লোকের শোক দুঃখে তিনি যথার্থই কাতর হইতেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর সমস্তই মঙ্গলের জন্য করিতেছেন, আমরা ইহলোকে থাকিয়াই পরলোকবাসীদিগের সহিত একত্রে কার্য্য করিতেছি,—লোকান্তরিত আত্মীয়ের সহিত কখনই প্রকৃত বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় না,—তিনি শোকার্ত্ত হৃদয়ে এই অমূল্য উপদেশ মুদ্রিত করিয়া দিতেন।

অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া উপলক্ষে পৌরহিত্য করিতে হইলে, তিনি প্রথমেই ধর্ম্মের দুটি মূল সত্য ব্যাখ্যা করিতেন;—করুণাময় পরমেশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবাত্মার অমরত্ব। এই দুটী অমূল্য সত্যের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বিয়োগ-বিধুরের শোকানলে সান্ত্বনা সলিল সেচন করিতেন।

যেমন দুঃখের দিনে, তেমনি আনন্দের দিনে, বিবাহ প্রভৃতি শুভ কার্য্যোপলক্ষে তিনি আনন্দ-পূর্ণ-হৃদয়ে আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। দাম্পত্য-সম্বন্ধের দুরবগাহ্য পবিত্রতা ও আনন্দ, এবং পারিবারিক সম্বন্ধ নিচয়ের মধুরতা, তিনি এত গভীররূপে অনুভব করিতেন যে, বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যে পৌরহিত্য করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলে তিনি হৃদগত কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিয়া উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

স্বাধীনভাবে ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করিবার জন্য পার্কার প্রতি রবিবার অপরাহ্নে সভা আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধবাদী কতকগুলি লোক আসিয়া এরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিতে লাগিলেন যে, তিনি উহার কার্য্য রহিত করিয়া খৃষ্টীয়-ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্বন্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। প্রাচীন ও নূতন বাইবেলের উৎপত্তি ও ইতিহাস, এবং নূতন বাইবেলের সমালোচনা ও ব্যাখ্যা বিষয়ে ছয়টি বক্তৃতা করিলেন। তিনি প্রচলিত অনুবাদে সন্তুষ্ট না হইয়া, এই সকল বক্তৃতার জন্য তিন খানি সুসমাচার পুস্তক (Synoptic Gospels) এবং নূতন বাইবেলের আরও কয়েকটি স্থান গ্রীকভাষায় লিখিত মূলগ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। সকল প্রকার শাস্ত্র ও বাহ্যানুষ্ঠান অপেক্ষা মানবাত্মার প্রাধান্য প্রতিপন্ন করাই পার্কারের প্রধান কার্য্য ছিল; তাঁহার বক্তৃতা সকলে তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতেন।

পার্কার একদিন শুনিলেন যে, তাঁহার সমাজ ৯০০ নয় শত টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কোষাধ্যক্ষকে পত্র লিখিলেন যে, তাঁহার বেতন হইতে টাকা কাটিয়া লইয়া যেন ঋণ পরিশোধ করা হয়। তিনি উক্ত পত্রে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, এ কথা যেন সমাজের কোন সভ্য অথবা অপর কোন লোক জানিতে না পারেন। তিনি বৎসরে চারিশত পঞ্চাশ পৌণ্ড (অর্থাৎ মাসিক ৩৭৫ তিন শত পঁচাত্তর টাকা) বেতন পাইতেন। সভ্যতম আমেরিকাবাসী ভদ্রলোকের পক্ষে ইহা অধিক নহে। কিন্তু তাঁহার বেতন যাহাই কেন হউক না, তাঁহার চরিতাখ্যায়ক পিটার ডীন্ বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইয়াছেন যে, তিনি সমাজের নিকট যে অর্থ পাইতেন, সমাজের জন্য তদপেক্ষা অধিক অর্থ ব্যয় করিতেন।



দ্বাবিংশ অধ্যায়।

গার্হস্থ-জীবন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়।

বোষ্টন নগরে আচার্য্য পদে নিযুক্ত হইয়াও তিনি এক বর্ষাকালে সার্দ্ধাদ্বি-ক্রোশ দূরবর্ত্তী ওয়েষ্ট রক্সবেরি হইতে আসিয়া সমুদয় নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু ক্রমে তাঁহার কার্য্যের পরিমাণ এত অধিক হইল যে, দূর স্থান হইতে প্রত্যহ আসিয়া উহা সম্পন্ন করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সুতরাং তিনি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সপরিবারে আসিয়া বোষ্টন নগরে বাস করিলেন।

একটী চতুস্তল গৃহের চতুর্থতলে প্রথমে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

তাঁহার গৃহে একখানি যীশুখ্রীষ্টের ছবি ও দুইটি সুন্দর লতা ছিল। ছবিখানির নিকট একটি পুষ্পগুচ্ছ রাখিয়া দিতেন, এবং নিজ হস্তে লতা দুটির সেবা করিতেন;—প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া তাহাদের মূলে জল সেচন করিতেন।

বন্ধু বান্ধব ও অতিথিদিগের জন্য তাঁহার গৃহদ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। অপর লোক আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারেন মনে করিয়া প্রত্যহ আহার্য্য সামগ্রী কিছু অধিক করিয়া প্রস্তুত হইত। অভ্যাগত ব্যক্তি আসিলে রাত্রিতে শয়ন করিবেন বলিয়া একটি স্বতন্ত্র ঘরে শয্যা প্রস্তুত থাকিত।

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য এবং অনুতাপিত ব্যক্তি পাপ স্বীকার করিবার জন্য তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই আসিতেন। তাঁহার মহৎ চরিত্র ও সার্ব্বজনীন সহানুভূতি লোকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা এতদূর আকর্ষণ করিয়াছিল যে, অনুতপ্ত দুষ্কর্ম্মীদিগের গূঢ় পাপানুষ্ঠানের বিষয় তিনি যত জানিতে পারিতেন, এমন আর কেহই নহে। তাঁহাকে বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় মনে করিয়া প্রাণ খুলিয়া সকল গোপনীয় দুষ্কার্য্যের কথা বলিয়া লোকে এমন মধুর সহানুভূতি ও তজ্জনিত আরাম লাভ করিত যে, আর কোন ধর্ম্মাচার্য্য বা অপর ব্যক্তির নিকট হইতে সেরূপ পাইবার সম্ভাবনা ছিল না।

বিদেশ হইতে পর্য্যটকগণ আসিয়া অনেক সময় পার্কারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। তিনি তাঁহাদের প্রত্যেকের দেশীয় ভাষা ও অন্যান্য বিষয়ে সংবাদ গ্রহণ করিতেন। অনেক সময়ে স্বদেশহিতৈষীগণ স্বদেশকে উন্নতি

গুস্বাধীনতার সোপানে অধিরোহণ করাইতে চেষ্টা পাইবার অপরাধে স্বদেশ হইতে বিদুরিত হইয়া স্বাধীন আমেরিকায় আশ্রয় লইতেন। এই সকল ব্যক্তি প্রায়ই পার্কারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। তিনি ইহাঁদিগকে বিশেষ আদর ও যত্ন করিতেন। তন্মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম জুটাইয়া দিতেন, এবং তাহা না কবিতে পারিলে আপনি যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতেন। বিভিন্ন দেশ হইতে পর্য্যটক ও নির্ব্বাসিত দেশহিতৈষী কথন কথন এক সময়ে ছয় সাত জন করিয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইতেন। অনেক সময় দৃষ্ট হইত যে, সুপণ্ডিত পার্কার এইরূপ বিভিন্ন জাতীয় সাত ব্যক্তির সহিত সাতটি বিভিন্ন ভাষায় কথা কহিতেছেন।

পার্কার প্রাতঃকালে উঠিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বাইবেলের এক অধ্যায় পাঠ কবিষা পরিবারবর্গকে শুনাইতেন। তৎপরে আপনার পাঠাগারে গিয়া পাঠকার্য্যে মগ্ন হইতেন। গ্রন্থাধ্যয়ন তাঁহার একটি প্রধান কার্য্য ছিল। তন্মধ্যে ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে নিজে অপরের সহিত দেখা করিতে যাইতেন। কখন কখন উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী অথবা তাঁহার প্রতিপালিতা একটি মহিলার সহিত নানা প্রকার আমোদ করিতেন। তিনি স্বভাবতঃ এরূপ নির্দ্দোষ আমোদ প্রিয় ছিলেন যে, অনেক সময় ভৃত্যদিগের সঙ্গেও আমোদ আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইতেন। ভৃত্যদিগের সঙ্গে আমোদ করা, তিনি কখন আপনার পক্ষে হীন কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন না। ভগবদ্ভক্তি তাঁহার হৃদয়কে এমনি অধিকার করিয়াছিল যে, তিনি তাহাদিগকে আপনার ভাই বলিয়া অনুভব করিতেন। যে সকল ভদ্রলোক কঠোরক্তি ও পাদুকা প্রহার প্রভৃতি দ্বারা ভৃত্যদিগের প্রতি যত্ন প্রকাশ করিতে ভাল বাসেন, তাঁহারা পার্কারের এ প্রকার বিসদৃশ ব্যবহারের কথা শুনিয়া তাঁহার নিন্দা করিবেন, সন্দেহ নাই। কখন কখন পার্কার রাত্রি নয়টা হইতে দশটার মধ্যে নীচে আসিয়া কোন একখানি নূতন পুস্তকের পাত কাটিতেন ও পরিবারবর্গের সহিত গল্প করিতেন। তৎপরে সকলকে শয্যায় প্রেরণ করিয়া পুনর্ব্বার আপনার পাঠাগারে গমন পূর্ব্বক অধ্যয়ন অথবা গভীর চিন্তায় নিশীথকাল পর্য্যন্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। তৎপরে শয্যায় আসিতেন বটে, কিন্তু অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলস্বরূপ অনিদ্রা-রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন যে, কোনক্রমেই সহজে তাঁহার নিদ্রা আসিত না।

ক্যাবট্ নামক একজন যুবা পুরুষ পার্কারের পরিবারভুক্ত ছিলেন পাঁচ কিম্বা ছয় বৎসর বয়সে তিনি মাতৃহীন হইলে পার্কার তাঁহাকে গ্রহণ করেন, এবং অপত্য-নির্ব্বিশেষে চিরদিন প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, একটী অবিবাহিতা মহিলা তাঁহার পরিবারে থাকিয়া প্রতিপালিতা হইতেন।

পার্কার ইতর প্রাণীগণকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তন্মধ্যে, কেন বুঝা যায় না, ভল্লুকজাতি বিশেষরূপে তাঁহার অনুগ্রহ ও প্রীতির পাত্র ছিল। অত্যন্ত মনোযোগপূর্ব্বক তিনি ভল্লুকের কার্য্য সকল দর্শন করিতেন। কোন পশুশালায় গমন করিলে, যেখানে ভল্লুক থাকিত সেখানে গিয়া উহাকে আহার দিতেন ও উহার সহিত কথা কহিতেন,—এমনি নিবিষ্টচিত্তে তিনি ভল্লুকের কার্য্য দেখিতেন যে, তাঁহার আহারের সময় অতীত হইয়া গেলেও তাঁহাকে তথা হইতে লইয়া আসা কঠিন হইত। তাঁহার গৃহে ভল্লুকের ছবিতে পূর্ণ,ভল্লুকের ছবি উপহার পাইলে তিনি সন্তুষ্ট, সাময়িক পত্রিকায় ভল্লুক সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য বিবরণ সংগ্রহে ব্যস্ত। পার্কার বিদেশে গিয়া যে সকল ভল্লুক দেখিতেন, গৃহে পত্র লিখিবার সময় তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইতেন। কুমারী কব্ প্রদত্ত একটি ভল্লুক চিহ্ন তাঁহার গলসংলগ্ন বস্ত্রে পরিদৃশ্যমান থাকিয়া ভল্লুক জাতির প্রতি তাঁহার অহেতুকী অনুরাগ প্রকাশ করিত।

"জীবে দয়া" যে তাঁহার চরিত্রের একটি প্রধান লক্ষণ ছিল, তাহা নানা প্রকারে প্রকাশ পাইত। যখন বোষ্টন নগরের পথ প্রভৃতি তুষারাবৃত হইত, কপোতকুল আহারাভাবে কষ্ট পাইত, তিনি আপনার পাঠাগারে তাহাদের জন্য খাদ্য রাখিয়া দিতেন, দলে দলে কপোত সকল আসিয়া উহা আহার করিত। একবার একটি বাটীতে অবস্থিতিকালে পার্কার শুনিলেন যে, একজন স্ত্রীলোক তাঁহার শিশুকে আমোদ দিবার জন্য রন্ধনশালার মেজের পায়ে একটী কীটকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, কীটটি ক্রমাগত পলাইবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না, দেখিয়া শিশু বড় আহ্লাদিত হইতেছে। এই সংবাদে পার্কারের মনে কষ্ট হইল। ক্রীতদাসদিগের মুক্তিদাতা তৎক্ষণাৎ রন্ধনশালায় গমন করিয়া, ক্ষুদ্র কীটটিকে বন্ধন দশা হইতে মুক্ত করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

পার্কারের ন্যায় একজন অসামান্য ঈশ্বরপ্রেমী যে, অতিশয় পুষ্প ভাল

বাসিতেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য কথা নহে। তিনি সর্ব্বদাই সম্মুখে পুষ্প রাখিতেন। উপাসনালয়ে আচার্য্যের কার্য্য করিবার সময় নিকটে পুষ্প থাকিত; পুষ্পকুলকে ভগবানের প্রেমের চিহ্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। তৎপরে রোগী ও শোকার্ত্তদিগকে দেখিতে যাইবার সময় সেই পুষ্প সেখানে লইয়া যাইতেন। উদ্যানজাত পুষ্প অপেক্ষা বন্য-পুষ্প অধিক ভাল বাসিতেন। নির্জ্জন প্রদেশে ভ্রমণ করিযা কোন্ কোন্ জাতীয় পুষ্প বিকসিত হয়, তাহার সন্ধান লইতেন। বন্য পুষ্পের বিষয়ে এতদুব সংবাদ লইতেন যে, যেদিন যেখানে যে ফুলটি ফুটিবে, পূর্ব্ব হইতে জানিতে পাবিযা সেখানে গিয়া ফুলটি লইয়া আসিতেন। বৃক্ষকে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে বলিযা তিনি কখন অধিক পুষ্প তুলিতেন না, এবং বন্ধুগণকেও সেইরূপ করিতে উপদেশ দিতেন।

পুষ্পের সহবাসে তিনি কত আনন্দ লাভ কবেন, বর্ণনা করিয়া পার্কার তাঁহার দৈনন্দিন লিপিব একস্থলে এইরূপ বলিতেছেন; "কোন অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক অথবা বালিকার বিকাশোন্মুখ আত্মা আমাকে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দ দান করে। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে, আমার এক জন প্রিয বন্ধুর কযেকটি শিশু আছে; আমি তাহাদেব, সহিত খেলা কবিতে পাই। তাহাবা আমাকে 'পার্কি' বলিযা ডাকে, উহা আমার ভাল লাগে। উহাতে আমাব নীবস হৃদয় উপকাব লাভ করে"

লোকের ভালবাসা লাভ করিতে না পারিয়া অনেকেই একান্ত ক্ষুব্ধ থাকেন। কিন্তু তাঁহাবা জানেন না যে, ভালবাসা না দিলে ভালবাসা পাওয়া সুকঠিন। অনেক লোকে তাঁহাকে ভালবাসেন দেখিয়া পার্কার আশ্চর্য্য হইতেন। মধ্যে মধ্যে বন্ধু বান্ধবের নিকট লিখিত পত্রে এই ভাব প্রকাশ করিতেন। বাস্তবিক তিনি ভালবাসা দিতে পারিতেন বলিয়াই ভালবাসা প্রাপ্ত হইতেন। এক খানি পত্রে তিনি বলিতেছেন;— "আমি যেমন নবনারীর স্নেহময় বন্ধুতা প্রাপ্ত হইযাছি, বোধ হয়, আর কেহই এমন পান নাই। আমি অনেক সময় ইহাতে আশ্চর্য্য হই। কারণ, যাঁহারা ধর্ম্ম ও রাজনীতির জন্য আমার শত্রু হইয়াছেন, তাঁহারা আমাকে এই সংসারের পাপাত্মাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর ও হৃদয়বিহীন লোক বলিয়া মনে করেন।"

পার্কার আপনাকে এত অধিক ভালবাসার অযোগ্য বলিয়া মনে করি-

তেন। তাঁহার দৈনন্দিন লিপির একস্থলে বলিতেছেন;—"ইহা (বন্ধুগণের ভালবাসা) আমাকে সেই দুঃখময় প্রাচীন কালের কথা ক্রমাগত বলিয়া দেয়, যখন সত্যপ্রচার করিতে হইলে প্রাণ দিতে হইত এত ভালবাসার উপযুক্ত হইবার জন্য আমি মহৎ জীবন লাভ করিবার চেষ্টা করিব।"

কুমারী কব্ পার্কারের সম্বন্ধে বলিতেছেন;—"তাঁহার প্রবল ও পরিষ্কার বুদ্ধিশক্তি, হৃদয়ের অপেক্ষা নিম্নতর স্থান অধিকার করিয়াছিল। পার্কার তাঁহার বন্ধুগণকে এরূপ প্রগাঢ়রূপে ভাল বাসিতেন যে, সে প্রকার ভালবাসা পুরুষজাতির মধ্যে দুষ্প্রাপ্য বলিয়া আমরা (স্ত্রীলোকেরা) সেরূপ প্রীতিসুখভোগের বিশেষ অধিকারীরূপে গণ্য হই। বাস্তবিক উক্ত প্রকার প্রেমে যেমন পুরুষের পুরুষত্ব, সেইরূপ স্ত্রীলোকের স্ত্রীলোকত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও অন্যান্য পরিবারবর্গের প্রতি তাঁহার হৃদ্গত স্নেহ, সহস্র প্রকার যত্ন ও ভাবনায় ক্রমাগত প্রকাশ পাইত।"

"প্রতিবার ডাকে দূরদেশ হইতে তাঁহার নামে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ পত্র আসিত। কবিত্ব ও শিল্প-বিষয়ে তিনি সুরুচি-সম্পন্ন ও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। লোকের সহিত তাঁহার ব্যবহার অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও হৃদয়-গ্রাহী ছিল। এরূপ কোন উচ্চদরের মানবীয় কার্য্য নাই, যাহা তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিত না। বিশুদ্ধ আনন্দময় রসিকতা তাঁহার প্রকৃতিকে প্লাবিত করিয়া রাখিত। আমরা দেখিয়াছি যে, তিনি তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণকে যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহা অতি নির্দ্দোষ রসিকতায় পূর্ণ।"

অকৃত্রিম প্রণয়ের নিদর্শন-স্বরূপ সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য যে সকল সামগ্রী তিনি বন্ধুগণের নিকট হইতে উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদয়ে পরিবৃত থাকিয়া তিনি যেমন সুখানুভব করিতেন, সেইরূপ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আপনাকে এত ভালবাসার অযোগ্য মনে করিয়া দুঃখিত হইতেন।

পার্কার তাঁহার বিশেষ বিশেষ বন্ধুর জন্মদিনে পারিবারিক উৎসব করিতেন। পরিবারবর্গ ও বন্ধুগণের পক্ষে তাঁহার নিজের জন্মদিন একটী মহা আনন্দের দিন বলিয়া গণ্য হইত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

দয়া ও পরসেবা।

পার্কারের দয়া-বৃত্তি স্বভাবতঃ অত্যন্ত প্রবল ছিল। কেহ কোন দুঃখে পড়িয়াছে জানিতে পারিলে, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইতেন। দুঃখ-গ্রস্ত ব্যক্তি নিজে আসিয়া তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কবিবে বলিয়া তিনি কখন প্রতীক্ষা করিতেন না। দুঃখ ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে তিনি অন্বেষণ করিয়া লইতেন। এমন অকৃত্রিম ভ্রাতৃ প্রেমের সহিত দান কবিতেন যে, যে কোন ভদ্রলোক উহা অস্বীকাব করিতে পারিতেন না। যখন সপ্তদ্রশ বর্ষ বয়স্ক বালক ছিলেন, তখন হইতে চির-দিন তিনি কোন না কোন দরিদ্র ছাত্রেব শিক্ষার ভার বহন করিয়া-ছিলেন। হার্ভার্ড কলেজের অধ্যক্ষকে তাঁহার বলা ছিল যে, যে কোন ছাত্র অর্থাভাবে কলেজে পড়িতে অক্ষম হইবে, তিনি তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন। এইরূপ তিনি অধ্যক্ষের দ্বারা গোপনে দরিদ্র ছাত্রগণকে সাহায্য দান করিতেন। এইরূপে বহু সংখ্যক ছাত্র কোথা হইতে সাহায্য আসিতেছে, কিছুমাত্র না জানিয়া কালেজের শিক্ষা শেষ করিতে সক্ষম হইতেন। পার্কার যখন কালেজে ছিলেন, একদিন দেখি-লেন যে, একজন ছাত্র অর্থাভাব নিবন্ধন একটা কদর্য্য মাদুরে শয়ন করিয়া আছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্তে কিছু গুঁজিয়া দিয়া একটা অপেক্ষাকৃত ভাল মাদুর ক্রয় করিতে অনুরোধ করিলেন।

কেবল অর্থ সাহায্য দ্বারা বিদ্যার্থীদিগের সাহায্য করিতেন, এমন নহে; ওয়েষ্ট রক্সবেরি অবস্থিতি কালে, তথায় কোন স্ত্রী বিদ্যালয় না থাকাতে তিনি তাঁহার উপাসনাসমাজের সভ্যগণের দুহিতাগণকে শিক্ষা দিয়া সুশিক্ষিতা করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি সেখানে বালকদিগের বিদ্যা-ধ্যয়নের তত্বাবধান করিতেন এবং তাহাদের রচনা সংশোধন করিয়া দিতেন।

কোন ব্যক্তি সাহায্য প্রার্থনায় তাঁহার নিকট আসিলে, তিনি বিশেষ

কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও তৎক্ষণাৎ সস্নেহভাবে বলিতেন "আপনার জন্য কি করিব বলুন।" কত প্রকার লোক যে কত প্রকার অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য তাঁহার নিকটে আসিত, তাঁহার একজন চরিতাখ্যায়ক তাহার একটি তালিকা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পল্লিগ্রামেব যাজকগণ গ্রন্থ পাঠ বা প্রবন্ধ রচনা বিষয়ে আপনাদের বিদ্যা বুদ্ধিতে না কুলাইলে তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন। আমেরিকায় বাস করিবার জন্য বিদেশ হইতে সমাগত নিরাশ্রয় ব্যক্তি তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। যাঁহারা কোন কালে তাঁহার বক্তৃতায় বা উপাসনায় আসিতেন না, তাঁহারাও বিপদে পড়িয়া তাঁহার নিকটে পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিতেন। অনেক যুবাপুরুষ সাংসারিক অবস্থা ভাল করিবার জন্য তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্যের প্রত্যাশী হইতেন। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি গ্রীক ও লাটিন ভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে, তাঁহার নিকটে আসিতে বাধ্য হইতেন। গ্রন্থকার ছাপাখানায় গ্রন্থ পাঠাই-বার পূর্ব্বে তাঁহাকে একবার দেখাইবার জন্য; প্রতিবাসী শিশু-গণ তাঁহার নিকট হইতে খেলনা লইয়া ক্রীড়া কবিবার জন্য; কোন কোন সভার সম্পাদকগণ তাঁহাদের সভার বিজ্ঞাপনী লিখিয়া দিবার জন্য; রাজকর্ম্মচারীগণ কোন প্রস্তাবিত রাজ কার্য্যের ঔচিত্যানৌচিত্য বিচারের জন্য; কোমল হৃদয়া মাতা দুষ্ট সন্তানকে বশীভূত করিবার পরামর্শ লই-বার জন্য; সুরাপান নিবারণ কার্য্যে তিনি বিশেষরূপে কৃতকার্য্য হই-তেছেন বলিয়া, কোন কোন সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহাকে ধন্যবাদ করিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিতেন।

কখন কখন উৎসাহী খৃষ্টীয়ান প্রচারকগণ খৃষ্টের ঈশ্বরত্বে তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন জন্য তাঁহার নিকটে বসিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন, বলিয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি তাঁহাদিগকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিতেন, এবং প্রার্থনা দ্বারা অভীষ্ট বিষয়ে চেষ্টা করিতে বলিতেন। কখন কখন রুষ্টপ্রকৃতি লোকে অনুমান করিতেন যে, পার্কার তাঁহার বক্তৃতার কোন স্থলে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গালি দিয়াছেন; তজ্জন্য ক্রোধান্ধ হইয়া চাবুক প্রহার দ্বারা তাঁহাকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বাটীতে পদার্পণ করিতেন। কিন্তু পার্কারের মধুর বাক্য ও গম্ভীর কোমল ভাবে পরাস্ত হইয়া গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতেন।

স্ত্রীলোকেরা স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মনে করিতেন যে, পার্কার তাঁহাদের স্বামীর মন ফিরাইয়া দিতে পারিবেন। উক্ত বিষযে অনুরোধ কবিবার জন্য তাঁহার নিকটে লোক পাঠাইতেন। স্ত্রী পুরুষে কলহ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইবাব জন্য তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিতেন ; কিন্তু তিনি উভযকেই এমন সদুপদেশ প্রদান করিতেন যে, তাঁহাবা পুনর্ব্বার সদ্ভাবে মিলিত হইযা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। অনেক সময় বালক বালিকাগণ কেহ গদ্য, কেহ পদ্য লিখিযা সংশোধন কবিয়া লইবার জন্য আসিত। তাঁহাব দৈনন্দিন লিপিতে আছে যে, তিনি একবার একজন প্রতিহিংসাপবায়ণ ক্রোধান্ধ ব্যক্তিকে অনেক বুঝাইয়া তাহাকে তাহার সংকল্পিত ভয়ঙ্কর নরহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিযাছিলেন।

এইরূপে নানা প্রকার কার্য্যে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত। তাঁহার বন্ধুগণ দেখিলেন যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে। তাঁহাকে বিশ্রাম দিবার অভিপ্রাযে মধ্যে মধ্যে তাঁহারা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কয়েক দিবসেব জন্য স্থানান্তরে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। একবার এইরূপ ভ্রমণেব সংকল্প স্থিব হইয়াছে, এমন সময়ে একজন দরিদ্র অপবিচিতা কাফ্রি-নারী তাঁহার সন্তানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সুখ-প্রদ ভ্রমণ সংকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অনুবোধ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

সমগ্র সভ্য জগতের পণ্ডিতবর্গ ও ধর্ম্ম জিজ্ঞাসুদিগের সহিত তিনি পত্র-দ্বারা আলাপ পরিচয় করিতেন। সকল শ্রেণীর লোকের সহিত তাঁহার পত্রাদি লেখা চলিত। রাজনীতিজ্ঞ, দেশের শাসনকর্ত্তা, পার্লেমেণ্ট প্রভৃতি সভাব সভ্য ও সভাপতি, ধর্ম্মযাজক সাহিত্যানুবাগী পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, পুরাতত্ত্ববিৎ, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, বিদ্যালয়ের বালক, কোমল-মতি বালিকা, শোকার্ত্ত বন্ধু প্রভৃতি জনসমাজের উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীভুক্ত লোককে তিনি পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করিতেন। পত্র দ্বারা তিনি ইয়োরোপ ও আমে-রিকার সকল অংশে সত্য প্রচার করিতেন।

তিনি যে সকল পত্র লিখিতেন তাহার কতক অংশের নকল রাখিতেন। উহারই সংখ্যা নয় শত আটচল্লিশ। ইয়োরোপের একজন বন্ধুকে তিনি যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা সমুদয়ে তিন শত পৃষ্ঠা। তাঁহার জ্ঞান যেমন নানাবিষয়ে ছিল, সেইরূপ তাঁহার পত্রসকলও নানাবিষয়ে লিখিত

হইত। ধর্ম্মবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, রাজনীতি, দর্শনশাস্ত্র, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইত।

এস্থলে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, পার্কার স্বদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্কার কার্য্যে যার পর নাই ব্যস্ত থাকিয়াও এত পত্র লিখিবার অবসর কেমন করিয়া পাইতেন? রেলের গাড়ীতে যাইতে যাইতে, একখানি গ্রন্থপাঠ শেষ করিয়া আর একখানি গ্রন্থ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, আহারের পূর্ব্বে অথবা শয্যায় যাইবার পূর্ব্বে অনেক সময় এই কার্য্যে ব্যয়িত হইত।

পার্কারের প্রকাশিত বক্তৃতাদি যাঁহাদের হৃদয়ান্ধকার বিদূরিত করিয়া সত্যালোক প্রকাশ করিত, এমন ব্যক্তির নিকট হইতে প্রায় প্রতিবার ডাকে তিনি কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ পত্র প্রাপ্ত হইতেন। আমরা নিম্নে এইরূপ একখানি পত্রের মর্ম্মানুবাদ দিলাম।

"সৃষ্টিকার্য্যে মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে চিন্তা করিয়া আমি যে ভাব, যে আনন্দ ও শান্তি অনুভব করিতেছি, আমার ক্ষমতা থাকিলে আমি তাহা লিখিয়া আপনার নিকট প্রকাশ করিতাম। অনধিককাল পূর্ব্বে পরমেশ্বরের ভাব অতি ভয়ঙ্কর বলিয়া আমার মনে হইত। যখন গভীর রজনীতে অনন্ত নরকের কথা স্মরণ হইত এবং সেই সঙ্গে ইহাও মনে হইত যে, সম্ভবতঃ আমি সেই নরকে গমন করিব, তখন কি ভয়ানক আশা-শূন্য যন্ত্রণা আমাকে সহ্য করিতে হইত! কিন্তু নরকের ভাব যতই কেন ভয়ানক হউক না, খৃষ্টধর্ম্মের ঈশ্বরের ভাব তদপেক্ষাও ভয়ানক। যদিও লোকে আমাকে অবিশ্বাসী বলিতেছে, আমার হৃদয়-বন্ধুগণ আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন, তথাচ আমি পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে, আমার সে প্রকার ভয়ানক বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। সেরূপ বিশ্বাসের অপেক্ষা এই সকল কষ্ট বহন করা আমি দশগুণ অধিক শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করি। এখন আমার চিন্তা নূতন, আশা নূতন, উদ্দেশ্য নূতন। এখন আমার সকলই নূতন; নূতন স্বর্গ, নূতন পৃথিবী, অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ আর আমার সম্মুখে নাই। এখন আমি গৌরবান্বিত, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আছি। আমি এমনি শান্তিপূর্ণ ধীরতার সহিত আমার পরবর্ত্তী জীবনের প্রতি তাকাইয়া আছি যে, উহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য্য হই। আমার আর ভয় নাই, কেননা আমি মঙ্গলকে ভয় করিতে পারি না। আমার জীবনের ভাবী উদ্দেশ্য সম্বন্ধে

আমার মন স্থির মীমাংসায় উপনীত হইয়াছে। আপনার পদাঙ্কের অনুসরণ করাই আমার ইচ্ছা। আপনি আমার হৃদয়ে যে সত্যকে উদ্দীপিত করিয়াছেন, তাহাই আমি লোকের নিকটে ঘোষণা করিব। আমি বিশ্বস্ততা ও নির্ভীকতার সহিত ইহা সম্পন্ন করিব; পরমেশ্বর আমাকে সাহায্য করুন।"

পার্কারের সমাজের কার্য্য এতদিন পর্য্যন্ত যে স্থানে সম্পন্ন হইতেছিল, এক্ষণে কোন কারণ বশতঃ আর তথায় তাঁহারা স্থান পাইলেন না। ১৮৫২ সালেব ১৪ই নবেম্বর, সেখানে শেষ উপাসনা হইয়াছিল। স্থানাভাবে কয়েক সপ্তাহ সমাজের কার্য্য বন্ধ রহিল। এই অবকাশ কালে পার্কার বিভিন্ন মতাবলম্বী খ্রীষ্টীয় উপাসনা সমাজ সকলের উপাসনায় উপস্থিত হইযা তাঁহাদের বক্তৃতাদি শ্রবণ করিতেন। ক্রমে মিউজিক্ হল (Music Hall) নামক সুপ্রসিদ্ধ অট্টালিকায় তাঁহার সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে আরম্ভ হইল।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

সাহিত্য চর্চ্চা।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পার্কারের প্রকাণ্ড পুস্তকালয় ছিল। বাটীর তৃতীয তলে, তাঁহার পাঠাগাবে তাঁহার পুস্তক সকল থাকিত। কিন্তু ক্রমেই পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পার্শ্ববর্ত্তী গৃহটী পুস্তকের আলমারিতে পূর্ণ হইল। ক্রমে তৃতীয়তল বাটীব সমুদয় ঘর, বৈঠকখানা, সিড়ি ও স্নানাগাব পর্য্যন্ত সকলই পুস্তকের আলমারিতে পূর্ণ হইল। কেবল আহার করিবার ঘরটী অবশিষ্ট থাকিল। এতদ্ভিন্ন, ক্ষুদ্র পুস্তিকা ও সাময়িক পত্রিকা, দেয়ালে সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আল্‌মাবিতেও অনেকগুলি বাক্‌সবন্দি হইয়া স্তূপাকারে রক্ষিত হইযাছিল। রাশি রাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা ভিন্ন, ১৩০০০ খণ্ড গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল।

অনেকে ঘর সাজাইবার জন্য পুস্তক ক্রয় করিতে ভাল বাসেন। বলা বাহুল্য যে, পার্কার সে শ্রেণীর লোক ছিলেন না। তিনি প্রত্যেক পুস্তক পাঠ করিতেন।

শত প্রকার কার্য্যের মধ্যে তিনি এত পুস্তক কেমন করিয়া পড়িতেন, ইহা বাস্তবিক আশ্চর্য্য কথা; কিন্তু সামান্য বুদ্ধির নিকট যাহা অসম্ভব, প্রতিভাশালীর নিকট তাহাই সম্ভব। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এত কাজ করিতে পাবিতেন যে, অন্য লোকের নিকট তাহা গল্পের কথা। তিনি সেই জন্য বলিতেন যে, সময় তাঁহার নিকট ভারতবর্ষীয় রবরের তুল্য।

রাজনীতিজ্ঞ গ্লাডষ্টোন্ সাহেবের বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে যে, তিনি একখানি পুস্তকের পত্র আস্তে আস্তে উল্‌টাইয়া অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে, উহাতে কি কি কথা আছে অবগত হইতে পারেন। পার্কারেরও এই প্রকার শক্তি ছিল। কখন কখন গল্প করিতে করিতে একখানা পুস্তক পড়িয়া ফেলিতেন। কখন কখন একখানা বড় পুস্তকের পাতা কাটিতে কাটিতে উহা পড়িয়া ফেলিতেন।

এক দিবস তিনি ঐ রূপ একখানি পুস্তকের পাতা কাটা শেষ করিয়া

বলিলেন যে, উহা তিনি পড়িয়া ফেলিলেন। সম্মুখস্থ জনৈক অভ্যাগত ব্যক্তি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আপনি বোধ হয় উহা পড়েন নাই; নিশ্চয়ই না।" পার্কার বলিলেন "আমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখুন।" তখন অভ্যাগত ভদ্রলোক নিজ হস্তে পুস্তক লইয়া তাঁহাকে যত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি সমুদয়েরই সম্পূর্ণ উত্তর প্রদান করিলেন; ভদ্রলোকটি দেখিয়া অবাক্ হইলেন! প্রাচীন কালের দার্শনিকেরা বলিয়াছেন যে, মানুষ একই সময়ে দুই বিষয়ে মন দিতে পারে না *। পার্কারের ঠিক্ যেন দুটা মন ছিল; একই সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে আশ্চর্য্যরূপ মনঃ সংযোগ করিতে পারিতেন।

তাঁহার স্মৃতি-শক্তির বিষয়, পাঠক পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। এ প্রকার অদ্ভুত শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি যে, পঞ্চবিংশতিটী ভাষার জ্ঞান ও তন্মধ্যে বিংশতি ভাষার প্রাচীন ও নব্য সাহিত্যে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। কালেজে থাকিতেই দশটী ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল।

পার্কার ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার সহাধ্যায়ীদিগের সহিত মিলিত হইয়া একখানি সাময়িক পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। অনেকগুলি ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ে উহাতে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে প্রায় চিরজীবন তিনি আমেরিকার প্রধান প্রধান সাময়িক পত্রে সর্ব্বদাই লিখিতেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ইমার্সন্ সাহেবের সহিত একত্রে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। ইমার্সন্ অস্বীকার করাতে তাঁহাকেই সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। উক্ত পত্রিকায় তাঁহার রচিত অনেকগুলি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিছুকাল উক্ত পত্রিকা চালাইয়া, পরিশেষে তিনি দাস-ব্যবসায় রহিত করিবার জন্য ও অত্যাচার-পীড়িত পলায়িত দাসদিগকে সাহায্য দান করিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, পত্রিকা লিখিবার আর লেশমাত্র সময় থাকিল না; সুতরাং উহা উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

পার্কার তাঁহার ধর্ম্ম-বিষয়ক দশটী উপদেশ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেন। পুস্তকখানি মহাত্মা ইমার্সনের নামে উৎসর্গ করা হইল। উৎসর্গ পত্রে লিখি-

---

* হামিলটন্ প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই মত খণ্ডন করিয়াছেন।

লেন যে, ইমার্সনের প্রতিভার জন্য তাঁহার প্রতি অনুরাগ নিবন্ধন এবং তাঁহার চরিত্রে প্রতিভা অপেক্ষাও অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ যাহা আছে, তজ্জনিত প্রেমের জন্য, পুস্তকখানি তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত হইল। পাঠক ও পাঠিকা! বলুন দেখি, প্রতিভা অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ পদার্থ কি ?

১৮৫৭ ও ৫৮ সালে পার্কার তাঁহার উপাসনালয়ে "পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ বিষয়ে জড় জগতের সাক্ষ্য" নামে কতকগুলি উপদেশ প্রদান করেন। ঊণষাট খৃষ্টাব্দে পীড়িতাবস্থায় ঐ উপদেশ গুলি সম্বন্ধে পার্কার তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন ;—"ঐ উপদেশগুলি মুদ্রিত করিবার জন্য আর কিছু-দিন বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। * * আমার বাঁচিয়া থাকিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা প্রবল নহে। কিন্তু কতকগুলি অসম্পন্ন কার্য্য শেষ করিবার জন্য দুই এক বৎসর বাঁচিতে চাই। তথাচ বলি, আমি সর্ব্বদাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছি। পরলোকবাসীদিগের নিকট চলিয়া যাইতে হইবে ভাবিলে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে কোন ক্লেশ হয় না।"

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সাহিত্য-চর্চ্চা।

পার্কার "মানবজাতির মধ্যে ধর্ম্মের বিকাশ" নামে এক খানি পাণ্ডিত্য-পূর্ণ, জ্ঞান-গর্ভ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিম্ন-লিখিত কয়েকটি বিষয়ানুসারে গ্রন্থখানি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করিবেন, সংকল্প করিয়াছিলেন। ১ম, ধর্ম্ম ও তাহার প্রমাণ। ২য়, বিভিন্ন আর্য্য জাতির মধ্যে খ্রীষ্টের সময় পর্য্যন্ত ধর্ম্মের বিকাশ। ৩য়, খ্রীষ্টের জন্মের সময় মানবজাতির নৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অবস্থা। ৪র্থ, অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত খৃষ্ট ধর্ম্মের একতা ও ভিন্নতা। ৫ম, অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস সম্বন্ধে খৃষ্ট ধর্ম্মের ঐতিহাসিক বিকাশ। ৬ষ্ঠ, মানবজাতির ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত অমীমাংসিত কয়েকটি প্রশ্ন। এই মহা গ্রন্থের দুই শত সত্তর পৃষ্ঠা মাত্র লিখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, দশ বৎসর পরিশ্রম করিলে এই বৃহৎ গ্রন্থের রচনা শেষ করিতে পারিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য কাফ্রি দাসদিগের উদ্ধার সাধন কার্য্যে এমনি ব্যস্ত হইয়া পরিলেন যে, উহার জন্য তিলার্দ্ধ মাত্র অবকাশ রহিল না।

অন্যের রচিত পুস্তক সমালোচনা করিতে হইলে তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম-ভীরুতা বিশেষরূপে প্রকাশ পাইত। পাছে অবিচার হয়, এই ভয়ে তিনি অত্যন্ত মনোযোগ পূর্ব্বক পুস্তক পাঠ ও আলোচনা করিতেন। তিনি বলি-তেন যে, সমালোচক যেন মিথ্যাকে বিশেষরূপে ভয় করেন। এবিষয়ে তিনি আমেরিকার সমালোচকদিগের অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া-ছিলেন।

পার্কার বলিয়াছেন,—"যতই কেন মূর্খ হউক না, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প সকল বিষয়ের পুস্তক সম্বন্ধেই আমেরিকার লোক মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে। বকল্, ডারউইন্, মিলের গ্রন্থ সম্বন্ধে আমেরিকার সম্পাদকগণ, প্রায় সকলেই, মতামত প্রকাশ করিতে প্রস্তুত। কালি কলম হইলেই হইল; লেখা পড়া তাঁহাদের স্বভাব-সিদ্ধ। "তুমি কি লিখিতে পড়িতে জান?" "নিশ্চয়ই জানি, তবে কি না সে বিষয়ে কখন যত্ন করি নাই।"

* * * "পশুরা যেমন যে জল পান করে, তাহাই আবার ঘোলা করিয়া

দেয়, সেইরূপ অনেক সমালোচক সমালোচিত পুস্তক হইতেই আলোচ্য বিষয়ে সমস্ত জ্ঞান লাভ করিয়া পুস্তকের লেখককে নিন্দা করিতে থাকে।”

এ বিষয়ে পার্কারের নিজের দৃষ্টান্ত অতি চমৎকার। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান পণ্ডিত ষ্ট্রস্ (Strauss) সাহেবের লিখিত খৃষ্টের জীবনী সম্বন্ধীয় গ্রন্থের সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে, তিনি প্রথমে ষোল শত পৃষ্ঠা সম্বলিত উক্ত গ্রন্থখানি অভিনিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলেন। তৎপরে উক্ত পুস্তকের বিরুদ্ধে যত পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছিল, সমুদয় পড়িলেন। তৎপরে বিদেশীয় ভাষায় উহার যে সকল সমালোচনা প্রকাশ হইয়াছিল, সকলই উদরসাৎ করিয়া উহার সমালোচনা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রেস্‌কট্ সাহেবের রচিত ইতিহাস গ্রন্থের সমালোচনা লিখিবার পূর্ব্বে, প্রেস্‌কট্ সাহেব গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য নিজে যে সকল পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন, পার্কার সে সমুদয়ই পাঠ করিলেন। কেবল গ্রন্থকারের নিকট হস্ত লিখিত কতকগুলি পুস্তক ছিল, তাহাই তাঁহার পড়া হইল না। তিনি এইরূপে আট খণ্ড বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকে, অন্যান্য গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত যাবতীয় অংশ মিলাইয়া দেখিয়াছিলেন।

ওরিএণ্টাল্ সোসাইটি (Oriental Society) নামক একটী সভায় মহম্মদের বিষয়ে একটি সন্দর্ভ পাঠ করিবার জন্য পার্কার একবার অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি এজন্য স্পেন দেশীয় ভাষা ও আর্‌বি ভাষায় লিখিত মহম্মদ সম্বন্ধীয় মূল গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিলেন। তৎপরে উক্ত বিষয়ে অন্যান্য যত পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাঁহার পুস্তকালয়ের মেজের উপর পাশাপাশি করিয়া সাজাইলেন; উহা সর্ব্বশুদ্ধ বার ফুট হইল। এই সমুদয় গুলি অভিনিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিয়া প্রত্যেক পুস্তকের সারধর্ম্ম সংগ্রহ করিলেন। তৎপরে মহম্মদ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

পার্কারের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু তাঁহার সত্যানুরাগ ও ন্যায়পরতা সকলেরই অনুকরণীয়। এস্থলে, আমাদের অনেক বঙ্গীয় সমালোচকের অদ্ভুত চরিত্র বিশেষজ্ঞ পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া অনাবশ্যক। * * কুমারী কবের প্রকাশিত, চতুর্দ্দশ খণ্ডে বিভক্ত, পার্কারের রচিত পুস্তক, প্রবন্ধ, ও বক্তৃতা সকল পাঠ করিলে, পাঠক যেমন একদিকে তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চার প্রভূত প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন, সেইরূপ, আবার যার পর নাই আধ্যাত্মিক উপকার লাভ করিবেন।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

সামাজিক উপাসনা ও উপদেশ।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দের একবিংশ দিবসে পার্কারের সমাজ মিলোডিয়ন্ হইতে, মিউজিক্ হল নামক সুপ্রশস্ত ভবনে উঠিয়া আসিল। নূতন স্থানে যে দিন প্রথম সমাজ হইল, সে দিন তাঁহার মুখ নির্গত অগ্নিময় বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য অত্যন্ত জনতা হইয়াছিল। তিনি কেমন স্বর্গীয় বিনয়ের সহিত দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছিলেন। "এত লোককে খাইতে দিবার অন্ন আমি কোথায় পাইব ?"

তাঁহার উপাসনালয়ে তাঁহার সম্মুখে সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ শোভিত একটি ডেস্ক থাকিত। তিনি তথায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রতি রবিবার তিন সহস্র লোকের হৃদয় মন বিলোড়িত করিয়া দিতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার উপদেশ মুদ্রিত হইয়া আরও সহস্র সহস্র লোকের উপকাব সাধন করিত। কোন কোন ক্ষমতাশালী খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এত অধিক সংখ্যক শ্রোতা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, শুনা যায় বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্ম দেশের ধর্ম্ম; মধুর সংগীত প্রভৃতি বাহ্য আকর্ষণের সাহায্য লইয়া তাঁহারা কার্য্য করিতেন; কিন্তু পার্কার উক্ত প্রকার কোন বাহ্য-আকর্ষণের সাহায্য ব্যতীত, দেশবাসীদিগের অননুমোদিত, এমন কি, তাঁহাদের ঘৃণিত ধর্ম্মমত প্রচারে, যে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা এবং সুগভীর ধর্ম্মভাব ব্যতীত অন্য প্রকারে হওয়া সম্ভবপর নহে।

পার্কারের উপাসনালয়ে যে সকল সংগীত হইত, তন্মধ্যে দুইটী সংগীতের গদ্যানুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম। এই দুটী তাঁহার বিশেষ প্রিয় সংগীত ছিল।

(১) "তোমার ভয় ভাবনা বায়ুতে উড়াইয়া দেও; নির্ভীক হইয়া আশান্বিত হও। পরমেশ্বর তোমার দীর্ঘ নিশ্বাস শুনিতেছেন, এবং তোমার অশ্রুবিন্দু গণনা করিতেছেন। পরমেশ্বর তোমার মস্তক উন্নত করিবেন।

"যদিও আমরা বুঝিতে পারি না, তথাচ পৃথিবী ও আকাশ-মণ্ডল

বলিয়া দিতেছে যে, তিনি পিতা হইয়া সকল পদার্থকে পরিচালিত করিতে-ছেন।"

(২) "যখন স্বর্গধামে যাইবার জন্য অন্য লোককে শোণিত-সমুদ্র পার হইতেহইয়াছে,তখন কি আমি সুখময় পুষ্পশয্যায় সেখানে নীত হইতে পারিব?

"হৃদয় হইতে এই প্রশ্নের যে উত্তর আসিতেছে, তাহা উদ্দেশ্য হীন জীবনের শান্তি ও আরাম নহে। সে উত্তর এই ;—অন্তরে পাপপ্রবৃত্তি-নিচয়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ, বাহিরে সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল বিনাশের জন্য সুদৃঢ় সংকল্প ও বিশ্বাসের সহিত তাহাদিগকে আক্রমণ এবং প্রেম ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান প্রণোদিত কার্য্যই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য।"

খৃষ্টীয় জগতের ধর্ম্মালয় সকলে বাইবেল ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থ কখন পঠিত হয় না। উদার ইউনিটেরিয়ানগণও এনিয়ম অতিক্রম করিতে কখন সাহস করেন নাই। পার্কার কেবল অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ নহে, ভক্তি রসাত্মক সাহিত্য-সংক্রান্ত পুস্তকও ধর্ম্মালয়ে উপাসনার সময় পাঠ করিতে লাগিলেন।

পার্কার যখন তাঁহার উপাসনালয়ে প্রার্থনা কবিতেন, অধিকাংশ সময় তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসাইয়া প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইত।

ব্রহ্মবাদিনী কুমারী কবের নিকট একজন ধার্ম্মিকা নারী বলিয়াছিলেন যে, রবিবারে উপাসনালয়ে পার্কারকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই বুঝিতে পারিতেন যে, তিনি পরমেশ্বরকে নিকটে দেখিতেছেন। "যখন তিনি আমাদেব সঙ্গে একত্রে প্রার্থনা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইতেন, তাঁহার গভীর আনন্দ-পূর্ণ মুখে আমরা উহা দেখিতে পাইতাম।"

উপাসনা পার্কারের হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থা হইয়াছিল। একজন বন্ধু তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "রবিবারে ধর্ম্মালয়ে উপাসনার কার্য্য করা কি ধর্ম্ম-যাজকের পক্ষে কখন কখন বিরক্তিকর হয় না?" পার্কার উত্তর করিলেন,—"আমার কখন সেরূপ হয় না। আমার চিত্ত স্বভাবতঃ সর্ব্বদা প্রার্থনাশীল। যখন আমি পথ দিয়া চলিয়া যাই, অথবা কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকি তখনও আমার মনে প্রার্থনার ভাব আসিতে থাকে। বনে বা নির্জ্জন পথে ভ্রমণ করিবার সময় আমি সংগীত দ্বারা প্রার্থনা করি। ব্রহ্মযোগের উৎস অতি গভীর হইলেও উহা উপরিভাগে সর্ব্বদা উৎসারিত হইতেছে। যে কোন সময়েই হউক, প্রার্থনা উচ্চারণ করা আমার পক্ষে নিশ্বাসের ন্যায় সহজ।"

পার্কার তাঁহার একটি উপদেশে বলিয়াছেন যে, বাল্য-কালে কাহারও মুখে প্রার্থনা শুনিলে, তাঁহার মনে হইত যেন মানুষ কোন স্বর্গীয় দূতের মুখে উহা শুনিয়া শিখিয়া লইযাছে। সকল লোকে কেন প্রার্থনা করে না, ভাবিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইতেন। যখন তাঁহার বয়স হইল, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, প্রার্থনা সহজে আসে না। অনেক পরিশ্রম, কষ্ট ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া না গেলে মানুষ কখনই প্রকৃতরূপে প্রার্থনাশীল হইতে পারে না। নিদাঘ-কালীন প্রান্তরে সুখে পুষ্প-চযনের ন্যায় উপাসনার প্রকৃত ভাব সঞ্চয় করা যায না। ঝটিকাময় সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া মুক্তাফল আহরণের ন্যায় উহা কষ্টসাধ্য ও বিপদ-পূর্ণ।"

পার্কারের অসাধাবণ পাণ্ডিত্য ছিল বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার উপদেশ ও বক্তৃতায উহা প্রকাশ করা অনুচিত মনে করিতেন। তিনি গরিব দুঃখীব বন্ধু ছিলেন। যাহাতে অশিক্ষিত দুঃখী লোক পর্য্যন্ত তাঁহার বক্তৃতা বুঝিতে পাবে, তিনি সেই প্রকার সহজ ভাষায় ও সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা সকল কথা বুঝাইয়া দিতেন।

ইংলণ্ডবাসী লেটন্ সাহেব একবার আমেরিকা গমন করিয়া পার্কারের উপাসনা ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার জীবনে কখন এমন শুনেন নাই। সেই দিনকার বক্তৃতার একটী কথা বুঝাইয়া দিবার জন্য পার্কার সম্মুখস্থ পুষ্পগুচ্ছ হইতে একটী পদ্ম তুলিয়া লইলেন। তাঁহার প্রতি শ্রোতৃবর্গের ভক্তিভাব এমনি উদ্দীপিত হইয়াছিল যে, তাঁহার হাতের পদ্মটী একটু একটু করিয়া ছিঁড়িয়া সকলে গৃহে লইয়া গেলেন। এত ভক্তির কারণ কি কেবল বাক্‌পটুতা? অসাধারণ বক্তৃতা-শক্তির পশ্চাদ্ভাগে অসাধারণ চরিত্র, ভক্তি উদ্দীপনের প্রধান কারণ।

ঘোরতর বৃষ্টি বা ঝটিকা কিছুতেই উপাসক-মণ্ডলীকে উপাসনালয়ে উপস্থিত হইতে নিবারণ করিতে পারিত না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলিতেন "আমরা রবিবারে পার্কারের উপাসনা ও উপদেশ না শুনিলে কেমন করিয়া প্রশান্তচিত্তের সমুদয় সপ্তাহের পরিশ্রম ও ক্লেশ বহন করিব?"

পার্কার উপস্থিত ঘটনা হইতে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া আপনার বক্তব্য বিষয় শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিতেন। এক দিবস তিনি আমেরিকাবাসী পরলোকগত প্রসিদ্ধনামা আড্যাম্ সাহেবের জীবনী-সম্বন্ধে একটী অগ্নিময় বক্তৃতা করিবার সময়, প্রথমে তাঁহার সদ্গুণ

সকলের বর্ণনা করিয়া শেষে তাঁহার নির্ম্মল যশশ্চন্দ্রের একটী কলঙ্কের কথা বলিতে লাগিলেন। বক্তৃতার মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া সমবেত ব্যক্তি-বর্গ চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধভাবে উহা শুনিতেছিলেন। এমন সময় শ্রোতৃমণ্ডলীকে চমকিত করিয়া ঘোরতর গর্জ্জনপূর্ব্বক ছাদের উপরিস্থ স্তূপাকার বরফ ভূমিতলে পতিত হইল। পার্কার অমনি বলিয়া উঠিলেন, "এই তুষার রাশির ন্যায় তাঁহার কলঙ্ক স্খলিত হইয়া পড়িয়া যাক্, এবং তাঁহার চরিত্র সুনির্ম্মল দিবালোকের ন্যায় প্রকাশিত হউক।" পার্কার যখন বক্তৃতা শেষ করিলেন, কোন অজ্ঞাত কারণে অর্গ্যান্ যন্ত্র হইতে আপনা আপনি একটি মধুব স্বর বাজিয়া উঠিল। শ্রোতৃবর্গের মনে হইল, যেন মৃত ব্যক্তির আত্মা সঙ্গীতধ্বনি করিয়া পার্কারের ন্যায়ানুগত বাক্যের অনুমোদন করিলেন।

পার্কার খ্রীষ্টধর্ম্মের অনন্ত নরকের মত অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন; অনলোপম বাক্যে উহার প্রতিবাদ করিতেন। এক দিবস তিনি উপাসনালয়ে উপদেশে বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের অনন্ত দয়া মহাপাতকীরও উদ্ধারের উপায় করিয়া রাখিয়াছে। এমন সময় গ্যালারি হইতে এক ব্যক্তি হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিলেন—"হঁা, আমি উহাই জানি; আমি ঐরূপই অনুভব করি।" পার্কার একটু থামিয়া প্রকৃত বিশ্বাসের সহিত গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"বন্ধু! তাহাই বটে! তুমি কখনই বিপথে এতদুর চলিয়া যাইতে পার না যে, পরমেশ্বর তোমাকে ফিরিয়া আনিতে পারেন না।"

এক দিবস উপাসনার সময় একটি কুক্কুর উপাসনালয়ের ভিতরে হঠাৎ আসিযা উচ্চরব করিতে লাগিল। পার্কার কিছুতেই বিচলিত হইবার নহেন। তাঁহার ভাবস্রোতে নূতন তরঙ্গ উঠিল। তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন,—"হে সকলেব পিতা! তোমাকে ধন্যবাদ করি যে, তুমি বাক্‌শক্তিহীন সামান্য জীবকেও তোমার গুণ কীর্ত্তন করিবার ক্ষমতা দিয়াছ।"

পার্কারের উপাসনা ও উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য যে, সহস্র সহস্র লোক ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার উপাসনালয়ে উপস্থিত হইতেন, তাহার প্রকৃত কারণ, অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির সহিত প্রশস্ত গভীর হৃদয়ের যোগ। ধর্ম্ম প্রচারকের পক্ষে কেবল বিদ্যা বুদ্ধিতে কাজ হয় না। প্রাণের ভিতরে গভীর প্রশস্ত প্রেম-সরোবর চাই। পার্কারের বিদ্যা বুদ্ধি আশ্চর্য্য; কিন্তু তাঁহার

হৃদয় অধিকতর আশ্চর্য্য। তাঁহার জনৈক চরিতাখ্যায়ক বলেন যে, তিনি তাঁহার উপাসনালয়ে পাঠ করিবার জন্য যে সকল উপদেশ রচনা করিতেন, তাহা কথনই অনাদ্র´ থাকিতে পারিত না। উপদেশ লিখিবার সময় প্রেমাশ্রু-পাতে কাগজ ভিজিয়া গেল না, এমন কথনই হইত না।

পার্কারেব নিকট ধর্ম্ম একটি সংকীর্ণ পদার্থ ছিল না; তিনি বলিতেন যে, সমগ্র মানব প্রকৃতিব উপবে ধর্ম্মের অধিকাব;—জন সমাজেব সকল বিভাগের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ। ধর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপ উদার মত থাকাতেই তিনি তাঁহার উপাসনালয়ে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় বিষয়েই উপদেশ প্রদান করিতেন। কি সামাজিক, কি বাজনৈতিক সকল বিষযেবই সহিত সত্য, ন্যায়, পবিত্রতা ও হিতৈষণার সম্বন্ধ আছে। সামাজিক কি রাজনৈতিক, যে কোন বিষয়ে সত্য, ন্যায, পবিত্রতা ও হিতৈষণার অপলাপ হইতে দেখিতেন, তাহারই বিরুদ্ধে তিনি বজ্রধ্বনিতে প্রতিবাদ করিতেন। যাহাতে পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি উদ্দীপিত হয়, পবলোকে বিশ্বাস উজ্জ্বল হয়, খ্রীষ্টধর্ম্মের কুসংস্কার নিচয বিনষ্ট হয, তদুপযোগী উপদেশ সকল সর্ব্বদাই প্রদান করিতেন। তদ্ভিন্ন সুবাপান, নারীজাতির কর্ত্তব্য ও বিপদ, বাণিজ্য, জনসমাজের পতিত লোক কয়েদীদিগকে উপদেশ দিবার জন্য পার্কার কারাগারে গমন কবিতেন। পতনোন্মুখ অনাথা বালিকাদিগকে রক্ষা করিবাব জন্য তিনি একটি সভা করিযাছিলেন। এই সকল এবং এতদনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে উপদেশ দিতেন। দাসব্যবসায় তাঁহার আক্রমণের একটি বিশেষ বিষয় ছিল। তিনি ধর্ম্ম প্রচাবক হইলেও রাজনৈতিক বিষয়েও তাঁহার অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। দাসব্যবসায় লইযা যে আমেরিকায় ঘোরতর গৃহ যুদ্ধ হইবে এবং যুদ্ধ ব্যতীত যে উক্ত জঘন্য, নৃশংস প্রথা উঠিয়া যাইবে না, এ বিষয়ে তিনি পুনঃপুনঃ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

উপাসনালয়ে উপস্থিত অন্যূন তিন সহস্র ব্যক্তি ব্যতীত আরও সহস্র সহস্র লোক তাঁহার উপদেশ হইতে উপকার লাভ করিতেন। আমেরিকার সংবাদপত্র সকলে তাঁহার বক্তৃতা প্রকাশিত হইত; তদ্ভিন্ন পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া দশ সহস্র খণ্ড বিক্রয় হইত। কোন কোন বক্তৃতা জর্ম্মনি প্রভৃতি দেশে তদ্দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। স্বদেশ ও বিদেশে সভ্য জগতের সর্ব্বত্র তাঁহার বক্তৃতা সকল পঠিত হইতেছে; ও তৎসঙ্গে তাঁহার যশঃ বিস্তারিত হইতেছে দেখিয়া পার্কার তাঁহার গোপনীয় দৈনন্দিন লিপিতে এই-

রূপ লিখিয়াছিলেন ;—"আমি যশের বিষয় প্রায় কিছুই ভাবি না। কিন্তু আমাদ্বারা মনুষ্যজাতি উন্নতি পথে কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারে, এ কথা ভাবিলে আমি মোহিত হইয়া যাই।"



সপ্তবিংশ অধ্যায়।

প্রচারার্থ ভ্রমণ ও বক্তৃতা।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে পার্কার পোলাণ্ডদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। উক্তদেশের প্রতি ইয়োরোপের সমবেত রাজন্যবর্গ যে দারুণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, উক্ত বক্তৃতাটি তাহারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে পার্কারের দ্বিতীয় প্রকাশ্য বক্তৃতা হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি মার্কিন মহর্ষি ইমার্সনের সহবাস লাভ করেন। পার্কার তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে ইমার্সনের প্রশংসা করিয়া তাঁহার স্ত্রীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইমার্সন্ বলেন যে, তাঁহার স্ত্রীর জীবনে "বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।" এই দুইটি বক্তৃতার পরেই তিনি বোষ্টন নগরে ধর্ম্ম বিষয়ে পাঁচটি বক্তৃতা করেন; উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ হইয়াছিল। *

তৎপরে বোষ্টন নগরে ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে আরও ছয়টি প্রকাশ্য বক্তৃতা করিলেন। ক্রমে তিনি প্রকাশ্য বক্তৃতার উপকারিতা বিশেষরূপ বুঝিতে পারিয়া সুবিস্তৃতরূপে চারিদিকে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। ১৮৪৮ সাল হইতে দেশের প্রত্যেক অংশে সত্যপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন কি, দাসব্যবসায়ীদিগের নিবাস ভূমি যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাংশে গিয়া বজ্রধ্বনিতে উক্ত ঘৃণিত ও নৃশংস ব্যবসায়ের দোষোদ্ঘোষণ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। সংবাদ পত্র সকলে বক্তৃতার সারাংশ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল।

জাহাজে বা রেলের গাড়ীতে প্রচারার্থ ভ্রমণ করিবার সময় তিনি কথোপকথনদ্বারা অন্যান্য আরোহীদিগকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতেন, ও তাঁহাদিগের নিকট হইতে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিতেন।

জন সাধারণেব মধ্যে পার্কারের মত ও ভাব প্রচারিত হইতে দেখিয়া পাদ্রিগণ যার পর নাই ভয় পাইতে লাগিলেন; "পার্কারের বক্তৃতা শুনিতে যাইও না, তাহার মুখের পানে তাকাইও না" বলিয়া লোকদিগকে সাবধান

---

* A discourse on matters pertaining to religion.

করিতে লাগিলেন। কতকগুলি লোক তাঁহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। মাতালেরা তাঁহার নামে গান বাঁধিয়া গাইতে আরম্ভ করিল। ধর্ম্মযাজকেরা ধর্ম্মমন্দিরে তাঁহার বিরুদ্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

পাদ্রিদিগের উপদেশে লোকের মনে পার্কারের প্রতি বিষম কুসংস্কার উৎপন্ন হইতে লাগিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কেহ কেহ তাঁহাকে সয়তানের প্রতিনিধি স্বরূপ মনে কবিতে লাগিল। কিন্তু পার্কারের বক্তৃতা শুনিতে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইতে লাগিল। যাঁহারা বিদ্বেষ-বুদ্ধি লইয়া আসিতেন, এমন অনেকে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ফিরিয়া যাইতেন। তাঁহার বক্তৃতার সময় তিনি এমনি স্বর্গীয় উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতেন যে, বিরোধীদিগের মুখ দেখিয়া সুস্পষ্ট বুঝা যাইত যে, বিদ্বেষ মেঘ বিদূরিত হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির আলোক সঞ্চারিত হইতেছে। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণের পর তাঁহাদের ভাব পরিবর্ত্তনের কথা অনেকে পত্র দ্বারা তাঁহাকে জানাইতেন।

পার্কার রবিবারে তাঁহার উপাসনালয়ে উপাসনা ও বক্তৃতা করিতেন, এবং সপ্তাহের অন্যান্য দিনে দেশের নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রকার ভ্রমণ জন্য তাঁহাব জ্ঞান-চর্চ্চার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না। তিনি তদ্বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—"রেল গাড়ীর গতি আমার চিন্তা স্রোতের প্রতিকূল হওয়া দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ অনুকূল বলিয়া আমি অনুভব করিতাম। আমি গাড়ীতে বসিয়া অনেক প্রয়োজনীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিতাম। প্রচারার্থ ভ্রমণের সময় আমি কতকগুলি পুস্তক আমার সঙ্গে গ্রহণ করিতাম ; সুতরাং সর্ব্বদাই আমার সৎসংসর্গ লাভ হইত। গাড়ীতে বসিয়া সমস্ত দিন অধ্যয়ন ও লেখায় কাটিয়া যাইত। কিন্তু অন্য লোককে আমি এরূপ পরিশ্রম করিতে পরামর্শ দিই না ; অতি অল্প লোকেরই এতদূর পরিশ্রম সহ্য হয়।"

রবিবারে উপাসনালযের কার্য্য করিয়া সোমবারে রেলের গাড়ী প্রভৃতি আরোহণে প্রচারে বহির্গত হইতেন। অনেক সময়েই আহার যুটিত না। তাঁহার একখানি পত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি একবার সমস্ত সপ্তাহের মধ্যে দুইদিন মাত্র পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছিলেন। অধিকাংশ সময়ই রেলের গাড়ীর বেঞ্চ শয্যা হইত।

একদিবস শীতকালের শেষ রাত্রি চারিটার সময় পার্কার বোষ্টন হইতে যাত্রা করিয়া রেল গাড়ীতে গিয়া সাড়ে ছয়টার সময় একটি স্থানে উপস্থিত

হইলেন। তথা হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ পথ এক প্রকার সামান্য গাড়ীতে গিয়া বক্তৃতা করিবার স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিলেন। সমস্ত দিন আহার হয় নাই, অথচ বক্তৃতার পূর্ব্বে বা পরে কিছুই খাইতে পাইলেন না। বক্তৃতার পর আবার সাড়ে তিন ক্রোশ পথ আসিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে রাত্রি যাপন করিলেন। প্রাতে সাড়ে ছয়টার সময় গাড়ী পাইলেন ও সামান্য কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া যাত্রা করিলেন। রাত্রি একাদশ ঘটিকার সময় একটি সরাইয়ে পৌঁছিলেন; কিন্তু কিছুই খাইতে পাইলেন না। রাত্রি দুই প্রহরের সময় নিদ্রা গিয়া প্রত্যুষে পাঁচটার সময় উঠিলেন। কিঞ্চিৎ আহারের পর বেলা অষ্টম ঘটিকা পর্য্যন্ত পদব্রজে গমন করিলেন। তৎপরে রেল গাড়ীতে যাত্রা করিয়া রাত্রি নয়টার সময় নিতান্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া দুই শত সাতাশি মাইল দুরবর্ত্তী কোন স্থানের একটী সরাইয়ে উপস্থিত হইলেন। অতি কদর্য্য খাদ্য সামগ্রী পাইয়া তাহাই কোন প্রকারে গলাধঃকরণ পূর্ব্বক নিদ্রা গেলেন। আবার সাড়ে চারিটার সময় উঠিয়া পাঁচটার সময় কিছু আহার করিলেন, সাড়ে পাঁচটার সময় রেলের গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন; সমস্ত দিন গিয়া রাত্রে মেলোন্ নগরে উত্তীর্ণ হইয়া তথায় বক্তৃতা করিলেন। তৎপরদিন তথায় থাকিয়া পোটস্‌ড্যাম্ নগরে আসিলেন। পোটস্‌ড্যাম্ হইতে নয়টার সময় যাত্রা করিয়া, রেল গাড়ীতে সাড়ে দশঘণ্টায় তিরনব্বই মাইল ভ্রমণ করিয়া অন্য এক নগরে পৌঁছিলেন। তথায় বক্তৃতা করিয়া আর একটি নগরে গমন করিলেন। তথা হইতে রেল যোগে বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইরূপে তিনি সোমবারে বাহির হইয়া অনাহার ও অনিদ্রা সহ্য করিয়া সমস্ত সপ্তাহ দেশের দুরবর্ত্তী প্রদেশ সকলে ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক অমূল্য সত্য সকল প্রচার করিয়া শনিবারে গৃহে ফিরিয়া আসিতেন এবং রবিবার প্রাতে তাঁহার উপাসনালয়ে সহস্র সহস্র নর-নারীর সম্মুখে উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়া তাহাদিগকে সত্যের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিতেন।

অষ্টবিংশ অধ্যায়।

সত্য প্রচার ও বক্তৃতা।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, পার্কারের জ্ঞানার্জ্জন প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ অতিশয় প্রবলা ছিল। তিনি তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারের উন্নতি জন্য সর্ব্বদাই যত্নশীল থাকিতেন, প্রচার কার্য্যে যারপর নাই ব্যস্ততাসত্বেও, তিনি কখন জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থপাঠে উদাসীন থাকিতেন না।

একজন প্রসিদ্ধ নামা ঐতিহাসিক পণ্ডিত * পার্কারের সত্য প্রচার ও জ্ঞানার্জ্জন বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"আমার স্মরণ হইতেছে যে, যে পীড়াতে তাঁহার জীবন শেষ হইয়াছিল, যে দিন সেই পীড়ার সঞ্চার হয়, সেই দিন রেল গাড়ীতে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। জর্ম্মান, গ্রীক, ও লাটিন ভাষায় লিখিত পুস্তকনিচয়ে পরিপূর্ণ একটি কার্পেট ব্যাগ তাঁহার সঙ্গে ছিল। পুস্তক গুলি এমনি কঠিন যে, সে গুলির প্রতি কেবল তাকাইতেও কষ্ট বোধ হয়। সোমবার প্রাতঃকালে তাঁহার ব্যাগ পুস্তক পূর্ণ করিয়া রেল গাড়ীতে উঠিতেন এবং সমস্ত দিন পড়িতে পড়িতে সন্ধ্যার পর বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিতেন। আবার মঙ্গলবার প্রাতঃকালে গাড়ীতে উঠিয়া সমস্তদিন পড়িতে পড়িতে সন্ধ্যার পর দ্বিতীয় স্থানে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিতেন। এইরূপে সমস্ত সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া শুক্রবার বাটী ফিরিয়া আসিতেন। যে পুস্তক গুলি সঙ্গে লইতেন, এই সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সে গুলির পাঠ সাঙ্গ হইয়া যাইত; প্রত্যেক পুস্তকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাহা কিছু সমুদয় তন্ন তন্ন করিয়া বলিয়া দিতে পারিতেন। শনিবার প্রাতে তৎপর দিনের সমাজের জন্য উপদেশ লিখিতেন। অপরাহ্নে উপাসক মণ্ডলীর অন্তর্গত পীড়িত ও শোকার্ত্তদিগকে দেখিয়া বেড়াইতেন। রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনালয়ে উপাসনা ও বক্তৃতা করিতেন, অপরাহ্নে ওয়াটার টাউন নামক স্থলে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন এবং সন্ধ্যার পর আপনার গৃহে সমাগত বন্ধুবর্গের সহিত সদালাপ করিতেন। পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের দক্ষিণ প্রদেশ সকলে দাস ব্যবসায় যার পর-

* Jemes Freeman clark.

নাই প্রবল ছিল। পার্কার উক্ত ব্যবসায়কে অশেষ অনিষ্টকর মহাপাতক বলিয়া মনে করিতেন। প্রাণগত যত্নে উহা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। যাহাতে দেশের লোক দাস ব্যবসায়ের অনিষ্টকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তজ্জন্য নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। তিনি একবার মনে করিলেন যে, দাস ব্যবসায়ের প্রধান দুর্গ দেশের দক্ষিণাংশে গিয়া বক্তৃতা করিবেন। তাঁহার বন্ধুগণ অনেকেই তাঁহাকে সতর্ক করিবার জন্য বলিলেন যে, উহাতে তাঁহার অবমানিত, প্রহারিত, এমন কি মৃত্যু মুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত আছে। তিনি কোন কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ডিলেওয়ার নামক স্থানে বক্তৃতা করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে বক্তৃতা স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, সভা-গৃহ ঘোরতর বিরোধী লোকদিগের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। সকলে তাঁহাকে বিদ্রূপ, অপমান এমন কি, বক্তৃতার সময় তাঁহার মস্তকে আলকাতরা মিশ্রিত পালক রাশি ঢালিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। কিন্তু বীরহৃদয় পার্কার কিছুতেই হটিবার লোক ছিলেন না; তিনি নির্ভীকচিত্তে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। রোডদ্বীপ ও ডিলেওয়ার এই দুইটী স্থানের তুলনা আরম্ভ করিলেন। দেখাইলেন যে, রোডদ্বীপ হইতে ডিলেওয়ার সভ্যতা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। শ্রোতৃবর্গ আপনাদের নিবাস স্থানের প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। পার্কার তখন সুবিধা পাইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, ডিলেওয়ার অপেক্ষা রোডদ্বীপে শ্রমজাত দ্রব্য সকলের অধিকতর উন্নতি হইয়াছে। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, রোডদ্বীপের শ্রমজীবীরা স্বাধীন, ডিলেওয়ারের শ্রমজীবীরা দাস। স্বাধীন মনুষ্যের স্বেচ্ছা-প্রসূত কার্য্য যত উৎকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা, দাসত্ব-নিগড়-বদ্ধ দুর্ভাগ্য ব্যক্তিগণের অনিচ্ছা-প্রসূত কার্য্য কখনই সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, এই সত্যটী তিনি অকাট্য প্রমাণ দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে এমনি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা বক্তাকে তিরস্কার এবং অপমানিত করা দূরে থাকুক, তাঁহার জন্য সভাস্থলে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদের প্রস্তাব হইয়া উহা সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল। সাহস, ধীরতা, সুবিবেচনা ও বাগ্মীতা বলে পার্কার শত শত বিরোধী ব্যক্তিকে মিত্ররূপে পরিণত করিলেন।

ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ ভিন্ন সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার জন্য তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তরে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিলেন। ইহাতে পার্কার জীবনচরিত,

ইতিহাস, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সাধারণের শিক্ষোপযোগী সকল বিষয়েই বক্তৃতা করিতেন। এই সকল বক্তৃতার মধ্যে মহাত্মা ফ্রাঙ্কলিনের জীবনী সম্বন্ধে একটী অতি চমৎকার বক্তৃতা করিয়াছিলেন; উহা তাঁহার পুস্তকাবলীর সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। মানুষ ধর্ম্মপথে থাকিয়া নির্দ্দোষ পরিশ্রম দ্বারা যে কতদূর মহত্ত্ব অর্জ্জন করিতে পারে, পার্কার উহাতে তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সকল প্রকাশ্য বক্তৃতাস্থলে তিনি কেবল নিজের কথাই বলিতেন, এমন নহে, সমাজের ভদ্র মণ্ডলীর মধ্যে যাঁহার যাহা বলিবার থাকিত, তাঁহাকে তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিবার স্বাধীনতা প্রদত্ত হইত।

উনত্রিংশ অধ্যায়।

দাসব্যবসায়।

মানবজাতির পুরাবৃত্তের মধ্যে দাসত্ব প্রথার বৃত্তান্ত শোণিতাক্ষরে লিখিত। ইয়োরোপ ও আমেরিকাবাসী সভ্যতাভিমানী খৃষ্টের অনুচরগণ কর্ত্তৃক দুর্ব্বল কোমলস্বভাব কাফ্রিজাতি বহুকালব্যাপী যে অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিযাছে, তাহা স্মরণ করিলে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ধন্য উইল্‌ববফোর্স, ধন্য রুষরাজ আলেক্‌জান্দর, ধন্য ইলাইজা লভ্‌জয়, ধন্য জন্‌-ব্রাউন,ধন্য লযেড্‌ গ্যারিসন, ধন্য থিওডোর পার্কার, ধন্য নারীকুলরত্ন বীচাব ষ্টৌ, ধন্য সভাপতি লিন্‌কন তোমাদের ন্যায় দেবপ্রকৃতি মহাত্মাদিগের জন্য এই দারুণ নৃশংস কাণ্ড, খ্রীষ্টধর্ম্ম ও সভ্যতার কলঙ্ক, সুসভ্য জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। তোমরা কেহ বা লোকসমাজে নিন্দাভাজন হইয়াছ, কেহ বা সর্ব্বস্বান্ত হইযাছ। কেহ বা অতিরিক্ত পরিশ্রমে অচিকিৎস্য রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে ইহসংসারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছ, কেহ বা অজ্ঞানান্ধ বিপক্ষেব হস্তে অমূল্য জীবন হারাইয়াছ; কিন্তু তোমাদেব স্বার্থত্যাগে শত শত শিশু মাতৃক্রোড় পাইয়াছে, শত শত ভগ্নহৃদয় পুনর্গঠিত হইয়াছে, শত শত সতীর সতীত্ব রক্ষিত হইয়াছে, শত শত নির্দ্দোষীর প্রাণ বাঁচিয়া গিয়াছে। আফ্রিকার উপকূল হইতে দুঃখী কাফ্রিগণকে যেরূপে ক্রয় করিয়া জাহাজের খোলে বদ্ধ করা হইত, যেরূপে তাহাদিগকে অনাহার ও অন্যান্য অশেষ প্রকার যন্ত্রণা দিয়া লইয়া যাওয়া হইত, অতীতসাক্ষী ইতি-হাসের মুখে তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে যথার্থই প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। সমুদ্র পথে যাইতে যাইতে অত্যাচারে, অনিয়মে ও অনাহারে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া কত হতভাগ্য মৃত্যুমুখে পতিত হইত, সেবা নাই, চিকিৎসা নাই, ঘোর যন্ত্র-ণায় প্রাণ বহির্গত হইত;—সাগরতরঙ্গ তাহাদের সমাধি মন্দির হইত!

আমেরিকার হট্টে দাস বিক্রয়ের ব্যাপার পাঠ করিলে যথার্থই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। শত শত কাফ্রিনরনারীকে গো মেষের ন্যায় একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে নিলাম করা হইত! যে অধিক মুল্য দিবে, সেই লইয়া যাইবে! স্বামীকে একজন লইল, স্ত্রীকে আর একজন লইল; স্বামী চিরদিনের জন্য

আপনার প্রাণের ধর্ম্মপত্নীকে শিশুগুলির সহিত পরিত্যাগ করিয়া, ভগ্নহৃদয়ে জীবন-ব্যাপী নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য দূর প্রদেশে চলিয়া গেল; স্ত্রী স্বামীধনে বঞ্চিত হইয়া আপনাকে হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ ঘোরারণ্যে অসহায় অনাথ জানিয়া, আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল! কিন্তু ইহাই কি তাহার যন্ত্রণার শেষসীমা? ঐ যে তাহার প্রাণের পুত্তলি শিশুসন্তানগুলি, ওগুলিকেও কি সে হৃদয়ে রাখিয়া কথঞ্চিৎ হৃদয়তাপ নিবারণ করিতে পারিবে? মনুষ্য নামধারী পিশাচদিগের পাষাণহৃদয়, অনাথ রমণীর তপ্তহৃদয়ে ততটুকু সান্ত্বনা সলিল সিঞ্চিত হইতেও দিবে না! অনাথা তাহার ক্রেতার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া সাশ্রুনয়নে মিনতি করিয়া বলিতেছে, "মহাশয়! দয়া করিযা আমাকে আমার শিশুগুলির সহিত একত্রে ক্রয় করুন। উহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিলে আমি প্রাণে বাঁচিব না।" স্বার্থগতপ্রাণ নির্দ্দয় ক্রেতা তাহা শুনিবে কেন? শিশুগণ একদিকে, মাতা অপর দিকে চিরযন্ত্রণা ভোগের জন্য চলিল;—নয়নের জল ভিন্ন আর তাহাদের কেহ দুঃখের সঙ্গী থাকিল না!

কিন্তু ইহাতেই কি দাস-ব্যবসায়ের জঘন্যতা ও ভয়ঙ্কর ভাবের বর্ণনা শেষ হইল? বলিতে ঘৃণা হয়, লজ্জা হয়, পশুপালকগণ পশুজাতির উন্নতি সাধন জন্য যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, সেইরূপ উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাভিমানী খৃষ্টের অনুচরগণও অতি অবৈধ উপায়ে বলবান দাস সন্তান উৎপাদন করিয়া লইতেন! সুসভ্য মার্কিনবাসীগণ ইহাতে কোন পাপ দেখিতেন না। দেখিবেন কেন? তাঁহাদের তুলার চাষ হইলেই হইল, ব্যবসায়ের উন্নতি হইলেই হইল!

এই ঘৃণিত, ভয়ঙ্কর প্রথা সমূলোৎপাটিত করিবার জন্য পার্কার চিরদিনই বদ্ধপরিকর ছিলেন! যে সময়ে তিনি ওয়েষ্টরকস্‌বেরি গ্রামে আচার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়েই তিনি অনেক সময় তাঁহার উপাসনালয়ে দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার সমাজের উপাসক মণ্ডলীর সভ্যগণ তজ্জন্য তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতেন, দাসব্যবসায় যে মহাপাতক ইহা তাঁহারা অনুভব করিতে পারিতেন না। কিন্তু পার্কারের উপদেশ গুণে শীঘ্রই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, মানুষ মানুষের ভাই, মানুষ কখন গো মেষের ন্যায় ব্যবসায়ের সামগ্রী হইতে পারে না।

১৮৪১ সালের লাটিমার নামে জনৈক কাফ্রিদাস চিরদাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার জন্য, তাহার প্রভুর নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিল। তাহার

প্রভুর চর সকল আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং দেশ প্রচলিত আইনানুসারে আদালতের সাহায্যে তাহাকে পুনর্ব্বার নরক ভোগের জন্য লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। এই ঘটনায় দাসত্ব প্রথার বিরোধীগণ মহা আন্দোলন উপস্থিত করেন; উক্ত প্রথার বিরুদ্ধে সাধারণের মন উত্তেজিত করিবার জন্য একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। লাটিমারের নামেতেই উহার (Latimer Journal) নামকরণ হইয়াছিল। পার্কার প্রভৃতি কয়েকজনে উহা চালাইতেন। এতদ্ভিন্ন পলায়িত দাসের স্বাধীনতা লাভের জন্য একটি নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি করাইবার উদ্দেশ্যে প্রসিদ্ধ-নামা চ্যানিং প্রভৃতি মিলিয়া একটি কমিটি স্থাপন করিলেন। উক্ত কমিটি হইতে বহুসংখ্যক লোকের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র গবর্ণমেন্টের নিকট প্রদত্ত হইল। সৌভাগ্যক্রমে আবেদন গ্রাহ্য হইল। ১৮৪৫ সালে প্রচারক পদে অভিষেকের পর হইতে পার্কার দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে বিশেষরূপ যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তখন উক্ত প্রথা সম্বন্ধে লোকের নৈতিক বুদ্ধি যার পর নাই বিকৃত অবস্থায় ছিল। এমন কি ধর্ম্মযাজকেরা পর্য্যন্ত উক্ত জঘন্য প্রথার সমর্থন করিতেন। পার্কার দেশের সর্ব্বত্র অগ্নিময় বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যুক্তরাজ্যের উত্তরভাগে যেখানে কেন দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধে সভা হউক না; তিনি সেখানে গিয়াই উপস্থিত হইতেন। উক্ত ব্যবসায়কে সমূলোৎপাটিত করিবার জন্য যাহা কিছু করা আবশ্যক, প্রাণগত যত্নে তিনি তাহাই সম্পাদন করিতেন। দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে লোকের উৎসাহ ও তৎপ্রতি ঘৃণা উৎপাদন ও বর্দ্ধন করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। অলসকে কার্য্যতৎপর, সঙ্কুচিতকে উত্তেজিত, পতনোন্মুখকে সাবধান, সাহসীকে প্রশংসিত, অবিশ্বাসীকে তিরস্কৃত, অনভিজ্ঞকে উপদিষ্ট করিবার জন্যই তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। দাসব্যবসায়ের বিরোধী দলের তিনি জীবন প্রাণ ছিলেন। আয়ার্লণ্ডের দেশহিতৈষী ওকনেল্ বলিতেন যে, কোন বিষয়ে ইংরেজ জাতির চিত্তাকর্ষণ করিতে হইলে এক কথা একশতবার বলা আবশ্যক। পার্কার তাঁহার স্বদেশবাসীগণ সম্বন্ধে তাহাই করিতেন। দাসব্যবসায়ের বিষয়ে কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা যথা তথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া বেড়াইতেন।

সরল ভাবে সত্যপ্রচার করিলে পরিণামে যে শুভ ফল ফলিবেই ফলিবে, পার্কার ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম এই ;—

"ক্রমাগত সত্যপ্রচার করিলে যে কোন উপকার হইবে না, ইহা আমি মনে করিতে পারি না। অবশ্যই ইহার ফল হইবে; আমার জীবিতকালে না হইলেও পরিণামে নিশ্চয়ই হইবে। মহৎভাব-সম্পন্ন কয়েকজন সৎলোকে বর্ত্তমান সময়ে এদেশে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারেন; তাঁহাদের কার্য্যের ফল এ জাতির মধ্যে চিরকাল স্থায়ী হইবে। আমার যে কিছু সামান্য শক্তি আছে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা এই কার্য্যে ব্যয় করিব। আমার যাহাই কেন ঘটুক না আমি তাহা গ্রাহ্য করিব না; কিন্তু আমার বোধ হয় যে, আমার সামান্য চেষ্টাদ্বারা মানবজাতির মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।"

ত্রিংশ অধ্যায়।

—:০:—

টৌবি সাহেবের মৃত্যু, পুস্তিকাপ্রচার ও বক্তৃতা।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে বোষ্টন নগরের জনৈক অধিবাসীর এক খানি জাহাজ, নিউ আর্লিয়ান্স্ হইতে উক্তনগরে উপস্থিত হয়। দাসত্বরূপ নরক হইতে উদ্ধার হইবার জন্য একজন কাফ্রি দাস ঐ জাহাজের খোলে লুকাইয়া অতি কষ্টে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় বোষ্টন নগরে আসে। জাহাজের অধিকারী তাহার মুক্তি লাভের সহায়তা করা দূরে থাকুক, হতভাগ্যকে তাহার নির্দ্দয় প্রভুর নিকট প্রতিপ্রেরণ করিলেন।

সুসভ্য বোষ্টন নগরের মধ্যে এই নিষ্ঠুর কার্য্য সংঘটিত হওয়াতে, দাসত্ব প্রথার বিরোধী ভদ্রলোকদিগের চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত ও উত্তেজিত হইল। পার্কারের উদ্যোগে, মার্কিন স্বাধীনতার বাল্যলীলাস্থল ফেন্যুইলহলে একটি সভা আহূত হইল। জন কুইন্সি আদম সাহেব (John Quincy Adams) উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। পার্কার সভাস্থলে একটি বক্তৃতা করিলেন, যাহাতে ভবিষ্যতে ঐরূপ নির্দ্দয় কার্য্য আর ঘটিতে না পারে, তজ্জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হইল। পার্কার কার্য্যনির্ব্বাহক সভাপতি নির্দ্দিষ্ট হইলেন।

চার্লস্ টৌরি নামক একজন ধার্ম্মিক ধর্ম্মযাজক দাসত্ব প্রথার বিরোধী-দিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার যত্নে দুই শতাধিক দাসের দাসত্ব নিগড় ভগ্ন হয়। কিন্তু খৃষ্টভক্ত সুসভ্য আমেরিকগণ এরূপ গুরুতর অপরাধ সহ্য করিবেন কেন? টৌরি সাহেব মেরিল্যাণ্ডের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তথায় তিনি ক্ষয়কাশ রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃতদেহ বোষ্টন নগরে আনীত হইল। টৌরি সাহেব প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন; অথচ কেবল দাসত্ব প্রথার বিরোধী ছিলেন বলিয়া, কোন খৃষ্টীয় উপাসনালয়ে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসূচক উপাসনা হইতে পারিল না। যেন দাসত্ব প্রথা খৃষ্টধর্ম্মেরই একটি অঙ্গ। সুতরাং উহা স্থানান্তরে সম্পন্ন হইল।

পার্কার এই সময় পীড়িত ছিলেন। বিশেষতঃ যে দিবস উক্ত উপাসনা

হইয়াছিল, সে দিন ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে সুস্থ লোকের পক্ষেও গৃহের বাহিরে গমন করা কষ্টের বিষয় ছিল। তথাচ পার্কার আন্তরিক অনুরাগ বশতঃ উপাসনা সভায় উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

এস্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। টোরি সাহেব গোঁড়া খৃষ্টান ছিলেন। পার্কারের উদার ধর্ম্মমতকে তিনি এক প্রকার নাস্তিকতা বলিয়া মনে করিতেন। এমন কি, একবার তিনি পার্কারের মুখের উপরে তাঁহাকে অবিশ্বাসী (infidel) বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। কিন্তু পার্কার তজ্জন্য সংকীর্ণ হৃদয় লোকের ন্যায় তাঁহার মহত্ত্বের প্রতি কখন অন্ধ হন নাই। প্রত্যুত তিনি দুর্ভাগ্য দাসদিগের মঙ্গল সাধনে কষ্টবহন ও স্বার্থবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন। ঝড় বৃষ্টি সত্ত্বেও পীড়িত শরীরে ওয়েষ্টরক্‌স্‌বেরি হইতে বোষ্টন নগরের স্বর্গগত সাধুর জন্য উপাসনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, কেবল তাহাই নহে; টোরি সাহেবের পবিত্র শ্রাদ্ধকার্য্য অধিকতর সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল না বলিয়া, তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন, এসম্বন্ধে তিনি আপনার মনের আক্ষেপ এইরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছিলেন;—

"আমরা মরিয়া গিয়াছি, অর্থের দাস হইয়াছি। বর্ত্তমান সময়ের পাপরাশি যে স্বর্ণময় আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত, তাহা ভেদ করিতে অতিশয় প্রবল আঘাতের প্রয়োজন। সেই সকল ধর্ম্মসমাজ এখন কোথায়, যাহার অন্তর্গত ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য মৃত ব্যক্তিদের সমাদর করিত? প্রথম যিনি খৃষ্ট ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন, জিরুশালম নগরবর্ত্তী য়িহুদীদিগের ধর্ম্মসমাজ এই ধর্ম্মের জন্য মৃত মহাত্মার সম্মান করিবে কেন?"

অনেক কারণে পার্কারকে এপ্রকারে আক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। কাফ্রিদিগের প্রতি ঘৃণা, যুক্তরাজ্য মধ্যে ঐক্যনাশের ভয়, এবং সর্ব্বোপরি নীচ স্বার্থপরতা, লোকদিগকে দাসত্ব প্রথার পক্ষপাতী করিয়াছিল। পার্কার ও তাঁহার অনুচরগণ নির্ব্বোধ ও ধর্ম্মান্ধ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। ইউনিটেরিয়ান পাদরীগণ পর্য্যন্তও তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ নামা চ্যানিংএর সমাজেরও উপাসকমণ্ডলী তাঁহাদের উপাসনালয়ে দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধে সভা করিতে অনুমতি দিতে সাহস করেন নাই; প্রাতঃস্মরণীয় গ্যারিসন্ সাহেবকে দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে হইলে কোন ধর্ম্মালয়ে স্থান পাইতেন না। ধর্ম্মবর্জ্জনকারী পার্থিব

হিত সাধক (secularists) দিগের বক্তৃতাগৃহের আশ্রয় লইতে হইত। অনেকেই অবগত আছেন, দুর্ভাগ্য কাফ্রিদিগের হিতসাধন ব্রতে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া, গ্যারিসন্‌কে পরিশেষে বিরোধীদিগের হস্তে নিহত হইতে হইয়াছিল।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে পার্কার একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলবাসী অনেক দাসব্যবসায়ী এই পুস্তিকার উত্তর লিখিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে এক জনের সঙ্গে পার্কার বিচার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বলা বাহুল্য যে, পার্কার তাঁহার যুক্তি সকল খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু স্বার্থান্ধ লোকের নিকটে কোন যুক্তিরই বল নাই। দক্ষিণাঞ্চলের সংবাদ পত্র সকল পার্কারকে পাগ্‌লা পাদরী (mad parson) বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। পার্কার সে সকল কথার কি উত্তর দিবেন? তিনি প্রদর্শন করিলেন যে, দাস ব্যবসায়ীদিগের সংবাদ পত্রে গো ছাগ প্রভৃতি পশুগণের ন্যায় জ্ঞানধর্ম্মের অনন্ত অধিকারী মনুষ্যের পর্য্যন্ত বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতেছে। গো ছাগ প্রভৃতি পশুগণের গুণাগুণ বিজ্ঞাপনস্তম্ভে যে ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠসন্তান মনুষ্যের বিষয়েও অবিকল তাহাই করা হইয়াছে।

যে মাসে পূর্ব্বোক্ত পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, পার্কার সেই মাসেই বোষ্টন নগরে দাস ব্যবসায়ের অহিতকারিতা প্রতিপন্ন করিয়া একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। যুক্তরাজ্যের যে সকল অংশে দাস ব্যবসায় প্রচলিত, সেই সকল অংশ অপেক্ষা অন্যান্য প্রদেশ যে সভ্যতা সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে অনেক পরিমাণে অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়াছে, এবং দাস ব্যবসায় অপ্রচলিত থাকাই যে তাহার প্রধান কারণ, ইহা তিনি অখণ্ডনীয় প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

আমেরিকার পার্লেমেণ্টের সভ্য হইতে পারিলে, দাসত্ব প্রথা রহিত করিবার বিষয়ে অধিকতর কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা, তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে মনে করিয়া তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু পার্কার উক্ত প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি মনে করিলেন যে, রাজসভার সভ্য হওয়া অপেক্ষা ধর্ম্মপ্রচারক থাকিয়া তিনি অধিকতর হিতসাধন করিতে সক্ষম হইবেন।

একত্রিংশ অধ্যায়।

—:০:—

ড্যানিয়েল ওয়েবষ্টার, অন্যায় আইন ও তাহার প্রতিবাদ।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ড্যানিয়েল ওয়েবেষ্টা-বেব যত্নে একটী অতি ভয়ঙ্কর নৃশংস আইন বিধিবদ্ধ হইল। আইনটীব সার মর্ম্ম এই যে, যদি কোন ক্রীতদাস তাঁহার নির্দ্দয় প্রভুব অত্যাচাব সহ্য কবিতে না পারিয়া পলায়ন কবে এবং যদি কোন ব্যক্তি দয়াপরবশ হইয়া সেই পলায়িতদাসকে আশ্রয় দান করে, তবে আশ্রয়দাতাব ৬ মাস কাবা-বাস ও ২০০ডলাব অর্থ দণ্ড হইবে। এই আইন পাশ হওয়াতে দুর্ভাগ্য দাস-দিগেব হিতৈষীগণ যথার্থই অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন; একদিকে কর্ত্তব্য, অপরদিকে কাবাবাস ও অর্থদণ্ড। তাঁহাবা এখন কোন্ দিকে যাইবেন? পরমেশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহারা কর্ত্তব্যপথে অটল ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

এই জঘন্য আইন বিধিবদ্ধ হওয়াতে পার্কারের যেরূপ কষ্ট হইয়াছিল, ড্যানিয়েল ওয়েবেষ্টাবেব ব্যবহাবে তিনি তদপেক্ষা অধিকতর ব্যথিত হই-য়াছিলেন। ওয়েবেষ্টাব পূর্ব্বে দাসব্যবসায়েব বিপক্ষে ছিলেন। উক্ত কুপ্রথাব দোষ কীর্ত্তন কবিয়া অনেক অগ্নিময় বক্তৃতাদ্বাবা আকাশকে প্রতিধ্বনিত কবিযাছিলেন। কিন্তু পদমর্য্যাদাব লোভ সম্বরণ করা সহজ কথা নহে। তিনি দেখিলেন যে, যদি তিনি দাসব্যবসায়ীদিগেব পক্ষ অব-লম্বন করেন, তাহা হইলে অনতিকালমধ্যেই যুক্তরাজ্যেব সভাপতিব আসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারিবেন; সুতরাং তিনি সুব ফিরাইয়া দিলেন। দুর্ভাগ্য দাসদিগের হিতার্থে যে বাগ্মীতা নিয়োগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা তীক্ষ্ণধার ছুবিকার ন্যায় তাহাদেব হৃদয় ভেদ কবিবাব জন্য প্রয়োগ করা হইল। ড্যানিয়েল হতভাগ্য দাসদিগেব শৃঙ্খল দৃঢ়বদ্ধ কবিয়া দিতে লাগিলেন। পার্কাব ও তাঁহার অনুচবগণ সর্ব্বদাই বলিতেন যে, মানুষেব আইন অপেক্ষা পরমেশ্বরের আইন উচ্চতর। ওয়েবেষ্টার ও দাসব্যবসায়ের অপরাপব পক্ষপাতিগণ প্রচার করিতে লাগিলেন যে, মনুষ্যের আইন হইতে আব কোন উচ্চতর আইন নাই।

পার্কার এই সময়ে "ধর্ম্মে জাতীয় উন্নতি এবং পাপে অধোগতি" এই বিষয়ে একটী অতি চমৎকার প্রকাশ্য বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার চরিতাখ্যায়কগণ বলেন যে, ভাবের উচ্চতা এবং ব্যঙ্গশক্তির তীব্রতা বিষয়ে পার্কারের এই বক্তৃতা অপেক্ষা ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত কোন বক্তৃতা কখন শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই।

পার্কার জ্বলন্ত ভাষায় বলিতে লাগিলেন যে, রাজার আইনের অনুগত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি রাজার আইন, রাজার রাজা পরমেশ্বরের আইনের বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মবিরুদ্ধ আইন কখনই মানিব না। পাদরীগণ বলিতে লাগিলেন যে, লোকে একটী আইন অগ্রাহ্য করিতে শিখিলে ক্রমে সকল আইনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। অতএব আইন যতই কেন অন্যায় ও মন্দ হউক না, তাহা অবশ্য প্রতিপালনীয়। পার্কার তাঁহার অসাধারণ বাগ্মীতা ও যুক্তিবলে এই অন্যায় মত খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিলেন। তিনি খ্রীষ্টানদিগকে বলিলেন যে, যখন রাজা দারায়ুস্ ভবিষ্যদ্বক্তা ড্যানিয়েলকে বলিযাছিলেন, পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবে না, তখন ড্যানিয়েল্ আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইলেন, অথচ রাজাজ্ঞা পালন করিতে পারিলেন না। এ স্থলে ড্যানিয়েল কি পাপ করিয়াছিলেন? মিসর দেশের রাজা ফেরোর আজ্ঞানুসারে মহাত্মা মুসার পিতা মাতার কি উচিত ছিল না যে, তাঁহাদের সন্তানটীকে নীল নদের জলে ডুবাইয়া মারেন? যখন খ্রীষ্টের একাদশ শিষ্য অতুল বিশ্বাস ও উৎসাহের সহিত জগতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের কি উচিত ছিল না যে, রাজাজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া প্রচার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন? পার্কার প্রদর্শন করিলেন যে, দাসব্যবসায়ের পক্ষপাতী পাদরীগণ যাহা বলিতেছেন তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জুডাস স্কেরিয়ট্ খ্রীষ্টকে ক্রুসে হত হইবার জন্য ধরিয়া দিয়া অপরাধী হইলেন কেন? পাদরীদিগের কথামত জুডাস্ স্কেরিয়টকে পরম ধার্ম্মিক ও সমাজহিতৈষী বলিয়াই গণ্য করা বিধেয়। পার্কার তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিলেন যে, তাঁহার ভাগ্যে যাহাই কেন ঘটুক না, অর্থদণ্ড বা কারাবাস যাহাই কেন হউক না, তিনি এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ ঘৃণিত আইনকে উল্লঙ্ঘন করিয়া দুর্ভাগ্য পলায়িত দাসগণকে আশ্রয় দান করিবেন। এই কথা শুনিবামাত্র শ্রোতৃবর্গ অনেকে করতালিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

পার্কার ড্যানিয়েল্ ওয়েবেষ্টারকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি তাঁহার গৃহে ওয়েবেষ্টারের ছবি রাখিয়া দিয়াছিলেন। ওয়েবেষ্টার যখন কর্ত্তব্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া নিজ স্বার্থের অনুসরণ করিলেন, তখন পার্কার একান্ত ব্যথিত হৃদয়ে সেই ছবি খানি নামাইলেন এবং আস্তে আস্তে উহা চুম্বন করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

পলায়িত দাস সম্বন্ধে উপরি উক্ত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হওয়ার পর যুক্ত রাজ্যের উত্তরাংশবাসী স্বাধীন কাফ্রিগণ অতিশয় ভীতিগ্রস্ত হইল। তন্মধ্যে কতক বা নির্দ্দয় প্রভুর নিকট হইতে পলাইয়া আসিয়া স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিল, এবং কতক্ বা অবস্থানুসারে চিরদিনই স্বাধীন। এই উভয় প্রকার কাফ্রিদিগের উপরেই দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইল। বহু সংখ্যক স্বাধীন কাফ্রির চরণে দাসত্ব শৃঙ্খল বদ্ধ করা হইল। ৫।৬ জন কাফ্রি আদালতে প্রতিপন্ন করিল যে, তাহারা কখনই ক্রীতদাস ছিল না। সুতরাং বিচারকের আজ্ঞানুসারে তাহারা বিপদ হইতে মুক্ত হইল, কিন্তু সকলে সেরূপ প্রমাণ প্রয়োগে সক্ষম না হওয়াতে অগত্যা চিরনরক ভোগের জন্য প্রেরিত হইল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, স্বাধীন কাফ্রিদিগকে দাস ব্যবসায়ীদিগের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য পার্কার প্রভৃতি একটি কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পার্কার এই কমিটীর জীবনস্বরূপ ছিলেন। আমেরিকার অদ্বিতীয় বক্তা এবং পার্কারের পরম বন্ধু ওয়েন্‌ডেল্ ফিলিপ্‌স্ এবং আরও কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি এই কমিটীর উৎসাহী সভ্য ছিলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পার্কারকে কমিটীর সভাপতি নিযুক্ত করা হইয়াছিল; কমিটীর কার্য্য সাধনের জন্য পার্কার অহোরাত্র পরিশ্রম করিতেন।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর উপরিউক্ত ঘৃণিত আইনের প্রতিবাদ জন্য বোষ্টননগরে একটী মহাসভা আহূত হইল। সভাস্থলে প্রায় চারিসহস্র লোক সমবেত হইয়াছিলেন; রাজনীতিজ্ঞ আদম্ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পার্কার ও ওয়েন্‌ডেল্ ফিলিপ্‌স্ এই দুই জন সভাস্থলে বক্তৃতা করিলেন। পার্কার সমবেত শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যখনই দাস ব্যবসায়ীরা কোন স্বাধীন কাফ্রিকে পুনর্ব্বার যন্ত্রণাময় নরকে নিমজ্জিত করিবার জন্য চর পাঠাইবে, তখনই যেন স্বাধীনতাপ্রিয় বোষ্টনবাসীগণ সমবেত হইয়া তাহাকে রক্ষা করেন। পার্কারের অগ্নিময় বাক্য শ্রোতৃবর্গের

হৃদয়ে এরূপ বিদ্ধ হইয়াছিল, এবং তাঁহারা দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধে এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মুখনির্গত প্রত্যেক কথা তাঁহারা গগণ-ভেদী করতালি দ্বারা অনুমোদন করিতে লাগিলেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

পলায়িত কাফ্রিদম্পতী।

উইলিয়ম ক্রাফ্‌ট্‌ নামে একজন কাফ্রি এবং এলেন্‌ নাম্নী তাঁহার স্ত্রী, নির্দ্দয় প্রভুর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, দক্ষিণ প্রদেশ হইতে বোষ্টন নগরে পলাইয়া আসিয়া পার্কারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারা পার্কারের সমাজের উপাসকমণ্ডলিভুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া পুনর্ব্বার দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ করিবার জন্য, তাঁহাদের প্রভু বোষ্টন নগরে দুই জন গুপ্ত চর পাঠাইয়া দিয়াছিল। তাহারা ক্রাফ্‌ট্‌ ও তাঁহার স্ত্রীকে ধরিবার জন্য নানা প্রকার কৌশল-জাল বিস্তার করিতে লাগিল।

পার্কার তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে এসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

"প্লাই মাউথ্‌ হইতে বাটী আসিয়া শুনিলাম যে, হোই আসিয়া আমাদিগকে সাবধান করিয়া গিয়াছেন যে, নগরে দাস ধরিবার জন্য চর আসিয়াছে। হিউইস্‌ নামে একজন কাফ্রিচর আসিয়া এলেন্‌ ক্রাফ্‌ট্‌ এবং তাহার স্বামীর নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছে। স্মিথ বলিলেন ক্রাফ্‌ট্‌ সশস্ত্র রহিয়াছেন, এবং তাঁহার স্ত্রীকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। দাসদিগকে রক্ষা করিবার জন্য 'নিউ ইংল্যাণ্ডার' সংবাদ পত্রের আপিসে কমিটী হইতেছে। ক্রাফ্‌ট্‌ সম্মত হইয়াছেন, অদ্য রজনীতে নগরের দক্ষিণাংশে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখা হইবে। শ্রীযুক্ত—* তাঁহাকে গাড়ী করিয়া লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী এলেন্‌ অদ্য রাত্রে—* রাস্তার একটী বাড়ীতে আছেন, সুতরাং অদ্য রাত্রে নিরাপদ। নাইট্‌ নামে ক্রাফটের প্রভুর আর একজন চর এখানে আসিয়াছে। গত মঙ্গলবার নাইট্‌ ক্রাফ্‌টের দোকানে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিল। ক্রাফ্‌ট্‌ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে একাকী আসিয়াছে কি না। সে উত্তর করিল যে, তাহার সহিত আর কেহ নাই। সে ক্রাফ্‌টকে অনুরোধ করিল যে, তিনি তাহার সহিত গিয়া বোষ্টন নগরের রাস্তা সকল ও তত্রত্য আশ্চর্য্য পদার্থ সকল তাহাকে দেখান। ক্রাফ্‌ট্‌ বলিলেন, তিনি বড় ব্যস্ত, যাইতে পারিবেন না। পরদিন আবার আসিয়া সে ক্রাফ্‌ট্‌কে অনুরোধ করিল যে, তিনি তাহার সহিত ময়দানে বেড়াইতে

যান। ক্রাফ্‌ট্‌ অস্বীকার করিলেন। তখন সে ক্রাফ্‌ট্‌কে বলিল,—"তুমি ইউনাইটেডষ্টেট্‌স্‌ হোটেলে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিবে। তোমার স্ত্রীও অবশ্য তোমার সহিত আসিয়া তাঁহার মার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। যদি তুমি পত্র দেও, আমি বাড়ী লইয়া যাইব।"

হিউইস্‌ চলিয়া গিয়া আবার বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া এক পত্রে অনুরোধ করিয়া পাঠাইল যে, ক্রাফ্‌ট্‌ তৎপর দিবস সস্ত্রীক তাঁহার সহিত দেখা করেন। পত্রের অবশ্য কোন উত্তর গেল না। ক্রাফ্‌ট্‌ কিছুকাল লুক্কায়িত ভাবে থাকিলেন। তৎপরে সর্ব্বদা সশস্ত্র হইয়া আপনার কাজকর্ম্মে বহির্গত হইতে লাগিলেন। কোন প্রকার কৌশলে কৃতকার্য্য না হইয়া হিউইস্‌ এইবার ক্রাফ্‌ট ও তাহার স্ত্রীর নামে আদালতে নালিস করিলেন। তাঁহাদের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল। ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে শুনিয়া পলায়িতদাসরক্ষক-কমিটী হিউইসের নামে অপযশ ঘোষণার দাবি দিয়া বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। হিউইস্‌ বলিয়াছিলেন যে, ক্রাফ্‌ট্‌ ও তাঁহার স্ত্রী চোর; কেননা তাহারা তাহাদের প্রভুর অধিকৃত শরীর ও পরিহিত বস্ত্র চুরি করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। হিউইস্‌ প্রভৃতি চরদিগের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল। তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আনা হইল। আদালতে অতিশয় লোকের জনতা; সকলেই যার পর নাই উত্তেজিত। বিচারক ২০০০ পাউণ্ডের জামিন চাহিলেন। বোষ্টন নগরের দুই জন ধনবান ব্যক্তি জামিন হইলেন। পাছে সমবেত নগরবাসীগণ প্রহার বা অপমান করে, এই ভয়ে নাইট্‌ বিচারালয়ের পশ্চাদ্দ্বার দিয়া পলায়ন করিল। হিউইস্‌ যখন তাহার গাড়ীতে প্রবেশ করে, একজন কাফ্রি লম্ফ দিয়া গাড়ির পশ্চাদ্ভাগে উঠিয়া, জানালার কাচ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, তাহাকে গুলি করিতে উদ্যত হইল। এমন সময় দাসরক্ষক কমিটির জনৈক সভ্য তাহাকে টানিয়া নামাইলেন। নরহত্যা নিবারিত হইল, কিন্তু গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক লোক দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে বোষ্টন নগরের বাহিরে রাখিয়া আসিল।

ক্রাফ্‌ট্‌ ও তাহার স্ত্রী যাহাতে সর্ব্বদা সুরক্ষিত থাকেন, তজ্জন্য কমিটি (Vigilonce committee) যার পর নাই সতর্ক হইলেন। দাস-ব্যবসায়ের বিরোধী নগরবাসীগণকে সতর্ক করিবার জন্য, গুপ্ত চরদিগের আকৃতি প্রকৃতির বর্ণনা সহিত পার্কারের লিখিত বিজ্ঞাপন নগরের সর্ব্বত্র লম্বমান করিয়া দেওয়া হইল।

পাছে গুপ্তচরেরা আসিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, এই আশঙ্কায় পার্কার ক্রাফ্‌টের স্ত্রীকে আপনার বাটীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। বাটীর প্রবেশ দ্বার সর্ব্বদা শিকল দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতেন, এবং বারুদ ও গুলিপূর্ণ একটী বন্দুক ও একখানি শাণিত উন্মুক্ত তলবার, মেজের উপর রাখিয়া উপাসনালয়ের জন্য বক্তৃতা লিখিতেন। শত্রু আসিলে সেই বন্দুক হস্তে অনাথা কাফ্রি রমণীকে রক্ষা কবিবেন বলিয়া প্রস্তুত থাকিতেন।

পার্কার শত্রুহস্তে আত্মজীবন রক্ষার জন্য লেশমাত্র সতর্ক হইতেন না। কিন্তু দুর্ব্বল অসহায় ব্যক্তি, বলবান্ অত্যাচারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধবেশ ধারণ করা, অথবা আবশ্যক হইলে আক্রমণকারীর প্রাণের প্রতি পর্য্যন্ত আঘাত করা, তিনি অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন না।

পার্কার এখন ঘোরতর বিপদের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। কখন্ শত্রু আসিয়া তাঁহার আশ্রিত অনাথজনকে কাড়িয়া লইয়া যাইবে, কখন্ রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন অপরাধে কারাগৃহে প্রবেশ করিতে হইবে, এমন কি, কখন্ কর্ত্তব্যের পবিত্র মন্দিরে তাঁহার অমূল্য জীবন বলিস্বরূপ অর্পিত হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

যেরূপ অবস্থাব মধ্যে তিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহাতে কারাদণ্ড ভোগ বিষয়ে তাঁহার মনে কোন সংশয় ছিল না। তিনি তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন যে, সেই বৎসর শীতকালে তাঁহাকে কারাগাবে যাইতে হইবে। তিনি এই প্রত্যাশিত বিপদপাতের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। হঠাৎ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ক্রাফ্‌ট্ আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন কি না, বুঝিবার জন্য পার্কার তাঁহার বন্দুক প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, সে সকল যুদ্ধোপযোগী অবস্থাতেই আছে।

পার্কার এখন ৬০ জন বন্ধুর সহিত হুইস্ প্রভৃতি চরদিগের বাসস্থানে গমন করিলেন। যে হোটেল গৃহে তাহারা থাকিত, তথা হইতে বাহিরে যাইবার যতগুলি পথ ছিল, সকলগুলি আটক করিয়া তাঁহারা দণ্ডয়মান হইলেন। চরেরা যে কোন দিক্ দিয়া পলাইয়া যাইবে, তাহার সম্ভাবনা থাকিল না। হোটেল-রক্ষক এই ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হইল; এবং হোটেল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য পার্কারকে অনুমতি করিল। পার্কার বলিলেন যে, তিনি চরদিগের সহিত দেখা করিতে চান; দেখা না

হইলে তাঁহারা কোনক্রমেই হোটেল ছাড়িবে না। হোটেল-রক্ষক ক্রমে কোমল ভাব অবলম্বন করিয়া বলিলেন যে, তিনি তাহাদিগের সহিত দেখা করাইযা দিবেন, এবং আর তিনি তাহাদিগকে তাঁহার হোটেলে রাখিবেন না।

চরেরা আসিয়া পার্কারের সহিত সাক্ষাৎ করিল। পার্কার তাহাদিগকে যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই ;—"তোমরা বোষ্টনবাসী বহুসংখ্যক লোকের ক্রোধের পাত্র হইয়াছ। আমি একজন ধর্ম্মযাজক, আমি তোমাদিগকে তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে চাই। আমি একবার তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছি ; কিন্তু দ্বিতীয়বার যে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিব, এরূপ বলিতে পারি না। তোমরা যদি মঙ্গল চাও, তবে এই মুহূর্ত্তেই নগর পরিত্যাগ কর।"

দাসান্বেষী চরদ্বয বলিল যে, বোষ্টনবাসীগণ তাহাদের প্রতি অতিশয় অসদ্ব্যবহার করিয়াছে। তন্মধ্যে একজন আপনার সাহস ও বীরত্বের বিষযে অনেক গর্ব্ব কবিল। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী পার্কার তাহাদের মুখ দেখিয়া বিলক্ষণ বুঝিলেন যে, তাহাবা অতিশয ভয় পাইয়াছে। বাস্তবিক, তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহাই সত্য বলিয়া প্রমাণ হইল ;—চরদ্বয় কয়েক দণ্ডের মধ্যেই বোষ্টন পরিত্যাগ করিয়া নিউইয়র্ক নগরে পলায়ন করিল। তাহারা আর কখন বোষ্টনে আসে নাই। বাস্তবিক, পার্কারের কথা না শুনিলে স্বাধীনতাপ্রিয় বহুসংখ্যক বোষ্টনবাসী চীৎকার পূর্ব্বক চরদ্বযের অনুসরণ করিত, এবং পরিশেষে তাহাদিগকে বিষম বিপদে পড়িতে হইত।

চরদ্বয় বোষ্টন পরিত্যাগ করাতে আর একটী বিষয়ে মঙ্গল হইল। বোষ্টনবাসীগণ রাজনিয়মের (Fugivitv slave law) বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে বলিয়া যুক্তরাজ্যের সভাপতি * অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। চরদ্বয় শীঘ্র পলাইয়া না গেলে তিনি নগরবাসীগণকে দমন করিবার জন্য,—তাহাদিগকে রাজনিয়ম প্রতিপালনে বাধ্য করিবার জন্য,—৬০০ শত কিম্বা ৭০০ শত সৈন্য পাঠাইয়া দিতেন। বোষ্টনবাসীগণ শান্ত প্রকৃতি বাঙ্গালী নহেন ; সুতরাং উক্ত ঘটনা ঘটিত হইলে যে, নগরের রাজপথে শোণিত স্রোত প্রবাহিত হইত, তাহাতে আর সংশয় কি ?

*Sresident of the United Ttates.

ক্রাফ্‌ট্‌ ও এলেন্‌ এতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষের ন্যায় একত্রে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু দেশপ্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে বিবাহিত না হওয়াতে তাঁহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ বৈধ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত না। তাঁহারা সেই জন্য পার্কারকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া তাহাদের বিবাহের বৈধতা সম্পাদন করেন। পার্কার তাহা স্বীকার করিলেন।

উক্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার সময়, পার্কার, ক্রাফ্‌ট্‌ ও এলেন্‌কে তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দিলেন। তৎপরে একখানি বাইবেল পুস্তক লইয়া ক্রাফ্‌টের হস্তে দিয়া বলিলেন;—"উক্ত পুস্তকে অমূল্য সত্য নিচয় রহিয়াছে। তোমার স্ত্রীর ও তোমার নিজের আত্মার পরিত্রাণের জন্য উহা সর্ব্বদা ব্যবহার করিবে।"

তৎপরে একখানি তলবার লইয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্তে দিয়া বলিলেন;—"যদি অন্য কোনরূপে তোমার স্ত্রীর ও তোমার নিজেব স্বাধীনতা রক্ষা করিতে না পার, তাহা হইলেই ইহা ব্যবহার করিবে, নতুবা নহে। যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আক্রমণ করে, তুমি আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য আবশ্যক হইলে, তাহার প্রাণের প্রতি পর্য্যন্ত আঘাত করিতে পার। কিন্তু উহা তোমার ইচ্ছাধীন। তুমি ইচ্ছা করিলে তোমার আক্রমণকারীর শোণিতে তোমাব হস্ত কলঙ্কিত না করিতেও পার;—স্বাধীনতা রত্নে জলাঞ্জলি দিযা পুনর্ব্বার দাসত্ব নিগড়ে বদ্ধ হইতে পার; কিন্তু তোমার সহধর্ম্মিণীর বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। তিনি সম্পূর্ণরূপে তোমার অধীন; তুমি তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা। যদি কেহ তোমার স্ত্রীর স্বাধীনতা হরণ করিতে আসে, তাহা হইলে তুমি প্রাণপণে তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে,—এমন কি যদি সহস্র লোকের প্রাণ বিনাশ করিতে হয়, অথবা নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাতে লেশমাত্র সঙ্কুচিত হইবে না।"

প্রকৃত ধর্ম্মতত্বজ্ঞ পার্কার ক্রাফ্‌টকে আরও বলিলেন;—"যেন কাহারও প্রতি তোমাদের বিদ্বেষবুদ্ধি না থাকে। যে হৃদয়হীন ব্যক্তি তোমাদের প্রভু ছিল, এবং যে ব্যক্তি এখনও তোমাদিগকে বন্দী করিবার জন্য বিবিধ কৌশলজাল বিস্তার করিতেছে, তাহারও প্রতি যেন বিদ্বেষ না থাকে। এমন কি, স্বাধীনতা রক্ষা বা আত্মরক্ষার জন্য, আক্রমণকারীকে তলবারের

আঘাত করিবার সময়, তাহার প্রতি ঘৃণাবিরহিত না হইলে তোমার কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পাপস্পর্শশূন্য হইবে না।"

"যে দুইটি বিপরীতগুণ বিশিষ্ট সামগ্রী আমি তোমাদিগকে উপহার দিলাম, তুমি উহার একটিদ্বারা তোমার নিজের ও তোমার স্ত্রীর আত্মাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। আর একটি দ্বারা, বিশেষ প্রয়োজন হইলে, তোমাদের শরীর রক্ষা করিবে।"

আক্রমণকারী শত্রুর প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে পার্কারের এই মত ছিল যে, মানুষ আপনার স্বাধীনতা বা জীবন রক্ষার জন্য আততায়ীর প্রাণবিনাশ করিতে পারে। তাহাতে পাপস্পর্শ হয় না। অথবা সে মনে করিলে দাসত্ব স্বীকার করিয়া বা আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিয়া অপরের প্রাণ বিনাশ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারে। কিন্তু আশ্রিত ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার সময় আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ ভিন্ন অন্য পথ নাই। আশ্রিত ব্যক্তির জীবন বা স্বাধীনতা রক্ষা করিতেই হইবে। তজ্জন্য যদি আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিতে হয় তাহাও শ্রেয়।

শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে রাখিবার জন্য পার্কার কাফ্রি-দম্পতীকে স্বাধীনতা-সমুজ্জ্বল ইংলণ্ড ভূমিতে প্রেরণ করিলেন। মাঞ্চেষ্টর কালেজের অধ্যক্ষ, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ডাক্তর মার্টিনোর নিকট পরিচিত করিয়া দিবার জন্য, তাঁহার নামে একখানি পত্র ক্রাফ্‌টের হস্তে দিলেন। উক্ত পত্রের একস্থানে পার্কার লিখিয়াছিলেন, "ইংরেজ জাতির সহিত যুদ্ধ করিয়া আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ তাঁহাদের স্বাধীনতা ও অন্যান্য অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এখন আমার সমাজের উপাসক মণ্ডলীর দুই জন নির্দ্দোষী সভ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সেই ইংরেজ জাতির প্রতিই নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেছি। ইংলণ্ডের যত কেন পাপ ও নিন্দনীয় কার্য্য থাকুক না, পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে, কোন দাসধৃতকারী কখন ইংলণ্ড-ভূমিতে পদক্ষেপ করিতে পারে না।"

কাফ্রি দম্পতী ইংলণ্ডে যারপর নাই আদর লাভ করিয়াছিলেন। মহাকবি বাইরণের পত্নী তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। যে সময় ক্রাফ্‌ট সস্ত্রীক ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, তখন সেখানে একটী বিশেষ সমারোহ ব্যাপার উপস্থিত ;—ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কাচনির্ম্মিত মহাহর্ম্ম্যে আন্তর্জাতিক মহামেলা। মহামেলায় উপস্থিত হইলে সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহাদিগকে বেষ্টন

করিয়া সতৃষ্ণভাবে দেখিতে লাগিল। কাফ্রিদম্পতী পবিত্র ইংলণ্ড ভূমিতে, নর-রাক্ষসদিগের গ্রাস হইতে চিরমুক্ত অনুভব করিয়া হৃদ্গত আনন্দের সহিত, মহারাণীর মঙ্গল প্রার্থনাসূচক সুবিখ্যাত সংগীতটী * গান করিতে লাগিলেন। ধন্য উইল্‌বরফোর্স! তোমার বিংশতিবর্ষব্যাপী অসামান্য আত্মত্যাগের ফলস্বরূপ ইংলণ্ডের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য দাস-ব্যবসারূপ পাপপিশাচ বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। ধন্য ইংলণ্ড! যখনই ক্রীতদাস তোমার অধিকারসীমার মধ্যে পদক্ষেপ করে, অমনি তাহার দাসত্ব শৃঙ্খল স্খলিত হইয়া পড়িয়া যায়!

যতদিন পর্য্যন্ত না মার্কিন রাজ্য হইতে দাসত্ব প্রথারূপ পাপ কলঙ্ক ক্ষালিত হইয়াছিল, ততদিন কাফ্রিদম্পতী ইংলণ্ডেই বাস করিয়াছিলেন। যখন প্রাতঃস্মরণীয় সভাপতি লিন্‌কনের লেখনীর একটি আঁচড়ে দাসত্ব প্রথা চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন তাঁহারা যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাংশবর্ত্তী আপনাদের পূর্ব্ব নিবাস স্থানে গিয়া পুনর্ব্বার বাস করিলেন, এবং স্বজাতীয়দিগের উন্নতি সাধন জন্য একটি শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

---

*God save the Queen.

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়।

সভাপতিকে পত্র; পলায়িত দাসদিগের উদ্ধার চেষ্টা, এবং যাজকদিগের সহিত বিচার।

যে সময়ে দুর্ভাগ্য পলায়িত দাসদিগকে রক্ষা করিবার জন্য পার্কার অহোরাত্র ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, যে সময়ে রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন অপরাধে কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন, এমন কি, যে সময়ে তিনি আপনার বিবেকের আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি যুক্তরাজ্যের সভাপতি* ফিলমোর সাহেবকে এক্রখানি পত্র প্রেরণ করেন। আমরা নিম্নে উক্ত পত্রখানির মর্ম্মানুবাদ দিলাম,—

---

* আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের (United Staters of Amoica) শাসনপ্রণালী বিষয়ে পূর্ব্বেই কিছু বলা উচিত ছিল। যাহা হউক, এ স্থলে বিশেষ শ্রেণীর পাঠকদিগের অবগতি জন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলা যাইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্য, অনেকগুলি প্রদেশ (States) লইয়া একটি সম্মিলিত রাজ্য। বর্ত্তমান সময়ে উনচল্লিশটি প্রদেশ (States) যুক্ত রাজ্যের অন্তর্গত। এতদ্ভিন্ন আটটি অধিকৃত প্রদেশ (Territories) আছে। অধিকৃত প্রদেশ বাসীগণ যদি প্রদর্শন করিতে পারেন যে,তাঁহাদের প্রদেশে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক অধিবাসী আছে; অর্থাৎ অধিবাসীর সংখ্যা একটি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা অপেক্ষা অল্প নহে; তাহা হইলে তাঁহারা যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক অধিকার সকল প্রাপ্ত হইতে পারেন; তাঁহাদের প্রদেশ যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত হইতে পারে। রাজার পরিবর্ত্তে রাজনৈতিক সভাদ্বারা দেশের শাসনকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। রাজধানী ওয়াসিংটন নগরে প্রধান সভা, এবং প্রত্যেক প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক সভা আছে। রাজধানীস্থ সভা ও প্রাদেশিক সভা, উভয় প্রকার সভাই দুইভাগে বিভক্ত; সেনেট এবং প্রতিনিধি সভা। (House of Representatives)

ওয়াসিংটন নগরের প্রধান সভার যিনি সভাপতি, তিনি সমগ্র রাজ্যের সভাপতি—রাজ্যের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। চারি বৎসরান্তর, জনসাধারণ কর্ত্তৃক সভাপতি নির্ব্বাচন হইয়া থাকে। সেনেট সভা সকলের সভ্যগণ ছয় বৎসর অন্তর এবং প্রতিনিধি সভা সকলের সভ্যগণ দুই বৎসর অন্তর নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রত্যেক প্রদেশ হইতে ওয়াসিংটন নগরের মহাসভায় প্রতিনিধি আসিয়া থাকে। সেনেট সভায় দুইজন করিয়া প্রতিনিধি সভ্য। এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার অধিবাসীর জন্য, একজন করিয়া প্রতিনিধি, প্রতিনিধি সভায় সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হন। সেনেট ও প্রতিনিধি সভা হইতে আইন প্রস্তুত হয়। সেই সকল আইন কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা যুক্তরাজ্যের সভাপতির হস্তে। সেনেট ও প্রতিনিধি সভার সাধারণ নাম কঙ্গ্রেস (Congress)। প্রত্যেক প্রদেশে এক একজন শাসন কর্ত্তা (Governor) থাকেন, শাসন কর্ত্তাগণ সভাপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন।

"আমি এই নগরের একজন ধর্ম্মযাজক। যে সকল ধর্ম্মযাজকেরা লোকের সম্মানের পাত্র, দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত নই। জনসমাজে আমার অযশ আছে। লোকের নিকট আমি অত্যন্ত ঘৃণাস্পদ। রাজকীয় বিভাগ ছাড়িয়া দিলে, ম্যাসাচুসেটস্ প্রদেশে আর কেহ আমার মত ঘৃণারপাত্র নহে। নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার কতকগুলি মতের জন্য আমার প্রতি এত ঘৃণা। * * *

"এই নগরে আমার একটি প্রকাণ্ড ধর্ম্মসমাজ আছে। সকল প্রকার অবস্থার লোকই উহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত আছেন। যে সকল ব্যক্তির হাতের নখগুলি পর্য্যন্ত আইন অনুসারে তাঁহাদের নিজের নহে, এরূপ পলায়িত দাস-গণও আমাদের সমাজে আছেন। এতদ্ভিন্ন অনেক ধনশালী ও সুশিক্ষিত নরনারীও আমাদের সমাজের অন্তর্গত। পলায়িত দাসসম্বন্ধীয় আইন আমাকে ও আমার সমাজকে কিরূপ কষ্টে ফেলিয়াছে, আমি তাহা আপ-নাকে অবগত করিতে ইচ্ছা করি। অনেকগুলি পলায়িত দাস আমাদের সমাজে আছেন, তাঁহারা কোন দুষ্কার্য্য করেন নাই। স্বাধীনতা, সুখান্বেষণ, ও জীবনের প্রতি আপনার যেরূপ, তাঁহাদেরও সেইরূপ অধিকার আছে। বিপদে পড়িয়া তাঁহারা আমার পরামর্শের উপব নির্ভর করিতেছেন। তাঁহারা বিদেশী, আমার আশ্রয় চাহিতেছেন; তাঁহারা ক্ষুধার্ত্ত, আমার নিকট আহার ভিক্ষা করিতেছেন; তাঁহারা তৃষ্ণার্ত্ত, আমার নিকট জল চাহিতেছেন; তাঁহারা বস্ত্রহীন, আমার নিকট বস্ত্র চাহিতেছেন; পীড়িত হইয়া আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন। তাঁহাদের প্রাণ যায, আমার নিকট তাঁহারা জীবন প্রার্থনা করিতেছেন। খ্রীষ্ট বলিয়াছেন "অতি সামান্য ব্যক্তিরও সেবা না করিলে আমার সেবা করা হয় না।" খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক বলিয়া তাঁহারা আমার নিকট আসিয়াছেন, এবং যাহা খ্রীষ্টধর্ম্মানুগত কার্য্য, তাঁহারা তাহাই করিতে আমাকে বলিতেছেন। কিন্তু এই সকল আগন্তুক, বস্ত্রহীন, ক্ষুধার্ত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিগণকে আহার, আচ্ছাদন ও আশ্রয় দিলে আপনাদের আইন অনুসারে আমি সহস্র মুদ্রা (Dollars)* অর্থদণ্ড ও ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইব; এমন কি, তাঁহারা পীড়িত হইলে যদি তাঁহাদিগকে গিয়া দেখি, তাঁহারা কারা নিক্ষিপ্ত হইলে যদি তাঁহা-

* অর্থাৎ ৪১৬৬ টাকা, ১০ আনা, ৮ পাই।

দিগের নিকট যাই, কিম্বা তাঁহারা যখন মারা যান, তখন যদি তাঁহাদিগকে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবে সাহায্য করি, তাহাহইলেও আমাকে শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। মনে করুন খ্রীষ্টধর্ম্ম যাহা করিতে বলে, আমি যদি তাহাদিগের প্রতি সে সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে অস্বীকার করি, তাহা হইলে আমি আমার নিজের বিষয়ে কি ভাবিব, সে কথা বলিব না, কিন্তু আপনারা কি বলিবেন? আপনারা বলিবেন যে, আমি পাষণ্ড, (এবং আমার ধর্ম্মযাজক বন্ধুগণ যেরূপ বলিয়া থাকেন) আমি যথার্থই একজন অবিশ্বাসী, এবং ছয় মাস কারা দণ্ড ভোগের যোগ্য। কিন্তু আমাব যেরূপ করা উচিত, যদি আমি সেইরূপ কার্য্য করি, তাহা হইলে আপনাদের আইন অনুসারে আমি সম্পত্তিচ্যুত হইব, আমার পরিবাবের নিকট হইতে আমাকে বল পূর্ব্বক লইয়া গিয়া কারাগারে বদ্ধ করা হইবে। আমার ভিন্ন মতাবলম্বী প্রতিদ্বন্দ্বীগণ ধর্ম্মের আদেশ প্রতিপালন করিতে যেরূপ বাধ্যতা অনুভব করেন, আমি হয়ত ততদূর করি না; কিন্তু একথা আমি বলিতে পারি যে, বরং আমি যাবজ্জীবন কারাগারে বাস করিব, অনাহারে মরিব, তথাচ আমার এই সকল সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিতে আমি নিবৃত্ত হইতে পারি না। আমাকে ধর্ম্মান্ধ বলিবেন না; আমি অনেক বিবেচনা করিয়া চলি। আমি পরমেশ্বরের নিয়মের অনুগত হইয়া চলিবই চলিব, তাহার ফল যাহাই কেন হউক না, আমার ধর্ম্ম আমি প্রতিপালন করিবই করিব।

"আমি আপনাকে আমার সমাজের একটি বক্তৃতা পাঠাইয়া দিলাম। উহাতে আপনি আমার পরিচিত একজন পলায়িত দাসের বৃত্তান্ত দেখিতে পাইবেন। তিনি এখন কুইবেক্ * নগবে আছেন। তিনি সেখানে এক-

*কুইবেক্ কানেডাদেশের একটি প্রধান নগব। নিম্ন কানেডার (Lower Canada) রাজধানী। পলাযিত দাসদিগের হিতৈষীগণ, তাহাদিগকে লইযা (বৃটিশাধিকৃত) স্বাধীনতা সমুজ্জল কানেডা দেশে ছাড়িযা দিযা আসিতেছেন। কার্য্যটি, অবশ্য অতি সংগোপনে সম্পন্ন করা হইত। আমাদের দেশে যেমন ভুমির উপরে রেল; ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় কেবল তাহাই নহে, ভুমির নীচে সুড়ঙ্গ পথে রেলগাড়ী ধাবিত হয। (আমেরিকায উর্দ্ধে শূন্যপথেও রেল চলে।) অধিকতর গুপ্তভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে বলিয়া সেই ভুনিম্নস্থ রেলপথ দিয়া দাসদিগকে লইযা যাওয়া হইত।

জন খ্যাতনামা ব্যক্তির অধীনে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের মহাযুদ্ধে যে সকল সেনাপতি ছিলেন, তিনি তাঁহা-দিগেরই একজনের বংশসম্ভূত। আমার সমাজের সভ্যেরা তাঁহার পলা-য়ন কার্য্যের সাহায্য করিয়াছিলেন। অন্য লোকেও তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং স্বাধীনতা লাভ বিষয়ে তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। আপনি কি মনে করেন, তাঁহারা অন্যায় করিয়াছেন? আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে যে সকল স্বতঃসিদ্ধ সত্য* আছে এবং খৃষ্টধর্ম্ম যাহা করিতে বলেন, তাহা স্মরণ করিয়া, আপনি কি এই সকল লোককে দোষ দিতে পারেন?

"হঙ্গেরি† বাসীগণ, সমগ্রযুক্তরাজ্যের অধিবাসীগণের নিকট অনেক সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছেন; (যদিও বোষ্টনবাসী কোন কোন লোক অষ্ট্রীযার পক্ষে ছিলেন।) আমাদিগের জাতি কসথ্‌কে (Kossuth) অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আমেরিকার দাসত্বের তুলনায় অষ্ট্রীয়ানদিগের অত্যাচার কোথায় থাকে? তুরস্কের সুলতান হঙ্গেরি দেশের পলায়িত ব্যক্তিগণকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া ইযোরোপের সকল উদার-নৈতিক গবর্ণমেণ্টের নিকট ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইযাছেন। তবে জোসেফকে কানেডা পলায়নের সাহায্য করাতে, আপনি কি আমাদের নিন্দা করিতে পারেন? আমি জানি ইহা কখন সম্ভব নহে।

"ক্রাফ্‌ট ও তাঁহার স্ত্রী আমার সমাজভুক্ত লোক। তাঁহারা আমার বাটীতে ছিলেন। একপক্ষ অতীত হইল, আমি তাঁহাদের বিবাহ দিয়াছি। উক্ত অনুষ্ঠান শেষ হইলে আমি ক্রাফ্‌টের হস্তে একখানি বাইবেল ও তলবার দিয়া প্রত্যেকটীর উপযুক্ত ব্যবহার বলিয়া দিলাম। যখন দাস ধৃতকারীরা এখানে আসিয়াছিল, তখন যদি আমি তাহাদিগের হস্ত হইতে দূরে রাখিবার জন্য উক্ত কাফ্রি দম্পতীকে সাহায্য করিয়া থাকি,

* "We hold these truths to be self-evident that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights; that these are life, liberty and the pursuits of happiness." &c.

† ইয়োরোপের অন্তর্গত হঙ্গেরি রাজ্য অষ্ট্রীয়ার শাসনাধীনে যারপর নাই অত্যাচার সহ্য করিযাছিল যুক্তরাজ্যের অধিবাসীগণ, অত্যাচারগ্রস্ত হঙ্গেরিবাসীগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যদি সেই স্ত্রীলোকটীকে (যতদিন পর্য্যন্ত বিপদের সম্ভাবনা ছিল) আমার বাটীতে আশ্রয় দিয়া রাখিয়া থাকি, তাহা হইলে আপনার বিবেচনায় আমার কি এমন দুষ্কর্ম্ম করা হইয়াছে, যাহাতে অর্থদণ্ড বা কারাবাস হইতে পারে? কোন প্রকার অশান্তি উপস্থিত না করিয়া আমি যদি মানুষধরাদিগের হস্ত হইতে লোককে রক্ষা করি, তাহাতে কি আমার শাস্তি হওয়া উচিত? আপনি কি মনে করেন যে, আমার সমাজের লোককে দাস করিবার জন্য ধরিয়া লইয়া গেলে আমি কোন বাধা না দিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি?

"লেক্সিংটন (Lexington) গ্রামের যুদ্ধে আমার পিতামহ যে বন্দুক ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং সেই দিন একজন ইংরেজ সৈন্যের হস্ত হইতে তিনি যে বন্দুক কাড়িয়া লইয়াছিলেন, (স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধে ঐ বন্দুকটী সর্ব্ব প্রথম কাড়িয়া লওয়া হইযাছিল) উহা এক্ষণে আমাব পুস্তকালযে আমাব পার্শ্বে লম্বমান রহিয়াছে। যদি আমার সমাজেব লোককে দাসত্ব হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি আমার সম্পত্তি, আমার স্বাধীনতা, এমন কি, আমার জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত না হই, তাহা হইলে আমি ঐ সকল স্মরণচিহ্ন দূরে নিক্ষেপ করিব। আমি মনে করিব যে, আমি একজন ভীরু কাপুরুষের সন্তান, কোন সাহসী লোকের সন্তান নহি। অনেকেরই মনের ভাব আমার মত; আমি যাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করি, তাঁহাদের মত আমারই তুল্য; অনেকেই ঐরূপ বলেন। * * * আমরা কিরূপ বিঘ্ন-সঙ্কুল অবস্থায় পতিত হইয়াছি, তাহাই আপনাকে জানাইতে চাই। আপনারা যে কোন শাস্তি কেন আমাদিগকে প্রদান করুন না, আবশ্যক হইলে আমরা তাহা বহন করিব; কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়ম আমরা প্রতিপালন করিবই করিব।"

পার্কার বলিযাছেন যে, কোন ব্যক্তি জলমগ্ন হইলে, ব্যাঘ্রের গ্রাসে পড়িলে, বা হত্যাকারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে যেমন আমি তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিব, দাসত্বকারীদিগের হস্ত হইতে ক্রীতদাসকেও আমি সেইরূপ ব্যগ্রতার সহিত রক্ষা করিব। ক্রীতদাসদিগের মঙ্গলের জন্য কোন প্রকার কষ্ট বহন করিতে, কোন প্রকার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে, তিনি বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন;—"মানুষের স্বাধীনতার নিকট সহস্র ডলার

অর্থদণ্ড বা ছয়মাস কারাবাস কোন্ ছার! পরমেশ্বরের অনাদ্যনন্ত ধর্ম্মনিয়ম ও আমার মধ্যে যদি আমার অর্থ বিরোধ উপস্থিত করে, তবে এমন অর্থ ধ্বংস হইয়া যাক্ এবং আমিও সেই সঙ্গে বিনাশ দশা প্রাপ্ত হই।

জেনারেল চ্যাপলিন্ নামে জনৈক সদাশয় ভদ্র লোক, আমেরিকার মহাসভার কোন কোন সভ্যের দুই জন ক্রীতদাসকে চির দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়ার জন্য পঞ্চবিংশতি সহস্র (ডলার) মুদ্রার জন্য দায়ী ছিলেন। তাঁহাকে এই বিষম অর্থদায় হইতে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে, পার্কার একটী সভা আহ্বান করিলেন। সভাস্থলে যে প্রকার লোকের সমাগম আবশ্যক, তাহা হয় নাই। ধর্ম্মযাজকেরা আদবেই আসেন নাই। পার্কার বলিয়াছিলেন যে, সভার উদ্দেশ্য যখন সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আদিষ্ট, তখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ সে স্থলে আসিবেন কেন? পার্কারের সমাজের সভ্যগণ, তাঁহার ভবনে একটি সভা করিয়া আপনাদের মধ্য হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

এই ঘটনার একাদশ দিন পরে সাড্র্যাক্ নামে জনৈক পলায়িত দাস গবর্ণমেণ্টের লোকের দ্বারা ধৃত হইয়া বন্দী হইল, পার্কার এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র উহাকে উদ্ধার করিবার অভিলাষে অবরোধ স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সাড্র্যাকের ধৃত হইবার কথা তাঁহার নিকট পৌছিবার পূর্ব্বেই অপর লোকের দ্বারা দুর্ভাগ্য দাস মুক্তিলাভ করিয়াছিল। পার্কারের দাসরক্ষক কমিটির একজন সভ্য, অবরোধ গৃহের দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত করাতে, দ্বার উদ্ঘাটিত হইবামাত্র বহুসংখ্যক লোক (তন্মধ্যে সাড্র্যাকের স্বজাতি, কাফ্রি সংখ্যাই অধিক) বেগে ভিতরে প্রবেশ করিয়া, (কর্ম্মচারীরা কিছু করিতে না করিতে) তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। সেই দিন অপরাহ্নেই তাহাকে (বৃটিশাধিকৃত) কানেডা দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। এই ঘটনায় পার্কার যারপরনাই আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন— "আমার বোধ হয়, ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে চা নষ্ট করার * পর, বোষ্টন নগরে এমন মহৎ কার্য্য আর সংঘটিত হয় নাই। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ!"

---

* বিদেশ হইতে লোক আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করাতে যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ লোকই ১৬০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটীশ দ্বীপ হইতে আসিয়াছিলেন। ইঁহারা প্রথম হইতে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের অধীন ছিলেন; তৎপরে তাঁহা-

শনিবার দিবসে সাড্র্যাকের উদ্ধার সাধন হয়। রবিবার প্রাতঃকালে পার্কার আপনার উপাসনালয়ে সমবেত উপাসক মণ্ডলীর সম্মুখে এই শুভ সংবাদ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন যে, সাড্র্যাক অনুরোধ করিয়াছেন যে, আপনারা তাঁহার নিমিত্ত পরমেশ্বরেব নিকট প্রার্থনা করেন। একথা শুনিবামাত্র সকলেই যারপর নাই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। হৃদয়ের আবেগে কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। এমনি বোধ হইল, যেন তাঁহাদের হৃদয় আনন্দ স্রোতের আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। এমন সময়ে হঠাৎ জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়া উপাসনালয়ের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইল।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রেল, সাড্র্যাকের উদ্ধারের সপ্তদশ দিবস পরে, বোষ্টন নগরের রাজপথে, টমাস্ সিম্স্ নামে একজন কাফ্রি বালক ধৃত হয়। সে আপনাকে দাসত্ব হইতে রক্ষা করিবার জন্য ধৃতকারীদিগকে ছুরিকা প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল বলিয়া, শান্তিভঙ্গের অপরাধে অপরাধী করিয়া তাহাকে বিচারালয়ে উপস্থিত করা হইল। নামমাত্র বিচারের পর, চিরনরকভোগে প্রেরিত হইবে, বুঝিতে পারিয়া সে তাহার উকীলকে বলিল, "আমাকে একখানি ছুরি দিন, যখনই বিচারক আমার চিরদাসত্বের আজ্ঞা দিবেন, আমি আমার হৃৎপিণ্ডে ছুরির আঘাত করিয়া তাঁহার সম্মুখে মবিব। আমি কখনই দাস হইব না"

দের মত না লইযা অত্যন্ত ক্লেশজনক কর সংস্থাপন করাতে তাঁহারা ইংলণ্ডের বিরোধী হইযা উঠিলেন। প্রথমতঃ ষ্ট্যাম্পের উপরে অধিক পরিমাণে কর নির্দ্দিষ্ট করাতে যুক্তরাজ্যবাসীগণ বিদ্রোহী হইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। সুতরাং এক বৎসরের মধ্যেই ইংলণ্ড উহা রহিত করিতে বাধ্য হইযাছিলেন। কিন্তু তৎপরেও চার আমদানির উপবে অতিরিক্ত শুল্ক নির্দ্দিষ্ট করায় যুক্তরাজ্যবাসীগণ যারপর নাই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। বিরক্তি ও ক্রোধ বোষ্টনবাসীদিগের মধ্যেই অধিকতর দৃষ্ট হইযাছিল। তত্রত্য অনেকগুলি লোক একত্র সম্মিলিত হইযা বোষ্টনের বন্দরস্থ চার জাহাজে গিয়া চার বস্তা সকল বলপূর্ব্বক জলে ফেলিযা দিয়াছিলেন। এই ঘটনায ইংলণ্ডের অতিশয ক্রোধ হইল এবং চা নষ্টকারীদিগকে কঠিন দণ্ড দেওযা হইল। কিন্তু দণ্ড বিধান করাতে যুক্তরাজ্যবাসীগণ শাসিত হইলেন না; তাঁহাদের বিরক্তি ও ক্রোধ বর্দ্ধিত হইল। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের চতুর্থ দিবসে ইংলণ্ডের সহিত যুক্তরাজ্যবাসীগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহারা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। সাত বৎসর পর্য্যন্ত উভয় দেশে ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। পরিশেষে প্রবল ইংলণ্ডকে পরাস্ত করিয়া ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা স্বাধীনতা লাভ করিলেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান সাধারণতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়।

বলা বাহুল্য যে, উক্ত অনুরোধ রক্ষা করা হয় নাই। বালকের প্রতি চিরদাসত্বের আজ্ঞা হইল। সেইদিন রাত্রে নিশীথ সময়ে শৃঙ্খল-বদ্ধ অবস্থায়, প্রহরীগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে জাহাজে গমন করিল। জাহাজে বদ্ধ হইবার সময় হতভাগ্য বালক একবার চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল;—"এই কি মাসাচুসেটস্ প্রদেশের স্বাধীনতা?" তাহাকে তাহার প্রভুর নিকট উপস্থিত করিলে, প্রভু আজ্ঞা করিলেন যে, তাহাকে বিলক্ষণ করিয়া চাবুক প্রহার করা হয়। এরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করা হইতে লাগিল যে, উপস্থিত একজন ডাক্তার বলিলেন "আর মারিলে মরিয়া যাইবে।" সুসভ্য খ্রীষ্টিয়ান প্রভু উত্তর করিলেন, "মরুক।"

বোষ্টনবাসীদিগের হৃদয়ে দাসত্বপ্রথার প্রতি অধিকতর ঘৃণা উত্তেজিত করিয়া দিবার জন্য, উপরি উক্ত নিদারুণ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া, পার্কার তাঁহার সমাজগৃহে একটি বক্তৃতা করিলেন। টমাস্ সিম্‌স্ বোষ্টনের পাদ্রিগণকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের উপাসনালয়ে তাহার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন। পাদ্রিগণ এ অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হন নাই। পার্কার সেই জন্য তাঁহার বক্তৃতায় তাঁহাদিগকে ভৎ‍সনা করিয়াছিলেন।

পার্কারের বক্তৃতা পাঠ করিয়া প্রসিদ্ধনামা মার্কিন রাজনীতিজ্ঞ সম্‌নর্ অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত বিলোড়িত হইয়া গিয়াছিল। তিনি একখানি পত্রে উক্ত বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পার্কারকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন সহস্রবর্ষব্যাপী দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া জগতে সত্যপ্রচার করেন। সিম্‌স্ সম্বন্ধীয় নিদারুণ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া পার্কার ও তাঁহার অনুচরগণ যে, ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে দাসত্ববিদ্বেষী সম্‌নর্ জনসাধারণ কর্ত্তৃক মার্কিন মহাসভায় সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

টমাস সিম্‌সের দুর্গতি স্মরণ করাইয়া দিয়া লোকের হৃদয়ে দাসত্বপ্রথার প্রতি ঘৃণা জাগ্রত রাখিবার জন্য, এক বর্ষকাল পূর্ণ হইলে, পার্কার তাঁহার উপাসনালয়ে, উক্ত নিদারুণ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া সাম্বৎসরিক উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে তিনি একটি অগ্নিময়ী কবিতাও রচনা করেন। *

---

* উইস সাহেবের লিখিত পার্কারের জীবনী গ্রন্থের ২য় ভাগের ১০৪ পৃষ্ঠা দেখ।

পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে, বোষ্টন নগরের পাদ্রিগণ অধিকাংশই দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করিতেন না। পলায়িত দাসসম্বন্ধীয় আইন পালনীয় বলিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করিতেন। ইউনিটেরিয়ান যাজকদিগের সভায় যাহাতে উক্ত বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হয়, স্বাধীনতাপ্রিয় কোন কোন যাজক এরূপ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেন। কিন্তু বিরোধী পক্ষের যাজকগণ, কৌশল করিয়া উক্ত বিষয়ক তর্ক বিতর্ক সভাস্থলে উপস্থিত হইতে দিতেন না। কোন কোন যাজকের পক্ষে এরূপ করিবার একটি বিশেষ কারণ ছিল। তাঁহাদের সমাজের ধনবান্ সভ্যদিগের অর্থাগম, দাসত্বপ্রথার উপর নির্ভর করিত। সেই সকল ধনীযজমানের খাতিরে তাঁহারা উক্ত জঘন্য প্রথা বা পলায়িত দাসসম্বন্ধীয় আইনের বিরুদ্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, বিরোধীপক্ষ অধিককাল কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কোন একটী বিশেষ অধিবেশনে উভয়পক্ষে তর্কযুদ্ধ উপস্থিত হইল।

প্রথমতঃ স্বাধীনতাপক্ষ একজন যাজক, পলায়িত দাসবিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিলেন। তৎপরে আরও অনেকে উক্ত বিষয়ে স্ব স্ব বক্তব্য ব্যক্ত করিলেন।

আইন পালন করা আবশ্যক বলিয়া যাঁহারা মত প্রকাশ করিলেন, তাঁহাদের প্রধান যুক্তি দুটি। প্রথম, আইন অগ্রাহ্য করিলে যুক্ত রাজ্যের অধিবাসীগণের মধ্যে পরস্পর ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইবে, এবং দাসত্বপক্ষ ও স্বাধীনতাপক্ষ বিভিন্ন প্রদেশ সকল, এক রাজশাসনের অধীনে না থাকিয়া, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। সুতরাং রাজ্যের একতা রক্ষার জন্য পলায়িত দাসবিষয়ক আইন প্রতিপালন করা উচিত।

দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, লোকে একটী আইন লঙ্ঘন করিতে শিখিলে সকল আইনের বিরোধী হইয়া উঠিবে। আইনবিহীন স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা বিহীন আইন, এই দুই প্রকার অবস্থার মধ্যে শেষোক্ত অবস্থা অবশ্যই অপেক্ষাকৃত শ্রেয়স্কর। সুতরাং পলায়িত দাসবিষয়ক আইন মন্দ হইলেও উহা পালনীয়।

এই সকল কথার প্রতিবাদ করিয়া পার্কার একটী সারগর্ভ, ভাবপূর্ণ, ও ওজস্বী বক্তৃতা করিলেন। আমরা নিম্নে বক্তৃতাটির কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ দিলাম।

"যাহাতে পরমেশ্বরের ব্যবস্থা সুরক্ষিত ও সমর্থিত হয়, তাহাই মানবীয় ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যদি মানবীয় ব্যবস্থা সেই উদ্দেশ্য সাধন করে, তবে তাহা অবশ্য পালনীয়। পলায়িত দাস সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাদ্বারা ঠিক্ বিপরীত কার্য্য হইতেছে, পরমেশ্বরের ব্যবস্থা পদদলিত হইতেছে। যাহা পরমেশ্বরের আদেশ বিরুদ্ধ, উক্ত ব্যবস্থায় তাহা আদিষ্ট হইয়াছে, এবং যাহা পরমেশ্বরের আদিষ্ট, উহাতে তাহাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা পলায়িত দাসবিষয়ক আইনের বিরোধী হইয়াছেন, তাঁহারা কি প্রকার লোক? তাঁহারা চিরদিন ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী। পলায়িত দাস সম্বন্ধীয় আইনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাঁহাদের দ্বারা ন্যায়ানুগত ব্যবস্থা ও সুনীতিসম্মত শৃঙ্খলা সুরক্ষিত হইবে। যে সকল লোক আইন বলিয়াই আইন প্রতিপালন করে, তাহাদিগকে বিশ্বাস করা যায় না। যাঁহারা ন্যায়ানুগত আইন ভিন্ন কোন প্রকার অন্যায় আইন পালন করিতে অস্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করা যায় না। পলায়িত দাস সম্বন্ধীয় আইন উল্লঙ্ঘন করিলে অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই; উহার অনুগত হইয়া কার্য্য করিলেই যুক্তরাজ্য বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। কিন্তু মনে করুন, যদি উক্ত আইন অগ্রাহ্য করিলে রাজ্য বিযুক্ত * হইয়া যায়, তাহা হইলেও কোন্‌টী অধিকতর অহিতকর? বিবেক, স্বাধীনতা ও কর্ত্তব্য হইতেও যুক্তরাজ্যের প্রদেশ সকলের সহযোগ, কি অধিকতর মূল্যবান্? আমার পক্ষে আমি বলিতে পারি যে, আমার গৃহ ভস্মীভূত হইয়া ভূমিসাৎ হউক, আমার পরিবারগণ একে একে সেই প্রজ্জলিত অগ্নিরাশিতে নিক্ষিপ্ত হউক, এবং অবশেষে উহার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া আমার জীবন শেষ হউক †

---

* যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাংশের প্রদেশ সকল দাসব্যবসায়ের পক্ষপাতী ছিল। তত্রত্য তুলার চাসের কার্য্যে লক্ষ লক্ষ ক্রীত দাস নিযুক্ত হইত। যুক্ত রাজ্যের উত্তরাংশের অধিবাসীগণ, অনেকেই দাসব্যবসায়ের বিরোধী ছিলেন। দক্ষিণাংশবাসী ও তাঁহাদের মতাবলম্বীগণ, দাসত্ব প্রথার পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিতেন যে, পলায়িত দাস সম্বন্ধীয় আইন উল্লঙ্ঘন করিলে বিভিন্ন পক্ষাবলম্বী প্রদেশ সকলের মধ্যে এরূপ বিবাদ উপস্থিত হইবে যে, তৎপ্রদেশবাসীগণ আর একত্রে, এক রাজ্যভুক্ত থাকিতে পারিবেন না। সুতরাং রাজ্যের একতা রক্ষার জন্য, পলায়িত দাসবিষয়ক আইনের অনুগত থাকাই উচিত।

† যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে ইলাইজা লভ্‌জয় (Elija Lovejoy) নামে একজন প্রকৃত সাধুপুরুষ এরখানি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি দাসব্যবসায়ের

তথাচ যেন টমাস্ সিম্‌সের ন্যায় একজনও পলায়িত দাস, দাসত্ব ভোগের জন্য পুনঃপ্রেরিত না হয়। উহার জন্য যদি বিভিন্ন প্রদেশের সম্মিলন চলিয়া যায়, যাক্। আমরা যেন পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকি, আর সব যায় যাক্। আমাদের ধর্ম্মাধিকরণ কাফ্রিদিগের কারাস্বরূপ হইয়াছে। আমাদের রাজ-কর্ম্মচারী সকল ক্রীতদাস শীকার কার্য্যে ফিরিতেছে, আমাদের ইউনিটেরিয়ান সমাজের সভ্যগণ মানুষধরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! এমন ভয়ানক সময়ে আমি মধুমাখা কথা বলিতে, অথবা ভবিষ্যতে কোন বিপদ নাই বলিয়া ভবিষ্যদ্বানী করিতে পারি না। আমার সমাজে কৃষ্ণবর্ণ পলায়িত দাস আছে, তাহারা আমার প্রচার কার্য্যের মুকুটস্বরূপ। তাহাদের আত্মার উদ্ধারের জন্য, তাহাদের শরীরের প্রতিও দৃষ্টি করা আমার কর্ত্তব্য। মানুষধরাদিগের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য, আমার সমাজভুক্ত লোককে আমার গৃহে লুক্কায়িত রাখিয়া আমার গৃহদ্বার অহোরাত্র বদ্ধ রাখিতে হইয়াছে। আমাকে নিজে অস্ত্র ধারণ করিতে হইয়াছে। বোষ্টন নগরে ঊনবিংশ শতাব্দীর

বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ প্রবন্ধ প্রকাশ করাতে উক্ত প্রদেশবাসীগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে সকলে মিলিয়া অনুরোধ করিলেন যে, তিনি দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে আর লেখনী ধারণ না করেন, তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র লইয়া অন্য প্রদেশে উঠিয়া যান। লভজয় এ প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে তাঁহারা একটী প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাদের প্রদেশ হইতে চলিয়া যাইবার জন্য সভাস্থলে তাঁহাকে অনুমতি করিলেন। লভজয় তথাচ তাঁহা-দের আজ্ঞা পালন করিতে সম্মত হইতে পারিলেন না। কেন তিনি অসম্মত হইতেছেন, জনসাধারণকে তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য একটী বক্তৃতা করিলেন। উক্ত বক্তৃতায় তিনি বলি-লেন যে, তিনি সত্যপ্রচারের জন্য সে স্থানে বাস করিতেছেন। যদি তিনি লোকভয়ে ভীত হইয়া স্থান পরিবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তাঁহার খ্রীষ্টিয়ানের ন্যায় কার্য্য করা হইবে না। সত্য প্রচারে নিবৃত্ত হইয়া লোকভয়ে স্থান পরিবর্ত্তন করা খৃষ্টিয়ানের কার্য্য নহে। লভজয় কোন ক্রমেই চলিয়া গেলেন না দেখিয়া দাসত্বপক্ষপাতী ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতি এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন যে, একদিন রাত্রিকালে তাঁহার গৃহে আগুণ লাগাইয়া দিলেন এবং যখন অগ্নিদাহে সমস্ত গৃহটী ভূমিসাৎ হইয়া যাইতেছিল, সেই সময় তাঁহাদের মধ্যে একজন হঠাৎ গুলি করিয়া কর্ত্তব্য পরায়ণ সত্যপ্রিয় ইলাইজা লভ্‌জয়কে হত্যা করিলেন। পার্কার তাঁহার বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, উহা তাঁহার সম্বন্ধে না ঘটিলেও দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য অন্য লোকের পক্ষে অবিকল ঐরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

আঙ্কল "টমস ক্যাবিনের" টীকাপুস্তক দেখ।

মধ্যভাগে,আমার ডেস্‌কের উপর বারুদ ও গুলিপূর্ণ বন্দুক রাখিয়া,ও আমার দক্ষিণ হস্তেব নিকটেই উন্মুক্ত তরবাব রাখিয়া, আমাকে উপাসনালয়ের জন্য উপদেশ রচনা করিতে হইয়াছে! শক্রকে প্রতিরোধ করিও না, এমন অযুক্ত কথা আমি কখন গলাধঃকরণ করি নাই। কিন্তু গুরুতর কারণ ভিন্ন আমি কখন নরশোণিতপাতে প্রবৃত্ত হইতে আপনাকে বাধ্য মনে করি না। আমি করিব কি? যে ক্ষুদ্র নগরে স্বাধীনতার মহা-যুদ্ধে প্রথম রক্তপাত হইয়াছিল, আমি তথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সেই মহাযুদ্ধে যাঁহাবা প্রাণ বিসর্জ্জন করিযাছিলেন, তাঁহাদের সমাধিমন্দির লেক্‌সিংটনে রহিযাছে। উহাতে লিখিত আছে যে, তাঁহাবা "মাতৃভূমি ও পরমেশ্বরেব পবিত্র কার্য্যে প্রাণ দিযাছিলেন।" মানবজাতির ন্যায়াধিকার ও স্বাধীনতার নামে ঐ সকল সমাধিমন্দির উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। আমি যত পবিচয়জ্ঞাপক খোদিত বাক্য পাঠ করিয়াছি, তন্মধ্যে উহাই আমি সর্ব্বপ্রথম পাঠ করি। তাঁহাবা আমাদের বংশের লোক ছিলেন। স্বাধীনতাব মহাযুদ্ধে আমার পিতামহ সর্ব্বপ্রথম তরবার নিষ্কোষিত করেন। যে বংশজাত শোণিত তথায প্রবাহিত হইযাছিল, অদ্য তাহা আমার ধমনীপথে প্রবাহিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন, আমি যখন আমার পুস্তকালয়ে বসিযা লিখিতে থাকি, তখন আমার এক পার্শ্বে একখানি বাইবেল থাকে। আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ, প্রায এক শত বর্ষকাল, ঐ বাইবেল লইয়া প্রাতঃকালে ও সায়াহ্ণে পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। আমার অপর পার্শ্বে একটি বন্দুক থাকে। আমার পিতামহ ঐ বন্দুক লইয়া ফরাসিদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কুইবেক নগর অধিকার করিবাব সময়ে এবং লেক্‌সিংটনের যুদ্ধে তিনি উহা ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত, উক্ত যুদ্ধের একটি স্মরণচিহ্ন আছে। স্বাধীনতার মহাসমরে, শক্রহস্ত হইতে আমার পিতামহ যে বন্দুক কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহাও রহিয়াছে। আমার হৃদয়ে এমন সকল বিষয়ের স্মৃতি থাকিতে, এমন সকল সামগ্রী ও স্মরণচিহ্ন আমার সম্মুখে থাকিতে, কোন পলায়িত দাসনারী আমার গৃহে আসিয়া আমার শরণাপন্ন হইলে,—আমার ধর্ম্মসমাজের অন্তর্গত হইলে,—আমি কি তাহাকে আশ্রয় দিতে ও প্রাণপণে রক্ষা করিতে অস্বীকার কবিতে পারি? কিন্তু সেই নারীর জীবন বা স্বাধীনতা অপহরণের চেষ্টা কে করিয়াছিল? আমার ধর্ম্মযাজক ভ্রাতা গ্যানেটের একজন সমাজভুক্ত লোক আমার

সমাজের একজন সভ্যকে অপহরণ করিতে আসিয়াছিল। গ্যানেট সাহেব পলায়িত দাস সম্বন্ধীয় আইনের পক্ষ সমর্থন করিয়া এ কটি উপদেশ দিয়াছিলেন এবং তাঁহার সমাজের সভ্যদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আমার সমাজের কাফ্রি সভ্যগণকে ধরিয়া লইয়া গিয়া, চিরকাল ক্রীতদাস থাকিবার জন্য বিক্রয় করেন। তথাচ গ্যানেট সাহেব খৃষ্টিয়ান আমি 'অবিশ্বাসী,' তাঁহাব ধর্ম্ম খ্রীষ্টিয়ানধর্ম্ম আমার 'নাস্তিকতা।' ভ্রাতৃগণ! আমি মানুষকে ভয় করি না। আমি লোকের ঘৃণা ও শ্রদ্ধা গ্রাহ্য করি না। আমার খ্যাতির বিষয়ে আমি তাদৃশ মনোযোগী নহি। কিন্তু আমি পরমেশ্বরের অনাদ্যনন্ত নিয়ম ভঙ্গ করিতে সাহস কবি না। আপনারা আমাকে 'অবিশ্বাসী' বলেন; যথার্থ বটে ধর্ম্মমত বিষয়ে আপনাদেব সহিত আমার অনেক প্রভেদ। কিন্তু একটি বিষয় আছে, আমি কখন তাহা অবিশ্বাস করিতে পারি না। যিনি অনন্ত-স্বরূপ পবমেশ্বর, যিনি শুভ্রবর্ণ মনুষ্যের পিতা, এবং শুভ্রবর্ণ মনুষ্যের দাস-দিগেরও পিতা, আমি তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। যাহাই কেন হউক না, তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ করিতে আমার সাহস করা উচিত নহে।"

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

—:***:—

সিরাকিউস নগরে পত্র ; দাসোদ্ধার চেষ্টা।

সিরাউস নগরে একজন ক্রীতদাস ধৃত হওয়াতে, তত্রত্য স্বাধীনতাপক্ষ অধিবাসীগণ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের হস্ত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া ক্যানেডা দেশে প্রেরণ করেন। অধিবাসীগণকে বাধা দিবার জন্য একদল সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু সৈন্যগণ উদাসীনভাব অবলম্বন করাতে দাসোদ্ধার কার্য্য সহজেই সম্পন্ন হয়। পার্কার এই সংবাদে যার পর নাই আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

যে দিবস দাসোদ্ধার কার্য্য সম্পন্ন হয়, সিরাকিউসবাসীগণ তাহার স্মরণার্থ একটি সাম্বৎসরিক উৎসব সভা আহূত করিয়াছিলেন। বিশেষ কারণবশতঃ সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া পার্কার একখানি সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ পত্র লিখিয়া উহা সমবেত ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে পঠিত হইবার জন্য প্রেরণ করিযাছিলেন ।

উক্তপত্রে পার্কার একস্থলে বলিতেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি একজন কাফ্রির দোকান হইতে একটি তরমুজ চুরি করে, তাহাহইলে নিশ্চয়ই তাহার অর্থদণ্ড বা কারাবাস হইবে। কিন্তু যদি কেহ সেই দোকানদাব কাফ্রিকে তাহার স্ত্রীপুত্রের মধ্য হইতে চুরিকরিয়া লইয়া যায়, তবে তাহাব শাস্তি হওয়া দূরে থাকুক, বরং গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই চৌর্য্যকার্য্যের জন্য দশ ডলার পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে।

পলায়িত দাস সম্বন্ধীয় আইন উল্লঙ্ঘন বিষয়ে পার্কার উক্ত পত্রে বলিতেছেন ;—"আইনরূপে পরিণত হইলেই অন্যায় যে আর অন্যায় থাকে না, এরূপ নহে। কতকগুলি আইন এতদূর ন্যায়বিরুদ্ধ যে, তাহা উল্লঙ্ঘন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। মেরির রাজত্বকালে গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়াছিলেন যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের ধর্ম্মানুমোদিত পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সেই সকল আইন ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের জীবন্তদেহ জলন্ত চিতানলে ভস্মীভূত করা হইতে লাগিল বলিয়া তাঁহারা সমুদ্র পার হইয়া এদেশে

আসিয়া বাস করেন। চিতানল ও ফাঁসিকাষ্ঠ তাঁহাদিগকে রাজনিয়ম প্রতিপালনে অনুরাগী করিতে পারে নাই। পিউরিট্যান ও কভেন্যাণ্টারগণ, রাজা জেমস্ ও চার্লসের আজ্ঞা কিরূপ প্রতিপালন করিয়াছিলেন তাহা আপনারা জানেন। আমরা সেই পিউরিটান ও কভেন্যাণ্টারদিগের সন্তান। আমাদিগের ধমনীতে কাহাদিগের শোনিত প্রবাহিত হইতেছে তাহা কি আমি ভুলিয়া গিয়াছি ? আমেরিকার সাধারণতন্ত্র, রাজবিদ্রোহের ফল। এক সময়ে রাজবিদ্রোহিতাই আমাদের জাতীয সংগীতস্বরূপ হইয়াছিল। * * ষ্টাম্প আইন অগ্রাহ্য কবিয়াছিলেন বলিযা আমেরিকা কি আজ গৌবব অনুভব করিতেছেন না ? বর্ত্তমান সময়ে যত অন্যায় আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তন্মধ্যে পলায়িত দাসবিষয়ক আইন যারপর নাই অন্যায় ; উহা কেবল উল্লঙ্ঘন করিবারই উপযুক্ত। ন্যায়ের পবিত্র নামে আমি সমুদয় ব্যবস্থাপ্রিয ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন এই অন্যায় ব্যবস্থা ভঙ্গ করেন। যদি সম্ভব হয়, তবে শান্তভাবে উহা সম্পন্ন করা বিধেয়, নতুবা উহা বলপূর্ব্বক উল্লঙ্ঘন করিতে হইবে। বিগত শতাব্দীতে বৃটিস্ গবর্ণমেণ্ট কোন ক্রমেই আমেরিকাবাসীগণকে ষ্টাম্প আইন প্রতিপালন করিতে বাধ্য করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান অন্যায় আইন সম্বন্ধেও আমেরিকার গবর্ণমেণ্টকে আমবা সেইরূপ অকৃতকার্য্য করিতে পারি। উহা করিতে হইলে ব্যক্তিগত ক্লেশ,—অর্থহানি ও কারাবাস,—সহ্য করিতেই হইবে। পথের ধূলি দিয়া কখন স্বাধীনতা ক্রয় করা যায় না। এক সময ছিল, যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম পালন করিতে হইলে কষ্টবহন করিতে হইত। আমি খ্রীষ্টপ্রচারিত খৃষ্ট ধর্ম্মের কথা বলিতেছি। আর একপ্রকার খ্রীষ্টধর্ম্ম আছে তাহা পালন করিতে কোন খরচ নাই, কোন কষ্ট বহন করিতে হয় না।”

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ভর্জিনিয়া হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া বোষ্টাননগরের বিচারালয়ে আবেদন করিল যে, উক্ত প্রদেশ হইতে আন্থানি বারন্‌স নামে একজন ক্রীতদাস বোষ্টানে পলাইয়া আসিয়াছে। তাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল, এবং বারন্‌স্‌কে একটা মিথ্যা অপবাদে ধৃত করিয়া বন্দী করিয়া রাখা হইল। তৎপরদিবস তাহাকে প্রহরী পরিবেষ্টিত ও শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া বিচারকদিগের নিকট উপস্থিত করা হইল। এপর্য্যন্ত তাহার কোন অপরাধই প্রমাণ হয় নাই। এমনকি, সে যে কখনও ক্রীতদাস ছিল, তাহারও কিছু

মাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অথচ বিচারকগণ তাহাকে তাহার শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত। এমন সময়ে দয়ার সাগর পার্কার সবান্ধবে বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন। কয়েদীর সহিত আলাপ করিয়া জানিলেন যে, সে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে, তাহার পক্ষ হইয়া কেহ মোকদ্দমা চালান। পার্কারের নিযুক্ত উকীল এরূপ সদ্‌যুক্তি সকল প্রদর্শন করিলেন, যে, বিচারক মোকদ্দমা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলেন।

এই সুবিধা পাইয়া পার্কার তৎপরদিবস বোষ্টান নগরের একটি প্রধান স্থানে সভা আহ্বান করিলেন। সভাস্থলে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইল। সভার উদ্দেশ্য দুটি,—প্রথম, দাসব্যবসায়ের প্রতি জনসাধারণের ঘৃণা ও বিদ্বেষ-বর্দ্ধন। দ্বিতীয়,লোকের মন বিশেষরূপে উত্তেজিত করিয়া সকলে মিলিয়া বন্দী দাসের উদ্ধারসাধন। এইরূপ পরামর্শ হইয়াছিল যে, পার্কার প্রথমে একটি বক্তৃতা আরম্ভ করিবেন; বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে যখন লোকের মন যার পর নাই উৎসাহিত হইয়া উঠিবে, তখন সমবেত সমস্ত ব্যক্তি একত্র হইয়া অবরোধস্থানে গিয়া দুর্ভাগ্য বন্দীকে কাড়িয়া লইয়া আসিবেন।

পার্কার সমবেত ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদিগকে ভার্জিনিয়া বাসীগণের সহযোগী প্রজা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তিনি যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহাই হইল; সকলে "না, না," করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। যে ভর্জিনিয়া প্রদেশবাসীগণ এক জন অনাথ কাফ্রীকে দাসত্ব নরকে নিমজ্জিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগের সহযোগী বলিয়া সম্বোধিত হওয়া সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের সহ্য হইল না।

তখন পার্কার তাঁহাদিগকে বোষ্টান নগরবাসী বলিযা সম্বোধন পূর্ব্বক অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। তাঁহার জনৈক জীবনীলেখক বলিয়াছেন যে, তাঁহার হৃদয়ের আবেগে তাঁহার সমগ্র দেহ কম্পিত হইতে লাগিল, এবং সময়ে সময়ে তিনি মত্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, জন্ হ্যান্‌কক্ (John Hancock) ও আড্যা-মস্ (Adams) প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের পবিত্র অধিবাসভূমিতে এরূপ ঘৃণিত দুষ্কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। বোষ্টান বাসীগণ বিশেষরূপে সেই ঘৃণিত কার্য্যের সাহায্য করিতেছেন বলিয়া তিনি আরও আক্ষেপ করিলেন। পার্কার বলি-লেন, আমাদেরই দোষে এই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।(তাঁহার কথার তাৎপর্য্য এই যে, যদি বোষ্টানবাসীগণ প্রথম হইতে সতর্ক হইতেন, তাহা

হইলে যুক্তরাজ্যের উত্তর প্রদেশে দাসত্ব পক্ষপাতীগণের ক্ষমতা এতদুর বৃদ্ধি হইতে পারিতনা) "আমরা এখন ভর্জিনিয়ার প্রজা হইয়াছি। ভর্জিনিয়া এক্ষণে হস্ত বিস্তার করিয়া পিউরিট্যানদিগের নগরে মানুষ চুরি করিতেছে। মহাশয়গণ! আজ আর সে বোষ্টান নাই। ** এখন আমরা ভর্জিনিয়া প্রদেশের সহযোগী প্রজা হইয়াছি;—(এই স্থলে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য হইতে "না না ও কথা বলিও না" বলিয়া চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইল) "আপনারা যদি দেখাইতে পারেন যে,আমি যেরূপ বলিতেছি, বাস্তবিক সেরূপ ঘটনা সংঘটিত হয় নাই, তাহা হইলেই আমি আমার কথা ফিরাইয়া লইতে পারি। ভ্রাতৃগণ! আমি অল্পবয়স্ক যুবক নহি। আমি অনেক সময় স্বাধীনতার জন্য আনন্দধ্বনি শুনিয়াছি। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান অধিক দেখিনাই। আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, আমাদের কাজ চাই, না কথা চাই?"

পার্কার আরও কয়েকটি কথার পর বলিলেন;—"দাসধৃতকারীগণ মনে করিতেছে যে, আগামী কল্য প্রাতঃকালে তাহারা সেই হতভাগ্য ব্যক্তিকে একখানি গাড়ী করিয়া লইয়া যাইবে। (এস্থলে সভাস্থ ব্যক্তিগণ চীৎকার করিয়া বলিলেন "তাহারা উহা কখনই করিতে পারিবে না; করুক দেখি!)" "মহাশয়গণ! দাসত্বের আইন সর্ব্বত্র প্রচলিত। আর একটি আইন আপনাদের বাহুতে রহিয়াছে। যখন আপনারা উচিত বিবেচনা করিবেন, তখনই উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন। মহাশয়গণ! আমি একজন ধর্ম্মযাজক, আমি শান্তি ভালবাসি। কিন্তু স্বাধীনতা আমাদের উদ্দেশ্য। শান্তি রক্ষা করিতে হইলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। এখন আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনাবা কি কবিবেন? (সভাস্থ এক ব্যক্তি বলিলেন, "গুলি কর,গুলি কব,")" "কোন ব্যক্তিকে গুলি না করিয়াও এ কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায। নিশ্চয় জানিবেন, যাহারা বোষ্টান নগরে মানুষ ধরিতে আসিয়াছে, তাহারা সকলেই ভীরু কাপুরুষ। একটিও গুলি না করিয়া যদি আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দণ্ডায়মান হই, এবং স্পষ্ট করিয়া বলি যে, এই লোকটিকে বোষ্টান নগর হইতে লইয়া যাইতে পারিবে না, তাহা হইলে তাহারা তাহাকে কখনই লইয়া যাইতে পারিবে না। (" ঠিক্ হইয়াছে, ঠিক্ হইয়াছে," চতুর্দ্দিক্ হইতে ধ্বনি ও প্রশংসাসূচক করতালি)

পার্কার সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে প্রস্তাব করিলেন যে, সকলে যেন

তৎপর দিবস বিচারালয়ের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে পূর্ব্বাহ্ণ নয় ঘটিকার সময় উপস্থিত হন। এই প্রস্তাবে অনেকেই সম্মতিপ্রকাশসূচক হস্তোত্তোলন করিলেন। কিন্তু কতকগুলি লোক এই প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, সেই রাত্রেই অবরোধস্থানে গিয়া বন্দীকে কাড়িয়া লইয়া আসা হয়। শেষোক্ত প্রস্তাবে পার্কার সভার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। অল্পসংখ্যক লোকই সম্মতিসূচক হস্তোত্তোলন করিলেন। সুতরাং স্থির হইল যে, পরদিন পূর্ব্বাহ্ণ নয় ঘটিকার সময় সকলে বিচারালয়ের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইবেন।

পূর্ব্বে এইরূপ কথা ছিল যে, সেই রাত্রেই অবরোধস্থানে গিয়া বন্দীকে কাড়িয়া লইয়া আসা হইবে। কিন্তু তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞাসূচক কোন প্রকার চিহ্ন প্রদর্শন করা হইল না। তথাচ কতকগুলি লোক এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা আর কাহারও মুখাপেক্ষা না করিযা সেই রাত্রে আপনারাই গিয়া অবরোধস্থান হইতে বন্দীকে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা তদ্বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, আমরা সে কথা পরে বলিব।

পার্কার আসন পুনর্গ্রহণ করিলে আমেরিকার অদ্বিতীয় বক্তা তাঁহার পরম বন্ধু ওয়েণ্ডেল্ ফিলিপ্স্ (Wendell Phillips) উঠিলেন। সেই রাত্রেই অবরোধ হইতে বন্দীকে কাড়িয়া লইয়া আসিবার বিষয়ে প্রথম হইতেই তাঁহার মত ছিল না।

তিনি দেখিলেন যে, পার্কারের বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গ অতিরিক্ত উত্তেজিত হইয়াছেন। সুতরাং পাছে সকলে তখনই বন্দীকে উদ্ধার করিবার জন্য অবরোধস্থানে দৌড়িয়া যান, এই আশঙ্কায় তিনি সকলকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মোহিনীশক্তিতে সকলে যখন যথার্থই শান্তভাব ধারণ করিলেন, তখন সভাস্থলে একটি অশুভ সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কতকগুলি অস্থিরমতি লোক অন্যের মুখা-পেক্ষা না করিয়া অবরোধগৃহ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তথায় গিয়া বৃহৎ এক খণ্ড কাষ্ঠের সাহায্যে উক্ত গৃহের বহির্দ্বার ভগ্ন করিয়া ফেলিয়া দিলেন। এই ঘটনায় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ একটা ঘণ্টা বাজাইয়া নগরের শান্তিরক্ষকদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে একজন কর্ম্মচারী প্রাণ হারাইল। কিরূপে তাহার

মৃত্যু সংঘঠিত হইল, অর্থাৎ আক্রমণকারীদিগের আঘাতে অথবা কর্ম্মচারীদিগেরই কোন প্রকার অসাবধানতায় তাহার নিশ্চিত মীমাংসা হয় নাই। শীঘ্র পুলিস কর্ম্মচারীগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। এতদ্ভিন্ন ঘটনাক্রমে একদল অবৈতনিক সৈন্য তথায় উপস্থিত হওয়াতে আক্রমণকারীদের মনোরথ সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাঁহারা দাসোদ্ধার কার্য্যে আপাততঃ বিরত হইয়া গৃহপ্রস্থান করিলেন।

সভাস্থলে যখন উক্ত সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন সকলই শেষ হইয়া গিয়াছে। নতুবা সভাস্থ সমস্ত লোক গিয়া আক্রমণকারীদিগের সহিত যোগদান করিলে বন্দী উদ্ধারের অনেক সম্ভাবনা ছিল। এই অপরামর্শসিদ্ধ, অবিবেচনাপ্রসূত কার্য্যদ্বারাই বন্দী উদ্ধার বিষয়ে ভাবী সফলতা সুদূরপরাহত হইয়া উঠিল। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ অধিকতর সাবধান হইল। সৈন্যদল কর্ত্তৃক দুর্ভাগ্যবন্দী সর্ব্বদা সুরক্ষিত হইতে লাগিল। উক্ত নিষ্ফল আক্রমণ,শুক্রবার রজনীতে সংঘটিত হইয়াছিল। শনিবার চলিয়া গেল। রবিবার প্রাতঃকালে পার্কার" তাঁহার উপাসনালয়ে, উপস্থিত ঘটনা উপলক্ষ্য কবিয়া একটি অগ্নিময়ী বক্তৃতা করিলেন।

কাফ্রী বন্দীর প্রতি মিথ্যা করিয়া চৌর্য্য অপরাধ দিয়া তাহাকে ধৃত করা হইয়াছিল। চৌর্য্য অপরাধ প্রতিপন্ন করা দূরে থাকুক, সে ব্যক্তি ,যে কখন ক্রীতদাস ছিল ইহারও কোন উপযুক্ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইল না। পার্কার ও তাঁহার বন্ধুগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত উকিল এরূপ দক্ষতার সহিত বন্দীর পক্ষ হইয়া মোকদ্দমা চালাইয়া ছিলেন যে, বিচারকগণের পক্ষে তাহাকে অপরাধী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সুকঠিন হইয়া উঠিল। যাহা হউক, তথাচ সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় চিরনরক ভোগের জন্য প্রেরিত হইবে। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া পার্কার ও তাঁহার অনুচরগণ স্বাধীন করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে ক্রয় করিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

ইত্যবসরে পার্কার ও তাঁহার বন্ধুগণ বিবিধ প্রকার বিজ্ঞাপন লিখিয়া নগরের রাজপথ সকলে লম্বমান করিয়া দিতে লাগিলেন। পার্কার স্বয়ং বিজ্ঞাপনগুলি লিখিয়া দিতেন। দুর্ভাগ্য বন্দীর উদ্ধার এবং দাস ব্যবসায়ের প্রতি গাঢ়তর ঘৃণা উৎপাদনই বিজ্ঞাপন প্রচারের উদ্দেশ্য। শেষ বিজ্ঞাপনটির মর্ম্ম এই ;—দাসরক্ষকগণের প্রতি কেহ অসদ্ব্যবহার করিবেন না। তাহার

যখন দুর্ভাগ্য কাফ্রীকে লইয়া যাইবে, তখন যেন নগরবাসীগণ রাজপথে সারিদিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বোষ্টাননগরের পক্ষে অতীব লজ্জাকর ও অপমান-সূচক দৃশ্য দর্শন করেন। তৎপরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক এমন সকল উপায় অবলম্বন করেন, যাহাতে উপযুক্ত ব্যক্তিগণ রাজ কর্ম্মচারীর পদে নির্ব্বাচিত হইয়া রাজ্যের শৃঙ্খলা ও সম্মান রক্ষিত হয়। দুর্ভাগ্য দাসকে রক্ষা করিবার জন্য দাসরক্ষককমিটি বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,—কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহাদের পরিশ্রম সফল হইল না।

দুর্ভাগ্য কাফ্রিকে লইয়া যাইবার দিন বোষ্টাননগরের রাজপথ লোকারণ্য; পথপার্শ্বে, গৃহদ্বারনিচয়ে, বাতায়নে ও ছাদের উপরিভাগে অগণ্য অসংখ্য লোক দণ্ডায়মান হইয়া এই ঘৃণিত দৃশ্য দেখিতে লাগিল। দুর্ভাগ্য দাসকে মধ্যস্থলে রাখিয়া চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারী প্রহরী; প্রহরীদিগের চতুর্দ্দিকে সুশিক্ষিত সৈন্যদল ও কামান। পাছে একজন মানুষ আপনার দেহ মন আপনার বলিয়া দাবি করে, এই জন্য এত আয়োজন !! যে রাস্তা দিয়া কাফ্রি দাসকে লইয়া যাওয়া হইবে, পার্কার ও তাঁহার অনুচরগণ সেই রাস্তার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী গৃহবাসী লোক সকলকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, উহাকে লইয়া যাইবার সময়, যেন তাঁহারা শোকচিহ্নস্বরূপ আপনাদের গৃহের সম্মুখভাগ কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখেন। তাঁহাদের অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, শব লইয়া যাইবার সময় অথবা কোন শোকসূচক ঘটনায় খ্রীষ্টীয় প্রথানুসারে যেরূপ ধীরে ধীরে ঘণ্টা বাজিয়া থাকে, তাঁহাদের পরামর্শক্রমে নগরের ঘণ্টা সকলও সেইরূপ বাজিতে লাগিল।

দুর্ভাগ্য দাসকে লইয়া যাইবার সময় আগুণ লাগিয়াছে বলিয়া হঠাৎ একটা গোল উঠিল। উহা দাসত্ববিদ্বেষী কোন চতুর লোকেরই কার্য্য। আগুন নিবাইবার কল আনিয়া হঠাৎ সৈন্যদিগের শ্রেণী ভেদ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু যখনই কল চলিয়া গেল, সুশিক্ষিত সৈন্যগণ যে ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক্ আবার সেইভাবে দাঁড়াইল। সুতরাং দাসত্ববিদ্বেষীগণের এই শেষ কৌশলেও কোন ফল হইল না।

শুভ্রবর্ণ ইয়োরোপীয় ও আমেরিকগণ অনেকেই কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যকে, মনুষ্য বলিয়াই মনে করিতে পারেন না। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতি তাঁহাদিগের মজ্জাগত ঘৃণা। বৃটিসাধিকৃত ভারতবর্ষে বাস করিয়া আমরা এই ঘৃণার ফল পদে পদে ভোগ করিতেছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মার্কিনদেশের কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্য-

পশু বলিয়া গণ্য ও পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হইত। এখনও সেখানে সেই ঘৃণা ও কুসংস্কারের ভগ্নাবশেষ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। তথায় শ্বেতবর্ণ মানুষ রেলওয়ে শকটে কৃষ্ণবর্ণের সহিত একত্রে গমন করিতে প্রস্তুত নহেন! কিন্তু মার্কিন দেশে কাফ্রিজাতীয় অনেক ব্যক্তি সুশিক্ষা লাভ করিয়া মনুষ্যোচিত অনেক প্রধান প্রধান কাজ করিযাছেন। অনেক কাফ্রি তাঁহাদের জাতীয় সত্ত্ব সমর্থন পূর্ব্বক ইংরাজী ভাষায় উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়া শুভ্রবর্ণ মনুষ্যকে চমকিত করিয়াছেন ; এমন কি, কাফ্রি জাতীয় ব্যক্তি গভর্ণরের কার্য্য পর্য্যন্তও-দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও মানুষ।

যে এন্থনিবার্ণস্‌কে (Anthony Burns) এত বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিযা দক্ষিণাঞ্চলে চিরদুঃখ ভোগেব জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল, সে তথায় গিয়া পরমেশ্বরের কৃপায় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। তাহাকে ক্রয় করিয়া স্বাধীন করিয়া দিবার জন্য বোষ্টাননগরে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, এখানে বিশেষ কারণে তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। কিন্তু সে ব্যক্তি দক্ষিণাঞ্চলে গমন কবিলে পর তাহার প্রভু মনে করিল যে, থিওডোর পার্কার যখন তাহার করস্পর্শ কবিযাছে তখন সে নিশ্চয়ই খারাপ হইয়া গিয়াছে। ক্রীতদাসের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, সে সকল গুণ তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। সুতরাং বোষ্টানবাসীদিগের সংগৃহীত টাকা লইয়া প্রভু মহাশয় বার্ণস্‌কে মুক্ত করিয়া দিলেন।

বার্ণস্‌ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া যত্নপূর্ব্বক লেখা পড়া শিখিল, এবং ধর্ম্মযাজকের ব্রত অবলম্বন করিয়া স্বজাতীয়গণের মধ্যেই প্রচার আরম্ভ করিল। লেখা পড়া শিখিয়া বার্ণস্‌ পার্কারকে কয়েকখানি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিল। ধর্ম্মযাজকের কার্য্যে বার্ণস এতদূব পরিশ্রম করিয়াছিল যে,তাহাকে ক্ষয়কাশ রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে লোকান্তরিত হইতে হইল।

পার্কারকে বিশেষরূপে দমন করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টপক্ষীয় লোক তাঁহার নামে একটি ওয়ারেণ্ট বাহির করিলেন। তিনি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যের ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে অপরাধী স্থির করা হইয়াছিল। মার্কিন বক্তা ওয়েণ্ডেল ফিলিপ্‌স্‌ প্রভৃতি পার্কারের কয়েকজন বন্ধুর নামেও ঐরূপ ওয়ারেণ্ট বাহির হইল।

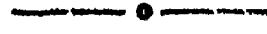
পার্কার পূর্ব্বাহ্ন আট ঘটিকার পর বসিয়া লিখিতেছেন, এমন সময় তাঁহার গৃহদ্বারে একটি আঘাত হইল। পার্কার বলিলেন, ভিতরে আসুন। একটি লোক গৃহে প্রবেশ করিয়া কিছু লজ্জিতভাবে দণ্ডায়মান হইল। পার্কার তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। সেব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি রেভারেণ্ড পার্কার সাহেব?" পার্কার বলিলেন, "উহাই আমার নাম বটে; আপনি অনুগ্রহ করিয়া উপবিষ্ট হউন।" সে লোকটি বলিলেন, "আমি আপনার সহিত কোন বিষয়ে কথা কহিতে চাই।" এই কথা শুনিয়া তথা হইতে একটি স্ত্রীলোক উঠিয়া গেলেন। তখন সেই লোকটি বলিলেন, "মহাশয়! আমি একটি অপ্রীতিকর কার্য্য করিতে আপনার নিকট আসিয়াছি। আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিব।" পার্কার বলিলেন, "আচ্ছা, আর কিছুতো নহে?" সে ব্যক্তির সহিত প্রয়োজনীয় কয়েকটী কথা কহিয়া পার্কার বেলা দশ ঘটিকার সময় একজন এটর্ণি সঙ্গে লইয়া ১৫০০ ডলার মুদ্রায় তাঁহার সমাজের উপাসক মণ্ডলীর তিনজন সভ্যকে জামিন দিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে তথায় প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া উপদেশ রচনা করিবেন এবং তাঁহার উপাসনালয়ে পঠিত হইয়া, তৎপর দিবস প্রাতঃকালে উহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। প্রতি শনিবার একটি করিয়া প্রার্থনা লিখিবেন। একখণ্ড উপদেশ (Sermon) পুস্তক প্রস্তুত করিবেন। কয়েকজন মহাপুরুষের জীবনী লিখিবেন। ধর্ম্মের ঐতিহাসিক বিকাশ বিষয়ে একখানি গ্রন্থ লিখিবেন। এতদ্ভিন্ন রুষদেশীয় ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

১৮৫৫ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসের তৃতীয় দিবসে মোকদ্দমার দিন ধার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু মোকদ্দমা চলিল না। পার্কারের পক্ষীয় কৌন্সলিগণ প্রতিপন্ন করিলেন যে, আইন অনুসারে এরূপ মোকদ্দমা চলিতেই পারে না। পার্কার সবান্ধবে জয় লাভ করিলেন। বিচারক পার্কারকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "আপনি এবার একটি গ্রন্থির ছিদ্র দিয়া পলাইয়া গেলেন।" পার্কার উত্তর করিলেন,দ্বিতীয় বার এরূপ ঘটিলে আমি ইহা অপেক্ষা বড় ছিদ্র প্রস্তুত করিব।

ব্যবহারাজীব বন্ধুগণের সাহায্য লইয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পার্কার একটি সুবিস্তৃত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনীলেখকগণ উক্ত প্রবন্ধটীর অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন। উহাতে অসামান্য পাণ্ডিত্য কবিত্ব ও

সদ্‌যুক্তি একত্রীভূত হইয়াছে। বিচাবালয়ে পাঠ কবা হইল না বলিয়া পার্কাব উহা পবিবর্ত্তিত ও পবিবর্দ্ধিত কবিযা ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে ২২০পৃষ্ঠা সম্বলিত এক-খানি পুস্তকাকাবে উহা প্রকাশ কবিলেন। পুস্তকখানিতে বোষ্টান নগবেব বিচাবকদিগেব প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ ছিল বলিযা তাঁহাদেব আত্মীযগণেব মনে ক্লেশ হইযাছিল। অনাথা কাফ্রি বমণী ও অবগণ্ড শিশুদিগেব দুঃসহ যন্ত্রনায় যাহা-দিগেব মনে ক্লেশ হয় না একটা ব্যঙ্গোক্তিতে যে তাহাদেব মানসিক কষ্ট তাহাব মূল্য কতটুকু ?



একজন চাক্ষুষদর্শীর মুখে শুনিয়া কুমারী কব্ এইরূপ আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। দাসত্ব পক্ষ সমর্থন করিয়া নিউইয়র্ক নগরে একটি সভা হইতেছিল। পার্কার গ্যালারিতে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা প্রভৃতি শুনিতে ছিলেন। এমন সময় একজন বক্তা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন ;—"এ কথায় থিওডোর পার্কার কি বলেন, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।" পার্কার তৎক্ষণাৎ সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিলেন ;—"আপনি শুনিতে ইচ্ছা করেন? এ বিষয়ে থিওডোর পার্কারের যাহা বলিবার আছে, আমি আপনাদিগকে বলিতেছি।"

সভাস্থলে ভয়ঙ্কর গোলমাল উপস্থিত হইল। ফেলিয়া দেও, ফেলিয়া দেও, উহাকে মারিয়া ফেল, মারিয়া ফেল, বলিয়া চীৎকার ধ্বনি উঠিতে লাগিল। পার্কার তাঁহার প্রশস্ত বক্ষস্থল বিস্তারিত করিয়া একবার বামপার্শ্বে ও একবার দক্ষিণপার্শ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক, নির্ভীকচিত্তে বলিলেন ;—"আমাকে ফেলিয়া দিবেন? আমাকে বধ করিবেন? আপনারা সেরূপ কিছুই করিবেন না। এবিষয়ে আমার যাহা বলিবার আছে, আমি এখন বলিব।" তাঁহার সাহস দেখিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এই একটি ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল যে, দাসব্যবসায় যুক্তরাজ্যের একটি বিশেষ সীমার মধ্যেই (36th degree of latitude) বদ্ধ থাকিবে, তাহার উত্তরবর্ত্তী প্রদেশে উহা প্রচলিত হইতে পারিবে না। এক্ষণে দাসত্বপক্ষপাতীদিগের যত্নে উক্ত ব্যবস্থা রহিত হইয়া এই নূতন নিয়ম হইল যে, উক্ত সীমার উত্তরবর্ত্তী কোন অধিকৃত প্রদেশ যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার সময় যদি তথায় দাসব্যবসায় প্রচলিত থাকে, তবে উক্ত প্রদেশে যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত হওয়ার পরেও অর্থাৎ যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক অধিকার সকল লাভ করার পরে তথায় দাসব্যবসায় প্রচলিত থাকিবে। পূর্ব্বে ব্যবস্থা রহিত হইয়া এই নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়ায় যুক্তরাজ্যের উত্তরাংশবাসী দাসত্ববিরোধী ব্যক্তিগণ যার পর নাই বিরক্ত হইলেন।

ছুটি অধিকৃত প্রদেশে (Kansas and Nebraska) দাসব্যবসায় প্রচলিত করিয়া উহা যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য দাসত্ব পক্ষপাতীগণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উহা করিতে পারিলে সেনেট ও প্রতিনিধি সভায় দাসত্ব পক্ষপাতী সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া সমগ্ররাজ্যের মধ্যে দাসত্বপক্ষ প্রবল হইয়া উঠিবে। সুতরাং দাসত্বপক্ষপাতীগণ ঐ ছুটি প্রদেশে দাসব্যবসায় প্রচলিত করিয়া উহা যুক্তরাজ্যভুক্ত করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অধিকৃত প্রদেশবাসীগণ যুক্তরাজ্যভুক্ত হইতে চাহিলে তাঁহাদের প্রদেশে বিশেষ পরিমাণ লোকসংখ্যা প্রদর্শন করিতে হয়। উক্ত প্রদেশদ্বয়ে উপযুক্ত লোকসংখ্যা ছিলনা। সুতরাং দাসত্বপক্ষ ও স্বাধীনতাপক্ষ উভযপক্ষই আপনাদিগেব দলের লোকদ্বাবা তথায় উপনিবেশ সংস্থাপন কবিতে লাগিলেন। উপনিবেশ সংস্থাপন জন্য স্বাধীনতাপক্ষ প্রদেশ নিচযে সভা সকল প্রতিষ্ঠিত হইযা তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল। দেশের প্রান্তভাগ নিবাসী অনেক দুর্দ্দান্ত দস্যু তাহাদের দাসগণ সমভিব্যাহাবে এই প্রদেশদ্বযে বাস কবিল। এই সকল ঘটনা সংঘটিত হওয়াতে উক্ত প্রদেশদ্বযে ঘোবতব অরাজকতা উপস্থিত হইল। একে দুই বিরোধী পক্ষেব বিবাদ, তাহাতে আবাব দস্যুদিগেব উৎপাত, ইহাতে কি সামাজিক শান্তি এক নিমেষের জন্য তিষ্ঠিতে পারে ?

এই স্থলে আমবা পার্কাবের পরম বন্ধু একজন প্রকৃত সাধুপুরুষের গুণকীর্ত্তন কবিযা লেখনীকে পবিত্র করিব। তাঁহার নাম জন্ ব্রাউন্। ইনি দাসব্যবসাযকে মহাপাতক বলিয়া মনে করিতেন, এবং সেই জন্য উহার প্রতি তাঁহাব আন্তরিক ঘৃণা ছিল। যে দুটি প্রদেশের কথা বলা হইযাছে, তাহাব মধ্যে একটি প্রদেশের নাম কান্সাস্। ক্রীতদাসদিগকে মুক্তি দিবাব অভিপ্রায়ে বহুসংখ্যক সঙ্গী ও আপনার পুত্রদিগকে লইয়া ব্রাউন্ কান্সাস্ প্রদেশে গোপনে বাস করিতে লাগিলেন। গোপনে আপনাব অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন কবিতে লাগিলেন। তিনি ও তাঁহাব সমভিব্যাহাবীগণ ক্রীতদাসদিগকে স্বাধীনতা দিবাব জন্য অশেষ প্রকাব কষ্ট বহন করিতে লাগিলেন। তাঁহার লোকেরা উক্ত প্রদেশবাসীগণের মধ্যে গুপ্তভাবে থাকিয়া দাস সংগ্রহ কবিতেন। ব্রাউন্ নিজে, তাঁহার পুত্রগণ, ও সঙ্গীগণ, কাফ্রিদিগের হিতার্থে যে প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয যে, মানুষ মানুষের জন্য এত করিতে পাবে। ব্রাউনের নিজের যাহা কিছু ধন সম্পত্তি ছিল সকলই দুর্ভাগ্য দাসদিগের সেবায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। অনাহার, উপযুক্ত আচ্ছাদন অভাবে দারুণ শীতের কষ্ট, রোগযন্ত্রণা, শত্রু কর্ত্তৃক গুরুতর আঘাৎপ্রাপ্তি, কারাবাস, বিপক্ষদিগের নানাপ্রকার অত্যাচার বহন, পীড়িত ও আহত সঙ্গীদিগকে লইয়া গৃহশূন্য, অনাচ্ছাদিত, অস্বাস্থ্যকর স্থানে ভূমিশয্যায় শয়ন, প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্লেশ কয়েক মাস পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছিলেন। এমন কি, কেহ কেহ মৃত্যুমুখে পর্য্যন্ত পতিত হইয়াছিলেন।

সবান্ধবে এইরূপ কষ্টবহন করিয়া কাপ্তেন ব্রাউন্ বহুসংখ্যক ক্রীতদাস সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে লইয়া গিয়া কানেডাদেশে ছাড়িয়া দিতেন। কিন্তু কেবল কানেডায় দাস ছাড়িয়া দিয়া তাহাদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। দাসব্যবসায়ের প্রতি দণ্ডাঘাৎ করিবার জন্য তিনি অন্যপ্রকার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, দাসত্বমুক্ত কাফ্রিদিগকে লইয়া আপনার দলপুষ্টি করিবেন, এবং এইরূপে ক্রমশঃ তাঁহার সাহায্যকারী সঙ্গীদিগের দল প্রকাণ্ড হইয়া উঠিবে। তাঁহারা নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত সকলে গুপ্তভাবে বাস কবিবেন, ও জনপদ সকল আক্রমণ করিয়া কাফ্রিদাসগণকে লইয়া গিয়া স্বাধীনতা দান পূর্ব্বক আপনাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাকিবেন। কাপ্তেন ব্রাউন ভাবিয়াছিলেন এইরূপে দুটি উদ্দেশ্য সফল হইবে। প্রথমতঃ, বহুসংখ্যক দুর্ভাগ্য কাফ্রির দাসত্ব নিগড় ভগ্ন হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, নিরাপদে সম্পত্তি রক্ষা হইতেছে না দেখিয়া, দাসরক্ষকগণ দাসরক্ষা বিষয়ে বীতরাগ হইয়া পড়িবেন। এইরূপে, কান্সাস্ প্রদেশ, দাসত্বপক্ষপাতী প্রদেশরূপে যুক্ত-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সুকঠিন হইয়া পড়িবে। সুতরাং দাসত্বপক্ষীয় ব্যক্তি-গণের সংকল্প বিফল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সংঘটিত হইবে।

কাপ্তেন ব্রাউন্ যে, গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা বহু অর্থ-ব্যয় সাপেক্ষ। তাঁহার নিজের হস্তে যাহা ছিল, সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গিয়া-ছিল। তবে অর্থ কোথা হইতে আসিত?

ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শ সাধু থিওডোর পার্কার অর্থ সংগ্রহের ভার লইয়াছিলেন। তিনি একটি কমিটি করিয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক ব্রাউনের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। ব্রাউনের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল। তিনি জানিতেন যে, অর্থের সদ্ব্যবহার হইবেই হইবে। একদিবস কমিটির একজন সভ্য বলিলেন যে, ব্রাউন্ কি প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য করি-বেন, তাহা আমাদের জানা আবশ্যক। তাঁহার সকল চেষ্টাই বৃথা হইয়া যাইতে পারে। পার্কার বলিলেন, কোন গুরুতর বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে অনেকবার বিফল যত্ন হইবার জন্য প্রস্তুত থাকা আব-শ্যক। লোকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া পার্কারের হস্তে অর্থ প্রদান করি-তেন। তাঁহার প্রতি তাঁহার অনুচর ও বান্ধবগণের এমনি বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল যে, তিনি অর্থ প্রার্থনা করিলে কেহ জিজ্ঞাসা করিত না যে, কেন ইহা

লইতেছেন। তাঁহাদের দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, পার্কার যখন লইতেছেন, তখন নিশ্চয়ই অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার হইবে।

এখন ব্রাউনের কথা বলি। মন্ত্রগুপ্ত বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। একজন দুষ্ট লোক কোন প্রকারে ব্রাউনের গূঢ় সংকল্প জানিতে পারিয়া যুদ্ধবিষয়ক আপিসের সম্পাদককে (Secretary) একখানি পত্রদ্বারা তাহা জ্ঞাপন করিয়াছিল। উক্তপত্রে লিখিত ছিল যে, একটি গুপ্ত সভা হইয়াছে ; দক্ষিণ প্রদেশে রাজদ্রোহ উপস্থিত করিয়া দাসদিগকে স্বাধীনত দেওয়া উহার উদ্দেশ্য। জন্ ব্রাউন্ উহার অধিনায়ক। গত শীতকালে তিনি কানেডা গিয়া তত্রত্য স্বাধীন কাফ্রিদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দিতেন। এতদ্ভিন্ন একজন শুভ্রবর্ণ প্রধান সৈনিক পুরুষ তাঁহার সহিত যোগদান করিবে। ইহাদিগের অনেক অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। ব্রাউন্ সংবাদ প্রেরণ করিবামাত্র কানেডা ও যুক্তরাজ্যের উত্তর প্রদেশ হইতে বহুসংখক লোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া দক্ষিণ প্রদেশে গিযা যুদ্ধ উপস্থিত করিবে।

এই পত্রে কাহারও নাম স্বাক্ষরিত ছিল না। যুদ্ধ আপিসের সম্পাদক পত্রোল্লিখিত বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করিলেন না।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর, রবিবার রজনীযোগে ব্রাউন্ হার্পারস্-ফেরি নামক স্থানে গবর্ণমেণ্টের আরসেন্যাল্ বা অস্ত্রাগার, (অর্থাৎ যে গৃহে যুদ্ধোপকরণ সকল রক্ষিত হয়) অধিকার করিলেন।

গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রমে ব্রাউন্ একটি বিষম সংকটে পড়িলেন। তিনি দেখিলেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে তাঁহার আশ্রিত অনেক গুলি পীড়িত ব্যক্তি, অনাথা স্ত্রীলোক ও শিশু মারা পড়ে। তিনি মনে করিলে যুদ্ধে জয়ী হইয়া অন্যান্য বীরদিগের ন্যায় নগর জ্বালাইয়া দিয়া সসৈন্যে স্বাধীনতা প্রাপ্ত কাফ্রিদিগকে লইয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু যুদ্ধজয়ী হইয়া বীর গৌরব লাভকরা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। দুঃখীর দুঃখ দূর করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ; সুতরাং তিনি যখন দেখিলেন যে, যুদ্ধজয় করিতে হইলে অনাথা স্ত্রীলোক ও শিশু মারা যায়, তখনই তিনি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু শত্রুপক্ষ নিবৃত্ত হইবে কেন? সুতরাং আত্মসমর্পণ করিলাম বলিয়া তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন বিপক্ষ পক্ষের সৈন্যগণ আসিয়া, নিরস্ত্র

যুদ্ধনিবৃত্ত ব্রাউনের দেহে অস্ত্রাঘাৎ করিয়া আপনাদিগের নীচতা ও কাপুরুষতার পরিচয় প্রদান করিল; ব্রাউন্ সবান্ধবে বন্দী হইলেন।

বন্দী অবস্থায় ব্রাউনকে যে সকল প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তিনি নির্ভীকচিত্তে, সুস্পষ্টরূপে তাহার উত্তর করিয়াছিলেন।

আপনার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য আপনি কি মনে করিয়াছিলেন যে, অধিবাসীগণকে হত্যা করিবেন?

"আমার তাহা করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আপনারা উহা করিতে বাধ্য করিয়াছেন।"

"আপনার এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি?"

"কেবলমাত্র দাসদিগকে মুক্ত করাই আমার উদ্দেশ্য, আর কিছুই নহে।"

"এমন কাজ কেন করিলেন?"

"আমি উচিত কার্য্যই করিয়াছি। যে কোন ব্যক্তি দাস রক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, তিনিই উচিত কার্য্য করিবেন। "তুমি অন্যের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তাহাদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর" যাঁহারা অপর লোককে স্বাধীনতা দান করিতে চেষ্টা করেন, এই উপদেশ বাক্য তাঁহাদের প্রতি সম্পূর্ণ সংলগ্ন হয়। * * দরিদ্র দাসদিগের জন্য আমার দুঃখ হয়। তাহাদিগকে সাহায্য করিবার লোক নাই। আমি সেই জন্যই এখানে আসিয়াছি; আমি কাহারও প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে আসি নাই। যে সকল দুঃখীলোক আপনাদের অপেক্ষা মন্দলোক নহে, এবং পরমেশ্বরের চক্ষে যাহাদের মূল্য আপনাদের অপেক্ষা অল্প নহে, সেই সকল অন্যায়রূপে অত্যাচরিত ব্যক্তিগণকে সাহায্য করিবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। অত্যন্ত ধনবান ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের ন্যায়াধিকারকে আমি যেমন সম্মান করি, অত্যন্ত দরিদ্র দুর্ব্বল, কৃষ্ণবর্ণ, অত্যাচরিত ক্রীতদাসের ন্যায়ধিকারকেও আমি সেইরূপ সম্মান করি। আমি সেই ভাবেই পরিচালিত হইয়াছি। দুঃখী ও অত্যাচারগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে সাহায্যদানজনিত আত্মপ্রসাদ ব্যতীত আমরা আর কোন পুরস্কার প্রত্যাশা করি না। অত্যাচারগ্রস্তদিগের রোদনধ্বনি আমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছে।

"আপনি গোপনে কার্য্য করিয়াছিলেন কেন?"

"উদ্দেশ্যসিদ্ধি বিষয়ে সফল হইবার পক্ষে, উহা আবশ্যক বলিয়া বোধ করিয়াছিলাম। গোপন করিবার অন্য কোন কারণ ছিল না।"

"স্মিথ্ সাহেব 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড' সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন যে, দাসরক্ষকদিগকে দাসত্বপ্রথার অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া দিয়া উক্ত প্রথা রহিত করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। দক্ষিণ প্রদেশে যুদ্ধ করিয়া উহা উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক। আপনি কি তাঁহার পত্র পড়িয়াছেন?"

"না; কিছুদিন হইল, আমি 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড' দেখি নাই। কিন্তু আপনার কথায় বোধ হইতেছে যে, উক্ত পত্রের সহিত আমার মতের ঐক্য আছে। আমার মত স্মিথ্ সাহেবের ন্যায়; দাসরক্ষকদিগকে বুঝাইয়া কৃতকার্য্য হইবার কোন আশা নাই।" * * * একটি বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "আমার সমস্ত মন্ত্রনা প্রকাশ করা আমি উচিত মনে করি না।" * * যে ব্যক্তি তাঁহার কথা সকল লিখিয়া লইতেছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার আর কিছু বলিবার আছে কি না। ব্রাউন্ বলিলেন "আমি দস্যুবৃত্তি করিতে আসি নাই। অন্যায় অত্যাচারগ্রস্তদিগকে সাহায্যদান করিতে আমি এখানে আসিয়াছিলাম। আর একটি কথা বলি, দক্ষিণ প্রদেশবাসীগণ দাসত্বপ্রথাবিষয়ে শীঘ্র একটা মীমাংসা করুন। আপনারা অতি সহজে আমার প্রাণ নষ্ট করিতে পারেন; আমি তো প্রায় মরিয়া গিয়াছি, কিন্তু কাফ্রিদাসত্ব বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসিতেই হইবে; উহার শেষ এখনই হইতেছে না। * * * * * আত্মরক্ষার জন্য কতগুলি লোককে বধ করিতে হইয়াছিল। * * এইরূপ অনুমতি ছিল যে, যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি অস্ত্রধারণ করিবে না, তাহাকে আঘাত করা না হয়।"

"যুক্তরাজ্যে যত ক্রীতদাস আছে, সকলকেই যদি আপনি হাতে পান, তাহা হইলে কি করেন?"

ব্রাউন্ সতেজে বলিলেন;—"তাহাদিগকে স্বাধীন করিয়া দি।"

একজন সৈনিক পুরুষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পূর্ব্বে তিনি কি কোন ধর্ম্মযাজকের নিকট হইতে ধর্ম্মজনিত সান্ত্বনা পাইতে ইচ্ছা করেন? ব্রাউন্ উত্তর করিলেন যে, দাসরক্ষক বা দাসত্ব প্রথার পক্ষপাতীদিগকে তিনি খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া মনে করেন না; সুতরাং তাঁহার জন্য দাসরক্ষক বা দাসত্বপক্ষপাতী ধর্ম্মযাজকের প্রয়োজন নাই।

একজন দাসত্ব পক্ষপাতী পাদ্রি, ব্রাউনের নিকটে আসিয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রাণদণ্ডের সময় পুরোহিতের কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন। ব্রাউন্ উত্তর করিলেন যে "বরং চোর ও দস্যুগণ আমার মৃত্যু সময়ে আমার নিকট

উপস্থিত থাকিতে পারে, কিন্তু দাসরক্ষক বা দাসত্ব প্রথার পক্ষপাতী কোন পাদ্রির প্রয়োজন নাই। যদি আমাকে স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচন করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমি দাসত্বপক্ষপাতী পাদ্রির পরিবর্ত্তে দরিদ্র, বস্ত্রহীন, কাফ্রি শিশু ও তাহাদের দুঃখিনী মাতাদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবার জন্য আমি যখন গমন করিব, তখন পাদ্রির পরিবর্ত্তে, দুঃখী কাফ্রি শিশু ও রমণীগণ আমার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলে, আমি অধিকতর গৌরব অনুভব করিব; তাহাই আমার ইচ্ছা। যে সকল পাদ্রি দাসত্ব প্রথা সমর্থন কবেন, তাঁহারা যেন আমার জন্য প্রার্থনা করিতে ব্যস্ত না হইয়া তাঁহাদের নিজের জন্য প্রার্থনা করেন।

ব্রাউন্ যখন কারাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ফাঁসি কাষ্ঠের দিকে গমন করিতেছিলেন, পথে দেখিলেন, একজন কাফ্রি নারী একটি শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া একটু দাঁড়াইলেন; তিনি শিশুটীকে স্নেহের সহিত চুম্বন করিলেন। আমেরিকার সুবিখ্যাত 'ট্রাইবিউন্' পত্রে জনৈক চাক্ষুষদর্শী পত্রপ্রেরক তাঁহার প্রাণদণ্ড বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছিলেন;— "দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন কালে জন্ ব্রাউন্ শান্ত প্রফুল্ল বদনে কারাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মুখের মৃদু হাস্য দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে, তিনি তাঁহার শক্রগণকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। সমুদয় নগরে, তাঁহার শক্র বা মিত্রগণের মধ্যে সে দিন তাঁহার ন্যায় প্রফুল্ল হৃদয় আর কাহারও ছিল না। তাঁহার প্রত্যেক কথায় পৌরুষ ও সাহস প্রকাশ পাইতেছিল। ধীর ও দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইয়া গাড়িতে উঠিলেন। জেলরক্ষক কাপ্তেন এভিস্ এবং দেহসমাহিতকারী তাঁহার সহিত একত্রে গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহার প্রতি জেলরক্ষক সাহেবের সুগভীর ভক্তি জন্মিয়াছিল। দেহ সমাহিতকারী, ব্রাউনের যারপরনাই প্রশংসা করিত। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে আমি (পত্র প্রেরক) তাঁহার অতিশয় নিকটে দাঁড়াইয়া মনোযোগপূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিতেছিলাম। তিনি সম্মুখস্থ দৃশ্য এক দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া বীরের ন্যায় সরল ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। বলিলেন যে, চারিদিকে প্রকৃতির বড় শোভা হইয়াছে, কিছুকাল দেখেন নাই বলিয়া তাঁহার চক্ষে অধিকতর শোভমান বলিয়া প্রতীত হইতেছে। নিকটস্থ কোন ব্যক্তি বলিলেন, "আপনাকে যে আমার অপেক্ষাও অধিকতর আনন্দিত

দেখিতেছি!" মহাপুরুষ উত্তর করিলেন ;—"আমার আনন্দিত হওয়াই উচিত।"

কাপ্তেন বাউনের স্বর্গারোহণ কালে তাঁহার পরম বন্ধু থিওডোর পার্কার রোগাক্রান্ত হইয়া ইটালির অন্তর্বর্ত্তী ফ্লরেন্স নগরে বাস করিতেছিলেন। তিনি এই সংবাদ পাইয়া স্বদেশস্থ জনৈক বন্ধুকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রখানি প্রকাশ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার শেষভাগে এই মনোহর কথাটি লিখিত ছিল ;—"স্বর্গে যাইবার পথ রাজসিংহাসন হইতে যেরূপ, ফাঁসি কাষ্ঠ হইতেও সেইরূপ সোজা ; বোধ হয়, উভয় পথই সমান সহজ।" ("The road to Heaven is as straight from the gibbet, as from the throne ; Perhaps also, as easy.")

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে পার্কারের পরম বন্ধু চার্লস্ সম্নর সাহেব সেনেট সভায় কান্সাস্ প্রদেশে দাসব্যবসায় বিস্তৃত করার বিরুদ্ধে একটি হৃদয়-ভেদী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে দাসত্বপক্ষপাতী সভ্যগণ অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তন্মধ্যে প্রেস্টন্ ব্রুক্স্ নামে একব্যক্তি রাগান্ধ হইয়া হঠাৎ আসিয়া সম্নরের দেহে অস্ত্রাঘাৎ করিল। সাধু সম্নর গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গেলেন। তাঁহাকে সভা গৃহ হইতে অন্তরিত করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসকের হস্তে সমর্পণ করা হইল।

সম্নব আহত হওয়াতে যুক্তরাজ্যের উত্তরাংশবাসীগণ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। যাহাতে সভাপতি নির্ব্বাচন সময়ে, দাসত্বপক্ষপাতী সভাপতি নির্ব্বাচিত না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল না। নির্ব্বাচনকারীদিগের মধ্যে দাসত্ব পক্ষ অধিক হওয়াতে তাঁহা-দের মতাবলম্বী লোকই সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। সভাপতি নির্ব্বাচন কার্য্যে দাসত্ববিরোধীগণ পরাস্ত হওয়াতে পার্কার বিবেচনা করিলেন যে এখন যুদ্ধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

এবিষয়ে তিনি আপনার দৈনন্দিন লিপিতে এইরূপ লিখিয়াছিলেন ;—"আমাদিগকে অবশ্যই যুদ্ধ করিতে হইবে। কয়েক মাস হইতে গৃহযুদ্ধ হইবে বলিয়া মনে করিতেছি। এখন আর পুস্তক ক্রয় করিব না। আমার সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে। আমরাই হয় তো প্রথমে যুদ্ধ আরম্ভ করিব ; সুতরাং রাজবিদ্রোহী বলিয়া আমার ফাঁসি হইতে পারে। সুতরাং আমি আমার সম্পত্তি পৃথক করিব। তাহা হইলে আমার স্ত্রীর সম্পত্তি বিষয়ে কোন

বিঘ্ন ঘটিবেনা। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সভাপতি নির্ব্বাচনবিষয়ে, দাসত্ববিরোধী-দিগের জয় হইল। প্রাতঃস্মরণীয় এব্রাহিম লিন্‌কন্ যুক্তরাজ্যের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু সভাপতি দাসত্ববিরোধীদিগের পক্ষ হইলে কি হইবে? তখন এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, বিনা যুদ্ধে এ বিষয়ের মীমাংসা হওয়া সম্ভবপর ছিলনা।

যুদ্ধ ভেরী নিনাদিত হইল। ভয়ঙ্কর সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। ১৮৬১ হইতে ৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মার্কিনগগন গভীর রণগর্জ্জনে প্রতিধ্বনিত হইল। দুর্ভাগ্য কাফ্রিদাসদিগের জন্য সহস্র সহস্র লোক বজ্রবর্ষী আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে অকুতোভয়ে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। "ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং" অবশেষে ন্যায়, সত্য ও হিতৈষণার জয়নিশান উড্ডীন হইল, নরশোণিত দাসত্বপ্রথারূপযুক্তরাজ্যের চিরকলঙ্ক বিধৌত হইয়া গেল।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

অতিরিক্ত পরিশ্রম ও পীড়া।

পার্কারের কার্য্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহাকে অহোরাত্র পরিশ্রম করিতে হইত। তাঁহার শরীর স্বভাবতঃ সুস্থ ও সবল বলিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত এ প্রকার গুরুতর পরিশ্রম সহ্য হইয়াছিল। অন্য লোকের পক্ষে সেরূপ কার্য্যভার বহন করা কখনই সম্ভবপর ছিল না।

অষ্টাদশ বা বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমে অনেকদিন এরূপ হইত যে, তিনি তাঁহার পিতার গোলাবাড়ীতে চতুর্ব্বিংশতি ঘণ্টার মধ্যে বিংশতি ঘণ্টা কার্য্য করিতেন। ধর্ম্মযাজকের কার্য্যে ব্রতী হওয়ার পর অধ্যয়ন প্রভৃতি বিষয়ে দিবারাত্রির মধ্যে অনেক সময় সপ্তদশ ঘণ্টা যাপন করিতেন।

কিন্তু শরীর যতই কেন সুস্থ ও সবল হউক না, অতিরিক্ত পরিশ্রম পরিণামে অনিষ্টকর হইবেই হইবে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের চতুর্ব্বিংশতিদিবসে পার্কার তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে এইরূপ লিখিয়াছিলেন ;—"অদ্য আমার ত্রিচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল। আমি মনে করিতাম যে, আমার পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপ দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ হইব। কিন্তু এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে যে, আমি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত জীবিত থাকিব না। বিগত তিন বৎসরের মধ্যে আমার অতিশয় স্বাস্থ্য ও বলহানি হইয়াছে। এক্ষণে ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে আমাকে কার্য্য করিতে হয়। পূর্ব্বে স্বতঃউৎপন্ন আবেগে কার্য্য করিতাম ; ইচ্ছাশক্তিদ্বারা আবেগ দমন করিতে হইত। মরিতে হইবে মনে করিলে আমার দুঃখও হয় না, আনন্দও হয় না।

*　　*　　*　　*　　*

শতপ্রকার হিতকর কার্য্য ও বোষ্টান নগরের ধর্ম্মালয়ে উপাসনা ও বক্তৃতার উপর পার্কারের আরও কার্য্য বাড়িয়া গেল। এই সময়ে ওয়াটার টাউন নামক নগরে একটি স্বাধীন ধর্ম্মসমাজ সংস্থাপিত হইল। অনেকগুলি ভদ্রলোক দেশপ্রচলিত উপধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক, বিশুদ্ধ ভাবে পরমেশ্বরের উপা-

সনা ও প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা কবিবাব উদ্দেশ্যে প্রতি শনিবাব নিয়মিতরূপে সমবেত হইতে লাগিলেন। এই নূতন সভাটি পার্কাবের ধর্ম্ম প্রচাবেবই ফল। পার্কাব তাঁহাদেব দ্বাবা অনুরুদ্ধ হইযা আহ্লাদ সহকাবে তাঁহাদেব আচার্য্যেব পদ গ্রহণ কবিলেন। শনিবাব ওযাটাব টাউনে এবং ববিবাব বোষ্টানে উপাসনা ও বক্তৃতা নিযমিতরূপে কবিতে লাগিলেন।

আমবা পূর্ব্বে বলিযাছি যে, পার্কাব সত্য প্রচাবেব জন্য সমস্ত সপ্তাহ বিবিধ কষ্ট সহ্য কবিযা যুক্তবাজ্যেব নানাস্থান ভ্রমণ পূর্ব্বক গৃহে ফিবিযা আসিযা ববিবাবে উপাসনালযেব কার্য্য কবিতেন। একবাব সেইরূপ প্রচাবার্থ ভ্রমণ কালে, অনাহাব ও অনিদ্রায কষ্ট ভোগ কবিযা একটি জলপ্লাবিত স্থানে আসিযা উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে বাত্রিতে বেলগাডী থাকিল। সমস্ত দিন প্রায় কিছুই আহাব হয নাই। বাত্রিতে আহাব হইল না। অস্বাস্থ্যকব স্থানে সমস্ত বাত্রি শযন কবিযা প্রাতঃকালে উঠিযা তাঁহাব বক্ষঃস্থলেব দক্ষিণপার্শ্বে এক প্রকাব কষ্ট অনুভব কবিতে লাগিলেন। এপ্রকাব কষ্ট তিনি পূর্ব্বে কখন অনুভব কবেন নাই। তথাচ প্রচাবোৎসাহ প্রশমিত হইল না। সিবাকিউস্ নগবে গিযা বক্তৃতা কবিলেন। মর্ম্মনদিগেব প্রদেশে পর্য্যন্ত গিযা প্রচাব কবিলেন। সমস্ত বাত্রি বেলেব গাডীতে আসিযা একটি অস্বাস্থ্যকব স্থানে পৌছিলেন। সেখানে এক ঘণ্টা নিদ্রা গেলেন। তৎপবে সমস্ত দিন ও বাত্রি জ্বরভোগ কবিলেন। তথাচ বক্তৃতা বন্ধ হইল না। বক্তৃতা কবিযা গৃহে আসিযা উপস্থিত হইলেন। রবিবাবে ওযাটাব টাউন ও বোষ্টান এই উভয স্থানেব আচার্য্যেব কার্য্য সম্পন্ন কবিলেন। তৎপবে কযেক সপ্তাহ পর্য্যন্ত অসুস্থ শবীবে প্রচাব কার্য্য ও অন্যান্য কার্য্য চলিতে লাগিল। এক ঘণ্টা দাঁড়াইবাব ক্ষমতা আছে, বোধ হইলেই তিনি বক্তৃতা কবিতে যাইতেন।

কিন্তু সকল বিষযেবই সীমা আছে। আব কার্য্য কবা কঠিন হইযা পডিল। তিনি শয্যাগত হইলেন। কিন্তু পার্কাবেব পক্ষে এরূপে কযদিন যাইতে পাবে? তাঁহাব মনে এক অদ্ভুত বিশ্বাস আসিযা উপস্থিত হইল। তিনি মনে কবিলেন যে, রবিবাবে তাঁহাব উপাসনালযে উপাসনা ও বক্তৃতা কবিলে, উহা তাঁহার পক্ষে ঔষধের কার্য্য কবিবে। বন্ধুগণ, চিকিৎসকগণ সকলেই নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস কিছুতেই দূব হইল না। সপবিবারে শকটারোহণে উপাসনালয়ের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। একটি যষ্টি ও তাঁহাব স্ত্রীর সাহায্যে আচার্য্যের দণ্ডায়মান হইবার স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহের

চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন যে, প্রায় দুই সহস্র লোক তাঁহার মুখনির্গত বাক্য শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

উপাসনা ও বক্তৃতা শেষ করিয়া পার্কার গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জ্বর বৃদ্ধি হইল। কিন্তু আবার অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থা হওয়াতে তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কার দূরীকৃত হইল; ভাবিলেন যে, উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়া শরীর ভাল হইয়াছে!

পার্কারের সমাজের সভ্যগণ আচার্য্যের পীড়ার জন্য একটি বিশেষ সভা করিয়া স্থির করিলেন যে, স্বাস্থ্যলাভ উদ্দেশ্যে ইয়োরোপ গমন জন্য তাঁহাকে ছয় মাস অবকাশ দেওয়া হইবে; এবং ষোড়শশত ডলার বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি করিয়া দুই সহস্র পাঁচশত ডলার করিয়া দিলেন। পার্কার বিবেচনা করিলেন যে, তাঁহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে, আর অবকাশের প্রয়োজন নাই। আরও ভাবিলেন যে, উপাসকমণ্ডলীর অনুগ্রহ তাঁহার পক্ষে ঔষধের কার্য্য করিবে। অবকাশ গ্রহণ করিয়া সমুদয় ঔষধটা সেবন করা অনাবশ্যক। বেতন যাহা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা তিনি অত্যধিক ও অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া পাঁচশত ডলার কমাইয়া লইলেন।

কয়েকদিন শ্রমসাধ্য কার্য্য হইতে দূরে রাখিলে স্বাস্থ্যলাভের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া একজন বন্ধু পার্কারকে শকটারোহণে দেশের মনোরম স্থান সকল ভ্রমণের জন্য লইয়া গেলেন। বন্ধুর সহবাসে কয়েক দিবস ভ্রমণ করিয়া পার্কার যথেষ্ট আনন্দ ও বিবিধবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিলেন।

তাঁহার বন্ধুগণ বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে, স্বাস্থ্যলাভের জন্য তিনি কয়েকমাস ইয়োরোপে গিয়া বাস করেন। কিন্তু তিনি ভিন্নরূপ বুঝিলেন। সাধারণের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য উপাসনালয়ে বিবিধ বিষয়িনী প্রকাশ্য বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ফ্রাঙ্কলিন্ প্রভৃতি মহৎ লোকদিগের জীবনী লইয়া অতি সুন্দর ও সারগর্ভ বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।

অসুস্থ শরীরে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে যাহা হয়, তাহাই হইল। তিনি আবার বিশেষরূপে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। হৃৎপিণ্ডে জলসঞ্চার হইয়া আটমাস কষ্ট পাইলেন। উহা আরোগ্য হইলে ভগন্দর রোগে কষ্ট পাইতে লাগিলেন। উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা অস্ত্র চিকিৎসা হওয়াতে উহার যন্ত্রনা হইতে রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু স্বাভাবিক উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষয়কাশরূপ

যে মাতৃসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান রহিল। কাশি প্রভৃতি কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল।

অস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা তাঁহার শরীর অতিশয় শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কি হয়? পঞ্চদশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন স্থানে, একজন বন্ধুর পুত্র;—একটি বালক—জলমগ্ন হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। বালকটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার জন্য পার্কার অনুরুদ্ধ হইলেন। তাঁহার শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে অধিক দূর গিয়া উক্তরূপ কোন কার্য্য সম্পন্ন করা কখনই পরামর্শসিদ্ধ ছিলনা। কিন্তু তাঁহার হৃদয় কিছুতেই তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে দিল না। তিনি গমন করিলে শোকার্ত্ত পরিবার যেরূপ সান্ত্বনা লাভ করিবে, আর কাহারদ্বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা ছিল না, ইহা বুঝিতে পারিয়া পার্কার ব্যস্ত হইয়া তথায় গমন করিলেন। যথোপযুক্তরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিলেন বটে, কিন্তু রেলের গাড়ীতে উঠিবার সময় এক খণ্ড বরফের উপর পা পড়াতে পড়িয়া গিয়া কঠিন আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তিন সপ্তাহ চলিতে পারিলেন না। কিন্তু উপাসনালয়ের কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম হইল না।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে পার্কারের শরীর দিন দিন অসুস্থ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া তাঁহার বন্ধুগণের বিশেষ আশঙ্কা হইল। কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

শরীর রক্ষার জন্য কিছুদিন বিশ্রাম করিবার অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন, "দেশের অবস্থা কেমন শোচনীয় একবার দেখুন দেখি! দাস রক্ষকগণ আপনাদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত কোলাহল করিতেছে। তাহারা যাহা চাহিতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাই দিতে প্রস্তুত - * * এই ঘোরতর নৈতিক অবনতি দর্শন করিয়া আমি উদাসীন ভাবে নীরব হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পারি না। দাসত্বপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, দাসগণের ও সমগ্র দেশবাসিগণের যে ভয়ঙ্কর অমঙ্গল সংঘটিত হইতেছে, তাহা নিবারণ করিবার জন্য আমার যতদূর ক্ষমতা চেষ্টা করিতে হইবে। যদি ইহাতে আমার প্রাণ যায়, তাহাও ভাল। এই ভীষণ পাতকবিনাশকার্য্যে প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা, এমন কোন পবিত্রতর কার্য্য নাই যাহাতে এ প্রাণ বিসর্জ্জিত হইতে পারে।"

পার্কার আর একজন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন;—"পরমেশ্বর আমাকে

কতকগুলি ক্ষমতা দিয়াছেন, আমি মনুষ্যের সেবায় সেই ক্ষমতাগুলির ব্যবহার করিব। আমার চারি কোটি ভাই ভগিনী * নীরব হইয়া ক্লেশভোগ করিতেছে। তাহারা কথা কহিতে পারে না; তাহারা হস্তোত্তোলন দ্বার আমাকে ইঙ্গিতে মিনতি করিয়া বলিতেছে,—"তুমি আমাদের হইয়া কথ কও।" আমি তাহাদের জন্য যাহা পারি, করিব। * * * আমি বাঁচি কি মরি তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; আমার যেমন করা উচিত সেইরূপে আমার কর্ত্তব্য সাধিত হইলেই হইল।" যে বন্ধুর নিকট পার্কার এই কথা গুলি বলিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছেন; "পরমেশ্বরের কার্য্যে প্রাণ দিতেছি বলিযা পার্কারের ন্যায় দৃঢ় বিশ্বাস, আমি আর কাহারও কখন দেখি নাই।"

তথাচ পার্কার শরীর রক্ষা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কয়েক জন প্রিয় বন্ধুর সহবাসে কিছুদিন বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। চিকিৎসকের অনুরোধে মন্ত্রীবর গ্লাডষ্টোন একবার কিছুদিনের জন্য সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেই সময় বাইবেল গ্রন্থের নূতন অনুবাদ নির্দ্দোষ হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য তিনি উহার সহিত হিব্রু ও গ্রীকভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিয়াছিলেন! পার্কার তাঁহার বিশ্রাম কালে জর্ম্মান কবিদিগের কবিতা সকল ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিতে লাগিলেন!

আবার পীড়া বৃদ্ধি হইল। এবারে তিনি নিজেই অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে। নববর্ষ উপস্থিত হইল। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে, উহাই তাঁহার জীবনের শেষ নববর্ষ। বন্ধুগণকে নববর্ষের উপহার দিবার সময় তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন যে, নববর্ষোপলক্ষে এই তাঁর শেষ উপহার দান।

তিনি এই সময় তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার এতকাজ যে, এখন তাঁহার জীবিত থাকাই আবশ্যক। অনেক সময় তাঁহার মনে হইত, যেন তিনি তাঁহার জীবনের কার্য্য এইমাত্র আরম্ভ করিলেন। তথাচ পার্কার লিখিয়াছেন যে, যদি তাঁহাকে বাস্তবিকই তখন ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলে তিনি কিছুমাত্র আক্ষেপ করিবেন না।

উপাসনালয়ে নববর্ষোপলক্ষে উপাসনা ও উপদেশ হইল। উপদেশের বিষয়;—"ধর্ম্ম মনুষ্যের জন্য কি করিতে পারে?" দুর্ব্বলতাবশতঃ পার্কার

---

*এ স্থলে পার্কার কাফ্রি দাসদিগের কথা বলিতেছেন।

বেদীর উপর হস্তের ভরদিয়া আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পার্কার তাঁহার বন্ধুগণেব' নিকট বলিয়াছিলেন যে, যখন শ্রোতৃবর্গ চলিয়া যাইতে লাগিলেন এবং তিনি গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য মুখ ফিরাইলেন, তখন তাঁহার মনের ভিতরে কে বলিল, " ও পার্কি ! এই তোমার শেষ বার।"

তৎপরবর্ত্তী রবিবাসরে পুনর্ব্বার সমাজের কার্য্য করিবার জন্য তিনি ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল। তাঁহার মুখনির্গত প্রার্থনা ও উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনালয় শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ হইল। কিন্তু পার্কারের পরিবর্ত্তে তাঁহার লিখিত এক খানি পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

পত্রে লিখিত ছিল যে, তাঁহাব মুখ দিয়া রক্তনির্গত হইযাছে বলিয়া তিনি উপাসনালয়ে উপস্থিত হইতে পাবিলেন না, এবং দবিদ্রদিগকে সাহায্যদান বিষয়ে যেন ভুল না হয়। উপসংহাব স্থলে লিখিত ছিল যে, ন্যায়পবতা ও পরোপকার অবলম্বন পূর্ব্বক বিনীত ভাবে ভগবানেব অনুগত হইয়া চলিলেই ইহকাল ও পরকালে মঙ্গল ; তাঁহার প্রেম আমাদের প্রতি চিরদিন বর্ষিত হইতেছে।

পত্র পঠিত হইলে উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণ যার পর নাই দুঃখিত হই-লেন। সকলে মিলিযা স্থির করিলেন যে, চিকিৎসকেব পরামর্শানুসাবে কোন স্বাস্থ্যকর দেশে তাঁহাকে প্রেরণ করা হইবে। তাঁহার এক বৎসরের বেতন এবং তদপেক্ষাও অধিক কিছু আবশ্যক হইলে তাঁহাকে প্রদান করা হইবে।

উপাসকমণ্ডলী পার্কারের প্রতি গভীব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া একখানি অভিনন্দন পত্র রচনা করিযা স্থির কবিলেন যে, পার্কার যখন স্বাস্থ্য লাভ জন্য ওয়েষ্ট ইণ্ডিসদ্বীপে অবস্থিতি করিবেন সেই সময় উহা তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হইবে।

পার্কারের পীড়ার কথা প্রচার হওয়াতে চতুর্দ্দিক্ হইতে সহানুভূতিসূচক রাশি রাশি পত্র আসিতে লাগিল। রুগ্ন শরীরে সেই সকলের উত্তর প্রদান করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কার্য্য। সুতরাং তিনি আমেরিকার একখানি প্রধান সংবাদ পত্রে পত্রোত্তর দানে অক্ষমতাহেতু ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন।

পীড়িতাবস্থায় তাঁহাকে উত্তর দিবার কষ্ট দেওয়া হইবে বলিয়াই অনেক

বিজ্ঞ ব্যক্তি এপর্য্যন্ত পত্র লিখেন নাই। তাঁহারা যখনই জানিতে পারিলেন যে তিনি উত্তর দিবেন না; তখন হইতেই তাঁহারা তাঁহার প্রতি হৃদয়ের সদ্ভাব প্রকাশক পত্র সকল লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

পার্কারের পীড়ায় বন্ধুগণের হৃদয় ব্যথিত হইবে, তাঁহারা তাঁহাকে সহানুভূতি-সূচক পত্র লিখিবেন, ইহা আশ্চর্য্য কি? একজন দাসরক্ষক হৃদয়ের গভীর সদ্ভাব প্রকাশ করিযা তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। দাসরক্ষক বলিতেছেন;—"যুগে যুগে যে সকল সাধু ও মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ন্যায় আপনারও এই দুর্লভ সান্ত্বনা যে, আপনি যে আলোক প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অবিনশ্বর। যে নক্ষত্র হইতে ঐ আলোক আসিয়াছে তাহা অদৃশ্য হইলেও আলোক বর্ত্তমান থাকিবে। আপনার নিকট অপরিচিত থাকিয়াও যে কোটি কোটি ব্যক্তি সেই আলোক সম্ভোগ করিতেছে, তন্মধ্যে আমি একজন। আশাকরি আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা, এবং আপনার সদ্‌গুণের জন্য আপনার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি প্রকাশ করিতেছি বলিয়া আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

পার্কার এই সময়ে কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন;—"যদি আমি রোগমুক্ত হইতে না পারি, তাহা হইলে যে অনন্ত প্রেম আমার নিজের অপেক্ষা আমাকে অধিক যত্ন করেন, তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আমি চলিয়া যাইব।" চিকিৎসকেরা বলিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু সম্ভাবনাই অধিক, রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। পার্কার তাহা জানিতেন। সুতরাং যে জগন্মাতার প্রতি সুখে দুঃখে চিরজীবন নির্ভর করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে জীবনাবসান সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি তাঁহারই প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর স্থাপন করিলেন।

আর একজন বন্ধুকে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, যে প্রেমাস্পদ মাতা এখানে আমাকে আনিয়াছেন, তিনি যদি আমাকে চক্ষুর অতীত লোকে লইয়া যান, তাহা হইলে আমি দুঃখ করিব না। অনেকদিন হইল মাতা আমাকে বলিয়াছেন, এই ক্ষণস্থায়ী সংসারে দীর্ঘকাল থাকিবার আশা করিও না।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

বিদেশযাত্রা; ইয়োরোপ ভ্রমণ।

যে দিবস পার্কার চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে বিদেশ যাত্রা করিবেন, সেই দিবস প্রাতঃকালে আপনার গৃহে, গৃহপরিত্যাগের পূর্ব্বে বন্ধুগণ পরিবেষ্টিত হইয়া দায়ূদ ভূপতির ত্রয়োবিংশসংগীত পাঠ করিতে লাগিলেন। উক্ত সংগীতের কিয়দংশের অনুবাদ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম।

"প্রভু আমার রাখাল, আমার অভাব হইবে না। তিনি তৃণভূষিত গোষ্ঠে আমাকে শয়ন করান এবং শান্তিপূর্ণ জলের ধারে ধারে আমাকে লইয়া যান। তিনি আমার আত্মাকে সুস্থ করেন। তিনি আপনাব গুণে আমাকে ধর্ম্মমার্গে পবিচালিত করেন। যখন আমি মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়া গমন করিব, তখনও অমঙ্গলের আশঙ্কা করিব না, কেননা তুমি আমার সঙ্গী। তোমার পাচনি ও তোমার যষ্টি আমাকে সান্ত্বনা করিবে।"

এই সংগীতটি পাঠ করিতে করিতে তাঁহার প্রেমাশ্রুপাত হইতে লাগিল। ভাবাবেগে কণ্ঠ নিরুদ্ধ হইয়া আসিল, আর পড়িতে পারিলেন না। বন্ধুগণও মস্তক অবনত করিয়া বিগলিত হৃদয়ে দুঃখের দিনে জগতের মাতার প্রতি নির্ভর করিয়া রহিলেন।

ভগবানের নামে বল লাভ করিয়া পার্কার ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা ফেব্রুয়ারি, সপরিবারে বিদেশ যাত্রা করিলেন। প্রথমতঃ বোষ্টান হইতে নিউইয়র্ক গমন করিলেন। নিউইয়র্ক হইতে জাহাজে উঠিলেন।

এই সময়ে তিনি লিখিয়াছিলেন; "তোমার ভয় ভাবনা বায়ুতে উড়াইয়া দাও"। চৌদ্দবৎসর অতীত হইল আমি বোষ্টান নগরে ধর্ম্মপ্রচারার্থ আসিয়াছিলাম। ত্রিংশৎবর্ষব্যাপী যুদ্ধের জন্য আমি সৈন্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু অর্দ্ধেক সময় অতীত না হইতেই আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে হইল।"

পার্কার সপরিবারে সেণ্টাক্রুজ দ্বীপে উপনীত হইলেন। সেখানকার সকল বিষয় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কে বলিবে যে, তিনি স্বাস্থ্য লাভের জন্য

কথায় আসিয়াছেন? যেন কোন বৈজ্ঞানিক সভা সভ্য উক্ত দ্বীপ সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সকল জানিবার জন্য তাঁহাকে তথায় প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি সমাধিক্ষেত্র দেখিতে গমন করিলেন ; উহার মধ্যে একটী বিশেষ স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া বলিলেন, "এই দ্বীপে অবস্থিতি কালে আমার মৃত্যু সংঘটিত হইলে, যেন এই স্থানটীতে আমাকে সমাহিত করা হয়।" পার্কার নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম করিবার লোক ছিলেন না। তিনি কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়াও নিজের জীবন বৃত্তান্ত * বিষয়ে একখানি পুস্তক রচনা করিলেন। উক্ত দ্বীপে অবস্থিতি সময়ে স্বাস্থ্য বিষয়ে কিছুই উপকার হইল না।

১৮৫৯ খৃঃ অব্দের জুন মাসের প্রথম দিবসে পূর্ব্বাহ্ণ দশ ঘটিকার সময় তাঁহারা ইংলণ্ডের সদ্যাম্‌টন্ (Southampton) নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই দিনই ৩৫॥ ক্রোশ দূরবর্ত্তী লণ্ডন (London) নগরে চলিয়া গেলেন। লণ্ডনে গিয়া যাহা কিছু দেখিবার যোগ্য, প্রায় সকলই দেখিলেন।

এই সময়ে তিনি কুমারী কব্ (Miss Cobbe) ও কুমারী কার্পেণ্টর্ (Miss Carpenter) এই উভয়কে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। উক্ত পত্রের এক স্থানে লিখিত ছিল ;—"তিন বৎসর হইল আমার পীড়া হইয়াছে, কিন্তু আমি তজ্জন্য একঘণ্টাও বিমর্ষ হই নাই ; জীবিত থাকিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা আমার প্রবল নহে ; যে অনন্ত প্রেম এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক জীবের প্রযোজনীয় বিষয় সকল বিধান করিতেছেন, তাঁহার প্রতি আমার সম্পূর্ণ নির্ভর আছে। আমি নিশ্চয় জানি, মৃত্যু সর্ব্বদাই মঙ্গলপ্রদ, উহা জীবনপথে একটী পদক্ষেপ মাত্র।"

লাইম্যান্ (Lyman) নামক পার্কারের একজন পরম বন্ধু তাঁহার সেবা করিবার জন্য আমেরিকা হইতে লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার সহিত অনেকেই দেখা করিতে আসিতে লাগিলেন। আমাদের কলিকাতার বিসপ হীবরের (Bishop Heber) এক জন ভ্রাতষ্পুত্র পার্কারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি আমেরিকায় পাঁচ বৎসর অবস্থিতি কালে পার্কারের উপদেশ প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া যারপর নাই উপকৃত হইয়াছিলেন। তিনি বিদায় লইবার সময় তাঁহার নিকট

* Theodore Parker's experience as a minister.

হৃদগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া, এই বিপন্ন অবস্থায় তাঁহার দেশভ্রমণ-জনিত ব্যয়ের সাহায্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পার্কার তাঁহার সৌজন্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু অর্থের প্রয়োজন নাই মনে করিয়া সাহায্য লইতে অস্বীকার করিলেন। কাফ্রী রমণী এলেন্ ক্রাফ্‌ট পার্কারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পার্কার যত সুখী হইলেন, আব কাহাকেও দেখিয়া তত সুখী হন নাই। যে দিবস তিনি তাঁহার স্বামীব এক হস্তে বাইবেল ও অপর হস্তে তরবার দিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ কবিযাছিলেন, সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইযা উঠিল।

লণ্ডনে অবস্থিতি কালে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকাব টমাস বকলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে, বকল্ তখন গৃহে ছিলেন না বলিয়া দেখা হইল না। বকল্ সে জন্য বিশেষ দুঃখ কবিয়া পার্কারকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। উক্ত পত্রের এক স্থানে তিনি এইরূপ বলিতেছেন ;—"পৃথিবীর মধ্যে এক্ষণে যে দুইটী জাতি সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকাব করিযা রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটী জাতির মতামত বিষয়ে আপনি সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রবর্ত্তী নেতা বলিয়া আমি আপনাকে অতিশয় সম্মান কবি। আব কিছুব জন্য না হইলেও সুদ্ধ সেই জন্যই আপনার সহিত চাক্ষুষ আলাপ করিতে আমার চিত্ত ব্যাকুল।"

পার্কার পার্লেমেণ্ট সভা দেখিতে গমন করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ জন্ ব্রাইট্ (John Bright) সাহেব তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া গ্যালারির নীচে একটী স্থানে বসিতে দিলেন। ব্রাইট্ সাহেবের বক্তৃতা শুনিয়া পার্কার অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ কবিয়াছিলেন।

এই সময়ে পার্কার মেরি কার্পেণ্টরকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন ;—"অনেক প্রকার পদার্থ খৃষ্টধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয়। গির্জায় যাওয়া ও কণ্ঠস্থ উপাসনা আবৃত্তি করা একপ্রকার খৃষ্টধর্ম্ম। এক সময়ে জীবন্ত মনুষ্যকে জ্বলন্ত চিতায় ভস্মীভূত করাই খৃষ্টধর্ম্ম ছিল। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অর্দ্ধাংশে মানুষ ধরা ও নরনারীকে ক্রীতদাস করাই খৃষ্টধর্ম্ম ; আপনার পিতা যে খৃষ্টধর্ম্ম ভাল বাসিতেন, যে খৃষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন, এবং যে খৃষ্টধর্ম্মানুসারে জীবন যাপন করিতেন, সে খৃষ্টধর্ম্ম ভক্তি ও নীতি;—ভগবানের প্রতি প্রেম ও [illegible] প্রেম। আপনাতে সেই খৃষ্টধর্ম্ম আছে বলিয়া আমি

আপনাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিয়া থাকি। আপনার খৃষ্টধর্ম্ম দরিদ্রের প্রতি দয়ার আকার ধারণ করিয়াছে। দরিদ্র ও পাপীদিগের গৃহে গমন করিয়া তাহাদিগের মঙ্গল চেষ্টা করা, আধুনিক সামাজিক নিয়মদ্বারা যাহারা অভিশপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করাই বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বপ্রধান বীরত্ব। যদি নাসরথের যিসু পুনর্ব্বার আসিয়া লণ্ডনের যিসু হন, তাহা হইলে তিনি কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, আমি বলিতে পারি ;— তিনি আপনার সার্ব্বভৌমিক ন্যায়দ্বারা সামাজিক প্রথা সকলের মূলোৎপাটন পূর্ব্বক এক নূতন বিপ্লব উপস্থিত করিবেন।

নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। পার্কার তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক মার্টিনো সাহেবের বাটীতে নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছিলেন। যে দিবস তাঁহারা একত্রে আহার করেন, সেদিবস তথায় অধ্যাপক নিউম্যান্ সাহেব এবং আরও কতকগুলি খ্যাতনামা ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। মার্টিনো লিখিয়াছেন যে, পার্কারকে উৎকট রোগাক্রান্ত দেখিয়া সকলেই যার-পর নাই দুঃখিত হইলেন। মার্টিনোর সহধর্ম্মিণী ও কন্যাগণের প্রশংসা করিয়া পার্কার লিখিয়াছিলেন যে, শিক্ষাকৌশলে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক সদাশয়তা নষ্ট হইয়া যায় নাই।

লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ গির্জা ঘর সেণ্ট পল্‌স্ কেথিড্র্যাল্ (St. Paul's Cathedral) দেখিয়া আসিয়া পার্কার লিখিয়াছিলেন— "গির্জা ঘরের উচ্চ চূড়ার নীচে যে স্থান, তথায় ইংলণ্ডের ধন ও বংশমর্য্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপবেশন করেন। বংশমর্য্যাদাবিহীন লোক এবং ভৃত্যগণ তাহার বাহিরে উপবেশন করেন। আট সহস্র শিশু একত্র বসিয়া কতকগুলি কণ্ঠস্থ সংগীত গান করিল এবং মানব প্রকৃতির মৌলিক জঘন্যতা বিষয়ে একটী বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িল!"

জুন মাসের দ্বাদশ দিবসে লণ্ডন পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্যারিস (Paris) নগরে উপনীত হইলেন, তথায় আসিয়া তাঁহার বন্ধু মার্কিন্ রাজনীতিজ্ঞ চার্লস্ সম্‌নরের (Charles Sumner) সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেখিলেন তিনি কন্‌গ্রেশ (Congress) সভায় গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা হইতে অনেক পরিমাণে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

প্যারিস নগরের প্রধান প্রধান চিকিৎসকের নিকটে গিয়া [illegible]

রোগ সম্বন্ধে তাঁহাদের মত ও পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক একটি তালিকা করিয়া বন্ধুগণকে দেখাইলেন যে, কি আমেরিকায় কি প্যারিস নগরে, যত চিকিৎসকের মত লইয়াছেন সকলেই বিভিন্ন কথা বলিয়াছেন, কাহারও সহিত কাহারও মতের একতা নাই !

পার্কার প্যারিস হইতে যাত্রা করিয়া অনেক প্রসিদ্ধ স্থান ভ্রমণ করিয়া ও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া সুইজরলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি উপত্যকা ভূমির উপর সহস্র ফুট উচ্চ একটি পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। পার্কার চিরদিনইপ্রকৃতির উপাসক। এই নির্জ্জন আবাসে প্রকৃতি অতি অপূর্ব্ব মনোরম শোভা ধারণ করিয়া চিরদিন অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু বিমুগ্ধ হইয়াগেল। স্বাস্থ্যকারিতা বিষয়েও স্থানটির তুলনা নাই। তিনি দিন দিন পুষ্টি ও বললাভ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একটি বিষয়ের জন্য তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। যখন কাজ করিতেছি না, তখন বেতন গ্রহণ করা উচিত নহে। এই ভাব তাঁহার হৃদয়ে এতদূর প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি তাঁহার সমাজে কর্ম্মত্যাগপত্র পাঠাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে, সমাজের সভ্যগণ, তাহার আচার্য্যের পদ পরিত্যাগের প্রস্তাব অস্বীকার করিয়া এবং তাঁহার শারীরিক উন্নতি জন্য আনন্দপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলেন।

শরীর কিছু ভাল হইল বলিয়া আর তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। কল্পনা প্রসূত অদ্ভুত সিদ্ধান্তপ্রি- বৈজ্ঞানিকদিগকে বিদ্রূপ করিয়া একটি হাস্য-রসাত্মক কবিত্ব পূর্ণ প্রবন্ধ * রচনা করিলেন।

১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসের উনবিংশ দিবসে রোমনগরে উপনীত হইলেন। নগরদর্শনে বহির্গত হইয়া কোন দোকানে ওলন্দাজদিগের ভাষায় পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে একখানি পুস্তক পাইয়া ক্রয় করিলেন। উক্তপুস্তকের কথা শুনিয়া তিনি উহা এতদিন পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিতেছিলেন। এখন উহা পাইয়া আগ্রহ সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ফেলিলেন। রোম সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রোমের পুরাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, গৃহনির্ম্মাণপ্রণালী প্রভৃতি সকলই শিক্ষা করিবার জন্য ইয়ো-রোপীয় বিভিন্ন ভাষার পুস্তকে আপনার আলমারি পরিপূর্ণ করিলেন। নিমগ্ন

---

* ...st on the plan and purpose of the creation.